বরের নিলাম।

বরের নিলাম।

আমার

শ্রী --- কে

------------------------ র

নিদর্শন স্বরূপ

'বরের নিলাম'

উপহার দিলাম।

তারিখ -------------- । শ্রী --------------------

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বিশ্বাস

করকমলেষু—

প্রিয় বিধুবাবু!

"বরের নীলাম" প্রকাশিত হইল, আপনি ও বধূমাতা উভয়েই আমার পুস্তক পড়িতে ভাল বাসেন, তাই এই পুস্তকের সহিত আপনার নামটুকু জুড়িয়া দিলাম। আপনার ভালবাসার বিনিময়ে আমার এ ক্ষুদ্র স্মৃতি নিশ্চয়ই আপনার নিকট হতাদৃত হইবে না। ইতি :—

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩২৬ সাল;
পুরুলিয়া।

বিনীত—
শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

বরের নিলাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"মাষ্টার তোমায় দিদিবাবু ডাক্‌তিছে।"

মাষ্টার মশায়ের বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। যে খবর দিল সে একটী থপ থপে বুড়ি ঝি আর যে শুনিল সে মাষ্টার সুকুমার। সুকুমার একটা ষ্টীল ট্রাঙ্কের ভিতর কতকগুলি পুস্তক থাক্ থাক্ করিয়া গুছাইয়া ভরিতেছিল। আষাঢ় মাস, কাঁটাল পাকা চড়া রৌদ্রের কড়া ভাবটা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে,—কারণ বেলা পড়িতে অধিক বিলম্ব নাই। সুকুমার আপন মনে ট্রাঙ্কে পুস্তকগুলি গুছাইতেছিল, ঝি ঠাক্‌রুণের স্বরে সে বিভ্রান্তের ন্যায় ট্রাঙ্ক হইতে মুখ তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল। মাষ্টারকে দ্বারের দিকে চাহিতে দেখিয়া বুড়ি ঝি স্বরটা এক পর্দ্দা উঁচুতে তুলিয়া আবার বলিল, "মাষ্টার তোমায় দিদিবাবু ডাক্‌তিছে!"

সুকুমারের চমক ভাঙ্গিল, "দিদিবাবু ডাক্‌ছেন, আচ্ছা বেশ,

তুমি গিয়ে তাঁকে বলো যে মাষ্টার মশাই তার ট্রাঙ্কটা বন্ধ করেই আস্‌ছেন।”

এই দিদিবাবুর নামটা কর্ণে প্রবেশ করিলেই স্থকুমারের প্রাণটা যেন কেমন ওলোট পালোট হইয়া যাইত। সে নামের তীব্র মাদকতা সে সহ্য করিতে পারিত না।

স্থকুমারের আর ট্রাঙ্ক গুছানি হইল না,—দিদিবাবু ডাক্‌ছেন এ সংবাদ পাইবার পর তাহার সমস্ত গুছানই এলোমেলো হইয়া যাইতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কটার চাবী বন্ধ করিয়া দিয়া দিদিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল।

এখানে স্থকুমারের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন। স্থকুমারের বাড়ী গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর। সংসারে মাতা পিতা ও একটি কনিষ্ঠ ভগ্নি আছে। ভগ্নিটীর বহুকাল বিবাহ হইয়া গিয়াছে,—সে অধিকাংশ সময়ই শ্বশুরালয়ে থাকে। স্থকুমারেরা মধ্যবিৎ গৃহস্থ,—তাহার পিতা রামজীবনবাবুর চাষ আবাদের জমি-জমা ছাড়াও স্থদের কারবার ছিল। তাহাতে রামজীবনবাবুর যাহা আয় হইত, তাহাতে স্থখে সংসার নির্ব্বাহ হইয়াও দুই পয়সা বেশ সঞ্চিত হইত। স্থকুমার পিতার খরচেই কলিকাতায় থাকিয়া বরাবর একটীর পর আর একটী পাশ করিয়া আসিয়াছে। শেষ সংস্কৃতে বি, এ, অনার পাশ করে। তাহার পর যখন এম, এ, পড়িবার সময় আসিল তখন পিতার মনোগত

ভাব বুঝিয়া একটা মাষ্টারীর চেষ্টায় ছিল। সে সংস্কৃতে বি, এ, অনার পাশ করিয়াছে কাজেই তাহার মাষ্টারী জোটান বড় একটা কঠিন ব্যাপার হইল না। একটু চেষ্টাতেই সে একটী মাষ্টারী জুটাইয়া ফেলিল। বেণীমাধব বাবু তাঁহার একমাত্র বিধবা কন্যাকে সংস্কৃত পড়াইবার জন্য একটী মাষ্টার খুঁজিতেছিলেন, উপযুক্ত মহিলা শিক্ষয়িত্রীর অভাবে তিনি সুকুমারকেই শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। খাওয়া থাকা বাদ পঞ্চাশ টাকা বেতন ধার্য্য হইল। সুকুমার আজ প্রায় দুই বৎসর বেণী মাধববাবুর কন্যাকে সংস্কৃত পড়াইতে ছিল আর নিজে এম, এ, পড়িতেছিল। সম্প্রতি তাহার এম, এ, পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, তাই সে বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিল।

সুকুমারের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, বর্ণ গৌর, মোটাও নহে, রোগাও নহে—দোহারা গড়ন। মোটের উপর সুকুমারকে সুপুরুষ বলা যাইতে পারে। তাহার স্বভাবটি ছিল অতি নম্র আর সে কথা কহিত অতি অল্প—সর্ব্বদাই পুস্তকের ভিতর নিজেকে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিত। সুকুমার এতগুলি পাশ করিয়া ছিল বটে কিন্তু তাহার সংসার-জ্ঞান আদৌ ছিল না। না থাকিবার কারণও ছিল,—পুস্তক লইয়াই তাহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত,—সংসার কি তাহা জানিবার অবসর ছিল না, সে কোন দিন সে বিষয় চেষ্টাও করে নাই।

সুকুমার অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট

হইবামাত্র তাহার সহিত দিদিবাবুর খাস পরিচারিকা রুক্মিণীর সাক্ষাৎ হইল। রুক্মিণী তাহাকেই ডাকিতে আসিতে ছিল। সে মাষ্টার মহাশয়কে সম্মুখে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এই মাষ্টারবাবু! দিদিবাবু যে আপনাকে ডাক্‌তিছেন। আমি আবার আপনাকে ডাক্‌তে যাচ্ছিলুম।"

সুকুমার রুক্মিণীর মুখের দিকে একবার চাহিল তাহার পর মৃদু স্বরে কেবলমাত্র বলিল, "চল"।

দাসী অগ্রে অগ্রে চলিল,—সুকুমার অবনত মস্তকে দাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইল।

বেণীমাধব বাবুর প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই অট্টালিকাখানি প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। যেখানে যেটীর প্রয়োজন,—যেখানে যাহা হইলে বাড়ীখানি মানানসই হয়, তিনি তাহার কিছুই ত্রুটী রাখেন নাই। অর্থ ব্যয় করিয়া বেণীমাধব বাবু মনের মত করিয়া অট্টালিকাখানি নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু ভোগ করা তাঁহার অদৃষ্টে অধিক দিন ঘটে নাই—এই বাড়ীতে বোধ হয় তিনি দুই বৎসরও বাস করেন নাই। সহসা একদিন কালের ডাকে তাঁহাকে ঘর বাড়ী ধন দৌলত সমস্ত ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হইল। তাঁহার সাধ, আকাঙ্ক্ষা এক দিনেই শেষ হইয়া গেল।

বেণীমাধব বাবু পাটের মহাজনী করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারেন

নাই। ব্যবসায়ে তাঁহার যেই উন্নতি আরম্ভ হইল অমনি তাঁহার পত্নী তাঁহাকে চির দিনের মত শোক-সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর যাহা হউক তিনি সে শোক সামলাইয়া, লইয়া, বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। সংসারে তাঁহার সম্বলের মধ্যে ছিল একটী মাত্র কন্যা,—নূতন বাটীতে আসিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটী জমিদারের সন্তানের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন;—কিন্তু তাঁহার এমনি অদৃষ্ট যে দুই বৎসরও অতিবাহিত হইল না,—কন্যা বিধবা হইয়া পিতৃভবনে উপস্থিত হইল। অর্থ উপার্জ্জনের দরুণ নিদারুণ পরিশ্রম, দিন রাত্রি চিন্তা, তাহার উপর উপর্য্যুপরি এই সকল শোকে বেণীমাধব বাবুর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কন্যা বিধবা হইবার পর ছয় মাসও অতিবাহিত হইল না, তিনি সহসা একদিন চির দিনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার একমাত্র বিধবা কন্যার সমস্ত বন্ধনই ছিন্ন হইয়া গেল,—রহিল কেবল পিতৃদত্ত বিপুল অর্থ।

রুক্মিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া সুকুমার একটী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। গৃহের মেঝেতে আগাগোড়া ভেল্‌ভেটের কারপেট। প্রাচীরের গায়ে বড় বড় আয়না। গৃহের মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক ঝাড় ঝুলিতেছে। তাহারই ঠিক নীচে একখানি সেক্রেটারিয়েট টেবিল,—তাহার চারি পার্শ্বে কয়েকখানি ভেল্‌ভেটের চেয়ার। তাহার একখানি চেয়ারে বেণীমাধব বাবুর কন্যা

উপবিষ্টা, তাহারই পার্শ্বের আর একটী টেবিলের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া একখানা ছবির বই খুলিয়া ছবি দেখিতেছে। সুকুমারকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বেণীমাধব বাবুর কন্যা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "মাষ্টার মশাই যে—বসুন।"

বেণীমাধব বাবুর কন্যার নাম বাসন্তীলতা। বয়স অষ্টাদশের ঊর্দ্ধ নহে। রং একেবারে টুকটুকে না হইলেও তাহাকে সুন্দরী বলা যাইতে পারে। মুখ চোখ একেবারে নিখুঁত। পরিধানে একখানি থান কাপড়,—তৈলহীন রুক্ষ চুলগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। তাহার পার্শ্বে যে বালিকাটি দাঁড়াইয়াছিল,—সে বাসন্তীর অপেক্ষা বয়সে ছোট, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় কুমারী,—এখনও বিবাহ হয় নাই। রংটী উজ্জ্বল শ্যাম,—মুখখানি বেশ ঢলঢলে। দেখিলেই সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

এই মেয়েটীর নাম মালতী, বাসন্তীর দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নি।

সুকুমার ধীরে ধীরে আসিয়া একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া আহ্বানের কারণটা শুনিবার জন্য একটু উৎসুক হইয়া বাসন্তীলতার মুখের দিকে চাহিল। বাসন্তীলতা তখন সেই ছবির বইখানা উলটাইতে ছিল,—সুকুমার যে তাহার দিকে চাহিয়া আছে তাহা সে লক্ষ্য করিল না। আপন মনেই ছবি দেখিতে লাগিল। সুকুমার অবনত মস্তকে নীরবে বসিয়া রহিল,—দুই ভগ্নি যেমন ছবি দেখিতেছিল তেমনি ছবি দেখিতে লাগিল।

এই ভাবে আরোও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল।

সুকুমার নিজেকে প্রাণপণ শক্তিতে কোনক্রমে নীরব রাখিয়াছিল বটে কিন্তু একটা কৌতূহল ক্রমাগতই তাহার প্রাণের ভিতর দুলিতে ছিল। এ অসময়ে বাসন্তীলতা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে কেন? সে তাহাকে কি বলিবে? উপর্য্যুপরি পরিচারিকার পর পরিচারিকা তাহাকে জোর তলব দিয়া লইয়া আসিল। কিন্তু সে তো এখানে আসিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার উপর নীরবে বসিয়া আছে,—এ পর্য্যন্ত বাসন্তীলতা তাহাকে কোন কথাই বলিল না। বড় লোকের সবই সম্ভব। তাহাদের প্রাণের ভিতর প্রতি নিয়তই শত সহস্র খেয়াল উত্থিত হইয়া থাকে। এও বোধ হয়. সেইরূপ একটা খেয়াল। সুকুমার নীরবে বসিয়া মনে মনে এই সকল কথারই আলোচনা করিতেছিল এই সময় বাসন্তী তাহার হস্তস্থিত পুস্তকখানা মালতীর হস্তে দিয়া মুখ তুলিয়া সুকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, "শুন্‌লেম নাকি আপনি কাল বাড়ী যাবেন!"

সুকুমার অবনত মস্তকে অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল,—"হাঁ সেই রকমই ত স্থির করেছি। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, আপাততঃ—এখানে বিশেষ কোন কাজও নেই, সেই জন্যে ভাব্‌ছি একবার বাড়ীতে—"

বাসন্তী সুকুমারকে কথাটা শেষ করিতে দিল না, তাহার কথার মধ্যপথেই বলিয়া উঠিল, "না মাষ্টার মহাশয়, আপনার কাল

যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। আপনার যাওয়া টাওয়া কাল হবে না।"

সুকুমার কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না,—অবনত মস্তকে মাথা চুলকাইতে লাগিল। মালতী মৃদু হাসিয়া বলিল, "মাষ্টার মশায়ের বাড়ীর দিকে মন টেনেছে। দেখ্‌ছিস্‌নি দিদি তাই তোর কথায় কেমন মুষড়ে গেলেন।"

সুকুমার তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না—না মুষড়ে যাইনি, তবে বাড়ীর দিকে মন কার না টানে, বাপ মাকে দেখ্‌বার ইচ্ছে কার না হয়? তা ছাড়া—"

বাসন্তী সুকুমারের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সুকুমার নীরব হইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "তা ছাড়া কি?"

সুকুমার বেশ একটু কিন্তু স্বরে বলিল, "বিশেষ কিছু নয়। বাবাও বাড়ী যাবার জন্যে পত্র লিখেছেন। তিনি নাকি আমার—"

"কি বল্‌ছিলেন বলুন। চুপ কল্লেন যে?"

সুকুমার আবার মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে মৃদুস্বরে বলিল, "না, বিশেষ কিছু এমন নয়। তিনি লিখেছেন, তিনি আমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির কর্ত্তে চান। তার ইচ্ছা তিনি আমার বিয়েটা এই মাসেই দেবেন।"

কথাটা শুনিয়া বাসন্তী যেন চমকাইয়া উঠিলেন।

মালতী হাসিতে হাসিতে বলিল, "না ভাই তাহ'লে আর মাষ্টার মশাইকে আট্‌কে রাখা কিছুতেই উচিত নয়। এত বড় একটা সুখবর পেলে কি আর মানুষ স্থির থাক্‌তে পারে ?—সুস্থির প্রাণ আপনিই যে অস্থির হয়ে ওঠে! না মাষ্টার মশাই আপনি কালই বাড়ী যান।"

বাসন্তী উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তা কেমন করে হবে, তা হতেই পারে না। মাষ্টার মশাই যদি নিতান্তই বাড়ী যেতে চান, তাহ'লে অন্ততঃ পক্ষে পুরী থেকে ফিরে এসে যাবেন। আমরা পুরী যাব স্থির করেছি, মাষ্টার মশাই, আর আপনাকেই আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে,—কাজেই আমাদের পুরী থেকে ঘুরে না আসা পর্য্যন্ত আপনার বাড়ী যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।"

তারপর অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল "আপনার যে আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

সুকুমার বেশ মনোযোগ সহকারে বাসন্তীলতার কথাগুলি শুনিতেছিল, সে নীরব হইবামাত্র বলিল। "তবে তাই হবে, দু', দশ দিন পরে গেলে বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। আমি বাবাকে সেই রকমই পত্র লিখ্‌বো। তুমি যখন বল্‌ছ তখন ত আর আমি অন্যমত করিতে পারি না।"

"সত্য নাকি!" বলিয়াই মালতী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাসন্তীর চোখ্ মুখ লাল হইয়া উঠিল।

কথাটা শেষ করিয়াই সুকুমার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা আপনি ত এম, এ, পাশ কর্ত্তে যাচ্ছেন,—আপনার বাবা আপনার জন্যে পাত্রী স্থির কর্ব্বেন আর আপনি না দেখে শুনেই তাকে বিয়ে কর্ব্বেন ?"

(সুকুমার কথাটায় বেশ একটু জোর দিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই! পৃথিবীতে পিতার অপেক্ষা আর বড় কে আছে,—তিনিই তো সাক্ষাৎ ভগবান স্বরূপ। তার পছন্দই যথেষ্ট নয় কি ?")

ইহার উপর বাসন্তীর আর কথা চলে না—তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিতেছিল—

সহসা বাসন্তীর দৃষ্টি সম্মুখের তৈলচিত্রের উপর পড়িল। বাসন্তীর চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল—অনেকক্ষণ সে তাহা হইতে চক্ষু সরাইতে পারিল না। ধীরে ধীরে বাসন্তীর মাথা নত হইয়া আসিল।

সে তাহার স্বামীর প্রতিকৃতি।

সুকুমার তন্ময় হইয়া সে দৃশ্য দেখিতেছিল—সহসা মালতীর কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল।

"মাষ্টার মশাই কি স্ত্রীর রূপ ধ্যান কচ্ছেন ?"

বাসন্তী উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সে হিন্দুস্ত্রী—হিন্দুস্ত্রীর গৌরব সে আজ শিরায় শিরায় অনুভব করিতেছিল—

"আপনি যান।"

তাহার এ অস্বাভাবিক স্বরও তো সুকুমার কোনদিন [illegible] বিশেষ নাই ; কিন্তু সে স্বর অমান্য করিবার ক্ষমতা সুকুমারের ছিল না

সুকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কেন যে তাহ[illegible] আহ্বান করা হইল এবং কেন যে তাহাকে অকস্মাৎ এরূপভ[illegible], বিদায় দেওয়া হইল সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——:*:——

কৃষ্ণনগরের পদতল ধৌত করিয়া খড়ে আপন মনে কুলকুল্ রবে বিরহ গান গাহিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তাহার ছোট ছোট ঢেউগুলি পরস্পর কোলাকুলি করিয়া হাসিয়া ঢলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। বিশ্বের কোলাহল, প্রকৃতির শত পরিবর্ত্তন কিছুতেই তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, সে আপন মনে, আপন ভাবে বিভোর হইয়া ধীর মৃদু গতিতে কেবলই বহিয়া চলিয়াছে। প্রভাত হইয়াছে, পল্লী-সতীর শান্তি-কুঞ্জ শত সহস্র বিহঙ্গমের কলকণ্ঠে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। খড়ের উপরেই রামজীবন বাবুর পাকা ক্ষুদ্র ইমারত। বাটী ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিক খোলা, যতদূর দৃষ্টি চলে কেবলই মাঠ,—মাঠের সরু মেটে পথ বাঁকিয়া বাঁকিয়া সহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। মাঠের খোলা হাওয়া, থাকিয়া থাকিয়া ছুটিয়া আসিয়া রামজীবন বাবুর বাটীতে ধাক্কা খাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাটীর সম্মুখে ক্ষুদ্র একটী সবজির বাগান। সেই বাগানে একটী মালী আপন মনে বেগুন ক্ষেতে ঘাস নিড়াইতেছে। সেই সময় রামজীবন বাবু তাঁহার ক্ষুদ্র দৌহিত্রটীকে কোলে লইয়া

সেই সবজি বাগের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রামজীব- বিশেষ বয়স হইয়াছে, মাথার চুল ও বড় বড় গোঁফ সকলই পাকা। সেটে গড়ন, সহসাই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রামজীবন বাবু বাগানের মধ্যস্থলে আসিয়া একবার চারিদিকে চাহিলেন। তাঁহার হস্তে একটী খেলো হুকা ছিল, তাঁহার ক্রোড়-স্থিত ক্ষুদ্র দৌহিত্রী তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত বাড়াইয়া কেবলই দাদা মহাশয়ের হস্তস্থিত সেই হুকাটা ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। দাদা মহাশয় মহা সাবধনতার সহিত তাহার ক্ষুদ্র হস্তের আক্রমণ হইতে হুকাটা বাঁচাইয়া মাঝে মাঝে তাহাতে এক আধ্‌টা টান দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু ক্ষুদ্র দৌহিত্রের চঞ্চলতায় তিনি কিছুতেই আর হুকাটায় মুখ দিবার যুত পাইতেছিলেন না। সেই সময় তাঁহার দৃষ্টি ক্ষেত্রস্থিত মালীর উপর পতিত হইল। তিনি কয়েকপদ সেই দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিলেন, "ওরে ব্যাটা, ওখানে বসে কচ্ছিস্ কি? কেবল ফাঁকি—দেড়সের চালের ভাত মারবে, আর কাজের বেলা অষ্ট রম্ভা। সকাল থেকে ফাঁকি—কাজ নেই কর্ম্ম নেই বেঁগুন ক্ষেতের মধ্যে বোসে আছ! না, ও ব্যাটারা আর আমাকে না ভুগিয়ে আর ছাড়্‌বে না দেখ্‌ছি!"

মনিবের স্বরে মালী ফিরিয়াছিল, সে মনিবের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে না, আমি তো বসে নেই,—আমি ঘাস নিড়ুচ্ছি।"

কে একটু জুত করিয়া ধরিয়া রামজীবন বাবু মুখখানা
করিয়া বলিলেন, "ঘাস নিড়ুচ্ছ না আমার শ্রাদ্ধের আতপ
বাথ্‌ছ; ওরে ব্যাটা জলের অভাবে গাছগুলো যে সব সুখিয়ে
গেল। ঘাস নিড়িয়ে আর হবে কি! জল দে, ওরে বেটা, একটু
জল দে। মরবার আগে একটু জল দিতে হয়। তা ব্যাটাদের
হাতে যখন পড়েছে, তখন ও গাছ যে মরবে তা আমার জানাই
আছে। তা মরে মরুক, না হয় একটু জল খেয়েই মরুক।
যত ব্যাটা কুড়ে এসে আমার বাড়ীতে মরেছে। ব্যাটারা কি
ভেবেছ এটা একটা কুড়ের আশ্রম?"

মনিবের বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া মালী নিড়েন ফেলিয়া উঠিয়া
দাঁড়ায়াছিল। "খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লি যে,—বাস্ কায্ শেষ?"

মালী মৃদুস্বরে বলিল, "আজ্ঞে বাঁক আন্‌তে যাচ্ছি।"

রামজীবন বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হা যাও, বাঁক নিয়ে এস,
একটু জল দাও। মরণ কালে একটু জল দিলে যা হ'ক্
তবু একটু পুণ্য হবে।"

মালী বাঁক আনিতে চলিয়া গেল, রামজীবন বাবু মহা বিরক্ত ভাবে
ফিরিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার কন্যা হাসিতে হাসিতে আসিয়া
তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। কন্যাকে পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া
রামজীবন বাবু বলিলেন, "এই নাও তো মা তোমার ছেলেটাকে।
ভারি দুরন্ত।"

রামজীবন বাবুর কন্যার নাম নলিনী,—নলিনীর ব... ...শ বিশেষ ষোড়শ পূর্ণ হয় নাই। সুন্দরীও নহে, কুৎসিতও নহে। ... গৃহস্থ সংসারে মেয়েরা যেরূপ হয় গড়নটা কতকটা সেইর... ...ঙ্গা শ্যামাঙ্গী, ছিপ্ ছিপে গড়নটা—মোটের উপর মন্দ নহে।

নলিনী তাড়াতাড়ি পিতার কোল হইতে পুত্রকে নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে পুত্রের পৃষ্ঠে গোটা দুই চপেটাঘাত করিয়া তাহার পর গণ্ডে একটী চুম্বন করিয়া বলিল, "ভারি দুষ্ট ছেলে!"

মালী এক ঝাঁক জল লইয়া বেগুণ ক্ষেতের সম্মুখে আনিয়া নামাইল। রামজীবন বাবু বিকৃত স্বরে বলিলেন, "হা একটু জল দাও। ও পাট্‌তো আর আজ পর্য্যন্ত হয়নি। মৃত্যুকালে একটু জল দাও, দেখ যদি প্যুণ্য সঞ্চয় কর্ত্তে পারো।"

মালী জলের ঝাক আনিয়া বেগুণ ক্ষেতের সম্মুখে নামাইবা মাত্র নলিনীর দৃষ্টি বেগুণ ক্ষেতের উপরে পতিত হইয়াছিল, সে হাসিতে হাসিতে তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "না বাবা, তোমাদের বেগুণ গাছগুলোর এমন শ্রী হ'লো কেন? কই এখন যে একটীও জালি দেখছি নি। আমার শ্বশুর বাড়ীর গাছে এরই মধ্যে বেশ বড় বড় বেগুন হয়েছে।"

মালী সভয়ে নিম্নস্বরে বলিল, "বাবু সার কিনতে পয়সা দেন না—শুধু গতরে খেটে ত আর ভাল ফসল করা যায় না।"

ঞীবন বাবু মালীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,
.ত ধুরন্ধর ব্যাটাদের জ্বালায়। ব্যাটারা কেবল দেড় সের
।র ভাত খেতে পারে, কাজ কিছু পাবার যো নেই। আমি
'ল্কাতা থেকে আড়াইসেরী বেগুণের বীজ আনিয়ে ছিলুম, ব্যাটারা
কেবল জল না দিয়ে মেরে ফেল্লে।"

কথাটা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে রামজীবন বাবুর উপর্য্যুপরি
দুই তিনটা হাই উঠিল। তিনি দুই তিনটা তুড়ী দিয়া কন্যার
দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ওই যা মা আফিন খেতে ভুলে গেছি।
যা দেখি মা আমার আফিমের কৌটাটা আন দেখি।"

নলিনী পিতার আফিমের কৌটা আনিবার জন্য বাটীর দিকে
অগ্রসর হইতে যাইতেছেন, সেই সময় এক ব্যক্তি আসিয়া সেই
প্রাঙ্গণের ভিতর প্রবেশ করিল। লোকটার এক হস্তে একটা
কাম্বিসের ব্যাগ, অপর হস্তে একটা মাটীর হাড়ী। লোকটা
প্রাঙ্গণের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র রামজীবন বাবু তাড়াতাড়ি
বলিয়া উঠিলেন, "ওরে নলিনী, তোর মামাবাবু আস্ছে।"

পিতার স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র নলিনী ফটকের দিকে
চাহিল। রামজীবন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে বিপিন, তুমি
হঠাৎ কোথেকে? বাড়ীর সব ভালো তো।"

বিপিন তাহার হস্তস্থিত ব্যাগটা ও হাড়ীটা এক পার্শ্বে নামাইয়া
রাখিয়া ঘাড়টা একটু নীচু করিয়া রামজীবন বাবুর পায়ের ধূলা লইতে

লইতে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ বাড়ীর সব মঙ্গল। তবে একটা বিশেষ কাজের জন্যে হঠাৎ আস্‌তে হ'লো ?"

বিপিন রামজীবন বাবুর ছোট শ্যালক, রামজীবন বাবুর অপেক্ষা বয়সে চোদ্দ পোনের বৎসরের ছোট। মিস্‌মিসে কালো চেহারা। গায়ে ছিটের কোট, গলায় পাকান চাদর। পায়ে ঘোড়তোলা বার্ণিশের জুতা। দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় পাড়াগেঁয়ে বনিদী লোক। রামজীবন বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ওই বিশেষের জ্বালায় একেবারে অস্থির হয়ে ওঠা গেল। চাকরের বিশেষ প্রয়োজন বাড়ী যেতে হবে, মালীটার বিশেষ প্রয়োজন মাহিনা কিছু অগ্রিম না দিলেই নয়। স্ত্রীর বিশেষ প্রয়োজন চুড়ী ক'গাছা না ঝালালেই নয়। মেয়ের বিশেষ প্রয়োজন শ্বশুর বাড়ী যাবে, জোড়া দুই কাপড় না হলেই নয়। ছেলের বিশেষ প্রয়োজন বই কিন্‌তে হবে, নইলে পরীক্ষা দেওয়া চলে না। আত্মীয় স্বজনের বিশেষ প্রয়োজন কিছু টাকা না পেলে আর মান সম্ভ্রম বাঁচে না। আমি এই বিশেষটা নিয়ে একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আবার তোমারও সেই বিশেষ। একটু খোলসা করে বল না বুঝি, ব্যাপারটা কি ?"

"ব্যাপার এমন কিছু নয়। আমাদের গাঁয়ের জমিদার রঘুনাথবাবুর নাম নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন। তাঁর তাড়াতেই আমাকে আজ আস্‌তে হ'লো।"

রামজীবনবাবু হাঁ করিয়া তাঁহার শ্যালকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথাগুলা শুনিতেছিলেন, মাঝখানেই বলিয়া উঠিলেন, "গাঁয়ের জমিদার রঘুনাথবাবুর হ'লো তাড়া, আর এলে কি না তুমি। এ কি রকম কথাটা হ'লো।"

বিপিন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কথাটা হচ্ছে রঘুনাথবাবুর একটী পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে। আমার মুখে সুকুমারের কথা শুনে তাঁর ভারি ইচ্ছে তাঁর মেয়েটার সঙ্গে সুকুমারেব বিয়ে দেন। তিনিই এক রকম আমায় জোর করে পাঠিয়ে দিলেন, আপনি একদিন সুবিধে মত তার মেয়েটাকে যাতে দেখে আসেন। আমরা দেখেছি সত্যই মেয়েটা পরমাসুন্দরী। তাহারা জমিদার লোক বেশ দু'পয়সা মোটা রকমই দেবে। ধরুন্ দশ হাজারের ত কম হবেই না।

বামজীবনবাবু বেশ মুরুব্বীয়ানা চালে বলিলেন "হুঁ", এতে আর আমার আপত্তি কি হতে পারে! তবে কথা হচ্ছে এই যে নলিনীর খুড়্শাশুড়ী বিশেষ করে নলিনীকে বলে দিয়েছে, তার মেয়েটার সঙ্গেই যাতে ওর ভায়ের বিয়ে হয়। নলিনীর মুখে যা শুনিছি তাতে সে মেয়েটীও পরমাসুন্দরী, দেবেও ১৫০০০ হাজার টাকা— ওইখানেই যা একটু গোল। তা তুমি ত আমার পর নও, নলিনীও আমার পর নয়। তুমি যখন এসেছ তখন তোমাকেও আমি না বলতে পারিনি আর নলিনী যখন ধরেছে তখন তাকেও আমি না

বল্‌তে পারিনি। কাজেই এখন তোমরা দু'জনে মিলে যা ঠিক করবে তাই হবে। আমি সুকুমারের বিয়ে সেইখানেই দেব।

নলিনী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার ছেলেটাকে আদর করিতেছিল আর কাণ খাড়া করিয়া পিতা ও মাতুলের কথোপকথন শুনিতেছিল। পিতা নীরব হইবামাত্র সে বেশ একটু ভারি গলায় বলিয়া উঠিল, "আমি কিন্তু বেশ জোর করে বল্‌তে পারি, আমার ননদের মত মেয়ে হাজারে একটাও মেলে না। মুখ চোখের কথা ছেড়েই দিলুম, তার মাথার যা চুল তাই হাঁ করে এক ঘণ্টা দেখ্‌তে হয়।"

মালীর তখন বেগুণ ক্ষেতে জল দেওয়া শেষ হইয়াছিল, রামজীবন বাবু হুকাটা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "এক কল্‌কে তামাক সেজে নিয়ে আয় দিকি। খবরদার একটান টেনে এনো না,—শুধু টিকে ক'খানি ধরিয়ে আমার সম্মুখে এনে খাড়া হও।"

তাহার পর কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ও কথা মা বিপিনকে শোনাও। তুমিও বল্‌ছ তোমার ননদ পরমাসুন্দরী, বিপিনও বল্‌ছে তার রঘুনাথপুরের মেয়েও পরমাসুন্দরী। এখন পরস্পর পরস্পরকে বোঝাও কারটী বেশী সুন্দরী।"

নলিনী পিতার কথার উত্তর দিবার জন্য রুখিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার উত্তর দেওয়া হইল না। ফটকের সম্মুখে আসিয়া একখানি গাড়ী দাঁড়াইল, গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইল একটী অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক। গাড়ি আসিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র

সকলেরই দৃষ্টি দরজার দিকে পড়িয়াছিল। ভদ্রলোকটি গাড়ী হইতে নামিবামাত্র রামজীবনবাবু বলিয়া উঠিলেন, "সবজজবাবু আবার কি মনে করে?"

সবজজ বাবু নাম শুনিবামাত্র নলিনী ছুটিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। বিপিন মহা শঙ্কিতভাবে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। রামজীবনবাবু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মহা বিনম্রভাবে সবজজ বাবুকে সম্ভাষণ করিলেন। সবজজ বাবু এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, রামজীবন বাবুকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সকাল বেলা বুঝি বাগান দেখা হচ্ছে।"

রামজীবনবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ,—আপনার পদধূলি যে আমার বাড়ী পড়বে তা আমি একেবারেই আশা কর্ত্তে পারিনি। আসুন, বস্‌বেন আসুন।"

সবজজ বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না আর বোসবো না, বেলা হয়ে গেছে, আবার কাছারি যেতে হবে। আমি আপনার কাছে এলুম একটা বিশেস কথার জন্যে।"

রামজীবনবাবু সবজজ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, মনে মনে বলিলেন, আবার সেই বিশেষ। প্রকাশ্যে বলিলেন, "আদেশ করুন। আপনাদের আদেশ তামিল কর্ত্তে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আপনারা হ'লেন দেশের মালিক, আপনাদের সঙ্গে কার তুলনা।"

রামজীবনবাবুর এই কথায় যে সবজজ্ বাবু বিশেষ কাণ দিতেছিলেন তাহা বলিয়া বোধ হয় না। তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া রামজীবন বাবুর বাড়ী ও বাগান প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, রামজীবন বাবুর কথাটা শেষ হইতে না হইতে সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, "শুনলেম, আপনার ছেলেটী নাকি এবার এম্, এ, দিয়েছে। আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন, আমার কেবল মাত্র একটী মেয়ে। আপনার ছেলেটীর সঙ্গে যদি আপনার আপত্তি না হয় তাহ'লে আমি আমার মেয়েটীর বিনে দিতে ইচ্ছা করি। আমার মেয়েটী নিতান্ত মন্দ নয়, তাছাড়া আমার যখন আর ছেলে পিলে নেই তখন আমার যথাসর্ব্বস্ব পাবে সেটা বলাই অধিকন্তু। কি বলেন—আমার প্রস্তাবে কি আপনার কোন আপত্তি আছে ?"

রামজীবন বাবু একটু বিস্ত স্বরে উত্তর দিল, "আপত্তি ? আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে হবে সেটাতো আমার সৌভাগ্য।"

মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন সবজজ্ বাবুর সম্পত্তির মূল্য লক্ষাধিক টাকা হইবে কিন্তু পাইতে অনেক বিলম্ব হইবে।

সবজজ্ বাবু অতি মৃদু স্বরে কথা কহিতেছিলেন, তিনি সেই ভাবেই আবার বলিলেন, "তাহ'লে কবে আপনি আমার মেয়েটীকে দেখতে যাবেন বলুন।"

রামজীবন বাবু এইবার মহা ফ্যাসাদে পড়িলেন, সবজজ্ বাবুর শেষ কথাটার উত্তর দেওয়া একেবারে চট্ করিয়া চলে না। অথচ

সবজজ্ বাবুকে চটালেও বিপদ। সম্প্রতি তাঁহার একটা মামলা সবজজ্ কোর্টে ঝুলিতেছে। অথচ রঘুনাথপুর দেবে নগদ দশ হাজার। আবার কন্যা যাহা বলিতেছে তাহাতে তাহার ননদও নগদ পনের হাজার টাকা নিয়ে ঘরে আস্‌বে। মহা শঙ্কট, এখন তিনি সবজজ বাবুকে কি উত্তর দিবেন? রামজীবন বাবুকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সবজজ বাবু আবার বলিলেন, "তাহ'লে বলুন, কবে মেয়ে দেখ্‌তে যাবেন?"

আর নীরব থাকিলে চলে না,—রামজীবনবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, "আজ্ঞে আমি কি ভাবছি জানেন,—ভাবছি যে সুকুমার দু'এক-দিনের মধ্যেই এখানে আসবে। সে আসুক তারপর আপনি যে দিন বল্‌বেন সেই দিনই মেয়ে দেখে আসা যাবে। আজ কাল-কার ছেলে, তাদেরও একটা মতামত নেওয়া প্রয়োজন।"

সবজজ্ বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "সেতো বেশ ভাল কথা। তাহ'লে আপনার ছেলে আস্‌ছে কবে?"

রামজীবনবাবু সেই ভাবেই উত্তর দিলেন, "আমি তাকে আস্‌বার জন্যে চিঠি দিয়েছি। পরশুর মধ্যেই এসে পড়্‌বে।"

সবজজ্ বাবু ঘাড় নাড়িলেন,—বলিলেন, "তাহ'লে সেই বেশ কথা,—আমি আবার দু'তিন দিন বাদে এসে খবর নেব। বেলা হয়ে পড়্‌লো, আজকের মত তাহ'লে আমি চল্লুম।"

সবজজ্ বাবুর গাড়ী চলিয়া গেল,—রামজীবনবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "সকালে উঠে কি গেরোয় পড়্‌লুম। এখন আমি কোন

দিক্ সাম্‌লাই। শালার কথা না রাখ্‌লে শালা যাবেন চটে,—মেয়ের কথা না রাখলে মেয়ে যাবেন চটে,—এদিকে সবজজকেও চটান চলে না। ওরে ব্যাটা মালী তোকে আর বেগুন গাছে জল দিতে হবে না। বাক তুই জল এনে এখন আমার মাথায় ঢাল দেখি। কি গেরো—সকাল থেকে আফিংটা পর্য্যন্ত খেতে পাল্লুম না।"

নলিনী আফিংয়ের কৌটা আনিয়া একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া ছিল। সবজজ্ বাবুর গাড়ী চলিয়া যাইবামাত্র, সে আফিমের কৌটা আনিয়া পিতার হস্তে দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আহারের পর মধ্যাহ্ণে রামজীবনবাবু একটু নিদ্রা গিয়াছিলেন। তাঁহার যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন বেলা আন্দাজ তিনটে। তিনি এপাশ ওপাশ করিয়া গোটা দুই হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন, ও দুই তিন বার খক্ খক্ করিয়া কাসিয়া উচ্চ স্বরে ডাকিলেন, "হবে এক কল্‌কে তামাক দিয়ে যা।"

পিতা উঠিয়াছেন শুনিয়া নন্দিনীও উঠিয়া দাড়াইল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "আমিও যাই, বাবাকে চিঠিগুলো দিয়ে আসিগে।"

ভাগিনেয়ীর সঙ্গে সঙ্গে বিপিনবাবুও ধীরে ধীরে যাইয়া রামজীবন বাবু যে গৃহের ভিতর শয়ন করিয়াছিলেন সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। রামজীবন বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া বাসয়াই ঢুলিতেছিলেন, বিপিনের গৃহ প্রবেশের পদশব্দে তিনি ভাবিলেন, ভৃত্য তামাক লইয়া আসিতেছে। তিনি চক্ষু না মেলিয়াই বলিলেন, কল্‌কেটা ওই গুড়গুড়ির ওপর বসিয়ে দিয়ে যা।"

বিপিন মহা অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, "আজ্ঞে আমি বিপিন।"

রামজীবন বাবুর চমক ভাঙ্গিল। তিনি তাড়াতাড়ি চক্ষু মেলিয়া

বলিলেন, "ও! বিপিন। এস, বোস। তারপর আমি তো ভাই মহা সঙ্কটে পড়ে গেলুম। আমার তো একটী ছেলে, এখন কি করা যায় বল দেখি?"

বিপিন ধীরে ধীরে আসিয়া পালঙ্কের এক পার্শ্বে বসিতে বসিতে বলিল, "এ বিষয় আমি আর কি বল্‌বো বলুন। আপনার ছেলে আপনি যা ভাল বিবেচনা কর্ব্বেন তাই কর্ব্বেন। তবে আমার মনে হয় রঘুনাথপুরের জমিদারের মেয়েটার সঙ্গেই সুকুমারের বিয়ে দেওয়া উচিত। তারা হ'লো সাতপুরুষে জমিদার, বনিদী ঘর। কুটুম্ব করে সুখ পাবেন। আর নগদ টাকাও যাহাতে বিশ হাজারের কম না হয় তাহারও আমি ব্যবস্থা করিব। তারপর দেখুন আপনি বিবেচনা করে।"

রামজীবনবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "বিবেচনা! এখন এই বিবেচনা করেই বা কে আর করলে শোনেই বা কে! একদিকে তুমি, একদিকে মেয়ে, একদিকে সবজজ—এর মধ্যে কেউই ফেলবার নয়। সবজজের কোর্টে তো আমার মামলা লেগেই আছে। এখন, তাকে চটাই কি করে; যদি তুম্বা্তেম বাছাধনের যাবার আর বেশী বিলম্ব নেই ত্মত'লে না হয় যা হয় কর্ত্তুম কিন্তু এ সবজজ এসেছে এই সবে বারমাসও হয় নি, এখনও পাকা আড়াইটি বৎসর থাক্‌বে। একে কি আর চটান চলে, না চটান যুক্তিযুক্ত। এ ছেলে যে ছাই আমার মেয়ের চেয়েও বাড়া হ'লো! মেয়ের বিয়েতেও এমন ফ্যাসাদে তো পড়িনি।"

বিপিন ইহার কি উত্তর দিবে কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল। "কিহে চুপ করে রইলে যে, বিপদের সময়েই আত্মীয় স্বজনের পরামর্শ প্রয়োজন। তার উপর তুমি হ'লে গ্রেট আত্মীয়—স্ত্রীর ভাই। যাহক্ এই সময় একটা পরামর্শ দাও।"

বিপিন মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি আর কি পরামর্শ দেব। সুপরামর্শ যা তাতো আমি পূর্ব্বেই বলেছি, রঘুনাথপুরের মেয়ের সঙ্গেই সুকুমারের বিয়ে দেওয়া উচিত।"

নলিনী স্বরটা বেশ একটু নাকে টানিয়া বলিয়া উঠিল, "তা কেমন করে হবে বাবা, আমি আমার শাশুড়ীকে চিঠি লিখলুম, বাবা শীগ্গির একদিন মেয়ে দেখ্তে যাবে, এখন আর অমত কল্লে কিছুতেই চল্বে না। আমার ননদের সঙ্গে দাদার বিয়ে দিতেই হবে। আমি কোন কথা শুন্বো না।"

বিপিন চুপ করিয়া বসিয়াছিল, বলিল, "সে তো পরের কথা পরে হবে। এক কথায় তো আর বিয়ে হয় না। মেয়ে দেখা হবে, যে মেয়েটী ভাল হবে তারই সঙ্গে সুকুমারের বিয়ে দেওয়া যাবে। ঘরে বৌ আন্তে হবে, একটা দেখে শুনে আন্তে হবে তো। তুই যে তোর বাপের চিঠি গুলো আন্তে গেলি, সে গুলো দে।"

নলিনী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ওই যা, চিঠি গুলো আন্তে ভুলে গেলুম। যাই চিঠি গুলো নিয়ে আসি।"

নলিনী চিঠি আনিতে যাইতেছিল, রামজীবন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিঠি! চিঠি আবার কে দিলে?"

নলিনী তাহার পিতার কথার উত্তরে বলিল, "বাবা তুমি ঘুমুবার পর ডাক পিয়ন এসে কতকগুলো চিঠি দিয়ে গেছে। তুমি ঘুমুচ্ছিলে বলে আর ডেকে তুলিনি। যাই আমি চিঠি গুলো নিয়ে আসিগে।"

নলিনী চিঠি আনিতে চলিয়া গেল। রামজীবন বাবু খকখক্ করিয়া বার দুই কাশিয়া বলিলেন, "এই ব্যাটা পিয়নদের জ্বালায় একেবারে অস্থির হয়ে উঠা গেছে। ডাক বেরিয়েছে সেই সকাল আট্টায় আর ব্যাটারা বিলি করে গেল কিনা বেলা এক্টায়। না ওর একটা ব্যবস্থা না কল্লে আর কিছুতেই চল্‌ছে না। আবার ব্যাটারা পার্ব্বনী চাইতে আসে—লজ্জা নাই। পয়সা কিনা বড় সস্তা—দশহাত মাটী খুঁড়লে যা পাওয়া যায় না।"

রামজীবন বাবু মহা বিরক্ত ভাবে মুখখানা রীতিমত বিকৃত করিয়া ঝিমাইতে লাগিলেন।

নলিনী কয়েকখানি চিঠি লইয়া আসিয়া পিতার হস্তে প্রদান করিল। রামজীবন বাবু একখানা চিঠি খুলিলেন। চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখের উপর নানারূপ বিকৃত ভঙ্গি হইতে লাগিল। নলিনী পিতার মুখ চোখের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বেশ একটু ভীত হইয়া পড়িলেন। চিঠিতে না জানি কি সংবাদ আছে! নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল সংবাদ আসিয়াছে, নতুবা চিঠি

পড়িতে পড়িতে তাহার পিতার মুখ চোখের এরূপ ভঙ্গি হইবে কেন? সে বেশ একটু বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠিখানা কার বাবা? কোথা থেকে এসেছে? চিঠি পড়্তে পড়্তে মুখ চোখ অমন কচ্ছো কেন?"

রামজীবন বাবুর তখন সে চিঠিখানা পড়া শেষ হইয়াছিল, তিনি কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গেরোর কথা বলো কেন? চিঠিখানি আস্‌ছে আমার একটী বাল্যবন্ধুর কাছ থেকে। তাঁর একটী পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে। আমি নাকি কবে তাঁকে ব'লেছিলুম, তার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেব। তাই তিনি লিখেছেন, তার মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে। এইবার সুকুর সঙ্গে বিয়ে যাতে তার হয় আমি যেন তার বন্দোবস্ত করি। আর আমি কবে তার মেয়েকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে যাব, ফেরত ডাকেই তিনি জান্‌তে চান্। নাও, এ আবার আর এক ফ্যাসাদ। না এই এক ছেলের বিয়েতেই দেখ্‌ছি আমায় ভিটে ছাড়া করাবে।"

রামজীবন বাবু পুত্রের চিঠিখানি পাঠ করিয়া পার্শ্বে রাখিতে যাইতেছিলেন, নলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুকু কি লিখেছে, কবে আস্‌বে, ভাল আছে তো?"

রামজীবন বাবু ঘাড় নাড়িয়া পুত্রের কথার উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ সে ভাল আছে। লিখ্‌ছে তার বাড়ী আস্‌তে কিছু বিলম্ব হবে। সে যেখানে পড়ায় তারা পুরী যাবে,—তাকেও তাদের সঙ্গে যেতে

হবে। পুরীতে আটদিন দেরী হবে তার পরেই সে বাড়ী আস্‌বে। সে তো এখন হ'লো, এখন আমি করি কি? দূর হক্‌গে ও ছেলের বিয়ে মোটে না দেওয়াই ভাল।"

"হাঁা বাবা তাও কি হয়!"

রামজীবন পত্র পাঠ করিবার জন্য চসমাখানি চোখে দিয়াছিলেন, এতক্ষণে সে খানাকে চোখের উপর হইতে নামাইয়া খাপে পুরিতে পুরিতে বলিলেন, "তাতো হয় না,—কিন্তু এদিকে সব দিক সাম্‌লাই কি করে। আমার ছেলেতো মোটে একটী কিন্তু মেয়ের বাপ যে অনেক।"

নলিনী কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "দিদিমণি, প্রমথ ডিপুটী বাবুদের মেয়েরা এসেছেন।"

প্রমথ বাবু কৃষ্ণনগরের সদর সব ডিভিশনাল অফিসার। আটশত টাকার ডিপুটী! কাজেই কৃষ্ণনগরে তাঁহার মান খাতির যথেষ্ট। তাঁহার বাটীর মেয়েরা আসিয়াছেন সংবাদ আসায় রামজীবন বাবু প্রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন আর কি, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যা মা যা শীগ গির যা। প্রমথ বাবু হ'লো এখানকার সদর সব ডিভিশনাল অফিসার। হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। ইচ্ছে কল্লে এই দাঁ হাতে করে মাথাটা কেটে নিতে পারে।"

প্রমথ বাবুর বাটীর মেয়েরা আসিয়াছে শুনিয়া নলিনী তাঁহাদের

সাদর সম্ভাষণ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তখন রামজীবন বাবু তাহার শ্যালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিপিন, দেখ ভাই, বিবেচনা আজকে আমায় বেশ একটু ভাবিয়ে তুলেছে। আমি বরাবর দেখে আস্‌ছি ওই যেখানে বিবেচনা এলো সেইখানেই গোলযোগ। একদিকে অর্থ, আত্মীয়, কুটুম্ব, মান, ইজ্জত আর একদিকে প্রতিশ্রুতি! সে যাক্ তোমাদের এবার চাষ আবাদ হ'লো কেমন? জলের অভাবে আমার তো ধানগুলো বাচান ভার হয়ে উঠেছে, কি যে হবে মা জগদম্বাই জানেন।"

বিপিন রঘুনাথপুরের জমিদারের নিকট হইতে যে কাজের জন্য আসিয়াছিল সে কাজে এত বিঘ্ন দেখিয়া মনে মনে বেশ একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছিল, সে নিজেকে বেশ একটু চাঙ্গা করিয়া লইয়া বলিল, "আমাদের ধান এবার মন্দ হয়নি। প্রথম মুখে জলটাও বেশ হয়েছিল, আর আমরা বুনে ছিলুমও আষাঢ়েই। কাজেই আমাদের ধানগুলো প্রায় সবই ফুটে উঠেছে। সে যা হয় হবে তার জন্যে তত ভাবিনি, কিন্তু আমার মনে হয় রঘুনাথপুরের জমিদারের মেয়ের সঙ্গেই স্বকুমারের বিয়ে দেওয়া উচিত। সব দিকই বিবেচনা করে দেখ্‌তে হয়। আর কুটুম্বের সহিত কুটুম্বিতে করা কোন হিসেবেই ঠিক নয়।"

রামজীবন বাবু কোন উত্তর দিলেন না,—তিনি কেবল ঘাড়টা বার দুই নাড়িলেন। সেই সময় তাঁহার ও কন্যা আর একটী

বালিকার হাত ধরিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবিষ্ট হইল। রামজীবন বাবু ও বিপিন অবাকভাবে সেই বালিকার দিকে চাহিলেন। বালিকার বয়স বার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চুলগুলি এলো, ঘন কৃষ্ণ চুলগুলি পৃষ্ঠের উপর ঝুলিতেছে। অঙ্গে একটী ব্লাউস, পরিধানে একখানি কালাপেড়ে শান্তিপুরে শাড়ী। বালিকার রংটী উজ্জ্বল গৌর, মুখখানিরও বাহার বড় কম নহে। প্রথম দৃষ্টিতেই সুন্দরী বলিতে ইচ্ছা করে। বালিকার হাতে কেবলমাত্র কয়েকগাছি সোনার চুড়ি। রামজীবন বাবুর কন্যা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতেই বলিল, "এইটী হ'লো প্রমথবাবুর ছোট মেয়ে। প্রমথ বাবুর স্ত্রী তার এই মেয়েটীকে তোমাকে দেখাতে এনেছেন। তাঁর বড় সাধ দাদার সঙ্গে এর বিয়ে দেন। সত্যি বাবা দেখনা মেয়েটী যথার্থ ই সুন্দরী নয় কি ?"

রামজীবন বাবু সেই বালিকাটীর দিকেই চাহিয়াছিলেন, শ্যালকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি বলো বিপিন, তোমার রঘুনাথপুর কি বলে ?"

মেয়েটীকে দেখিয়া বিপিনও বেশ একটু মুষড়াইয়া গিয়াছিল, সে মৃদু স্বরে বলিল, "মেয়েটী নিন্দের নয়, তবে—রংটা—এত—ফর্সা—কি না—"

রামজীবন বাবু শুধু বলিলেন, "হুঁ।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেণীমাধব বাবুর মৃত্যুর পর যখন বাসন্তীলতা অবিভাবকহীনা হইয়া মহা আতঙ্করে পড়িয়াছিল সেই সময় তাহার পিসিমা তাঁহার স্বামীকে লইয়া বাসন্তীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ও সেই হইতেই তাঁহারা তাহার অবিভাবকের পদ গ্রহণ করিয়া আছেন। বেণীমাধবের পিসার অবস্থা তেমন ভাল ছিল না, কোনক্রমে কষ্টে সংসার চলিত। বাসন্তীলতার পিসে মহাশয় তাঁহাদের গ্রামের স্কুলের মাষ্টারী করিতেন, তাহাতে যে সামান্য বেতন পাইতেন তাহাতে সংসার কিছুতেই চলিতে পারে না, তবে ইদানিং বেণীমাধব বাবু মাঝে মাঝে নিয়মিত কিছু কিছু সাহায্য করায় তাহাদের সংসার কোনক্রমে চলিয়া যাইত। সহসা বেণীমাধব বাবুর মৃত্যু হওয়ায় বাসন্তীলতা অবিভাবকহীনা হইয়া পড়ায় তাহার পিসিমার অনুরোধে তাহার পিসে মহাশয় তাঁহার সেই ক্ষুদ্র চাকুরীটুকুতে ইস্তফা দিয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়াই কায়েমীভাবে বসিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংসারের দুর্ভাবনা ঘুচিল। ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, নিশ্চিন্তে তাঁহার বেশ দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল। তবে শ্বশুরালয়ে কায়েমী বন্দোবস্ত করিলে স্ত্রীর মুখ নাড়া, মুখ ঝাপটা সহ্য করিতেই হয়। বাসন্তীলতার পিসে মহাশয় তাহা যে মাঝে মাঝে সহ্য করিতেছিলেন না, তাহা নহে,

তবে কথাই আছে পেটে খাইলে পিটে সয়। কাজেই তিনি তাহা অকাতরেই সহ্য করিতেন।

বাসন্তীলতার পিসে মহাশয়ের নাম প্রাণধন। তাঁহার এই নামটী কে রাখিয়াছিল তাহার ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই তবে আমরা এইটুকু অনুমান করিয়া লইতে পারি যে তাঁহার নাম যিনিই রাখুন,—তিনি পিতা মাতার যে বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। পিসে মহাশয়ের চেহারাটী যেমন হওয়া উচিত প্রাণধন বাবুর চেহারাটিও ঠিক সেই-রূপই ছিল। থলথলে গড়ন,— গণেশের মত ছোটখাটো একটু ভূড়ী। রংটী তেমনি কালো। গোপ দাড়ী সমস্তই কামান। প্রায় চোদ্দ বৎসর মাষ্টারী করিয়া প্রাণধন বাবুর সর্ব্বাঙ্গই যেন মাষ্টার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; তা'র আর বিশেষ কিছুই ছিল না। এহেন পিসে মহাশয়টী প্রাতঃকালে উঠিয়া, প্রাতঃকালের কাজগুলি শেষ করিয়া দক্ষিণের শ্বেতপাথরে মণ্ডিত বারান্দার এক পার্শ্বে একখানা আরাম কেদারায় পড়িয়া এক মনে একখানা উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। শ্বশুরালয়ে আসিয়া পর্য্যন্ত প্রাণধন বাবুর আহার, নিদ্রা আর উপন্যাস পাঠ ব্যতীত আর বিশেষ কোনই কাজ ছিল না,—কথন কদাচিৎ তাঁহার স্ত্রীর দুই একটা ফাই ফরমাস খাটিতে হইত মাত্র। আজও সেই কাজই হইতেছিল সেই সময় সহসা পত্নীর ঝঙ্কার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করায় প্রাণধন বাবুকে বেশ

একটু চঞ্চল করিয়া তুলিল, তিনি উপন্যাসখানা তাড়াতাড়ি এক পার্শ্বে রাখিয়া একেবারে উঠিয়া পড়িলেন। পত্নী মানদা সুন্দরী স্বামীর নিকটে আসিয়া কথাটার বেশ একটু রশান দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বলি হ্যাঁগা তোমার আবার হ'লো কি? দিন দিন যে তুমি একেবারে গোল্লায় যাচ্ছ। কবে থেকে তোমায় সেই ফর্দ্দটা দিয়েছি আর আজও সেই জিনিষগুলো কেনা হ'ল না। এর চেয়ে যে সরকার মশাইকে দিলে কোন কালে জিনিষগুলো এসে পৌঁছে যেত। ছি, ছি, ছি, মাগো, তোমার জ্বালায় আমার যে গলায় দড়ি দিয়ে মর্ত্তে ইচ্ছে হয়। আজ বাদে কাল পুরী যেতে হবে গাড়ী পর্য্যন্ত রিজার্ভ হয়ে গেল, আর তোমার চৈতন্য নেই। বাসী যখন জিজ্ঞাসা কর্ব্বে, যে পিসিমা, পিসে মশাইকে যে ফর্দ্দটা দেওয়া হ'য়েছিল সে জিনিসগুলো কি এসেছে, তখন আমার এই মুখটা কোথায় থাকবে বলো দেখি। তোমারও কি ওই পোড়া মুখ পুড়ে যাবে না? ছি, ছি, ছি, এমন মানুষও হয়।"

পিসিমার নামটা যদিও মানদা সুন্দরী কিন্তু তিনি একেবারেই সুন্দরী ছিলেন না। তিনি বাল্যকালে সহসা উচু দিকে এমনই বাড়িয়া গিয়াছিলেন যে সম্মুখের দিকে তাহাকে বেশ একটু ঝুকিয়া পড়িতে হইয়াছিল। তাহা ছাড়া রংটাও বেশ জমাট মিশমিশে। এমন নিরেট ভরাট রূপ সত্বেও তিনি যে কেমন করিয়া সুন্দরী হইলেন, সেইটুকুই একটা আশ্চর্য্যের কথা। পত্নীর ধমকে

প্রাণধন বাবুর অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পত্নীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফাল্‌ফাল্‌ করিয়া চাহিয়া বলিলেন, "আমি ভুলে গেছ্‌লুম।"

"আমি ভুলে গেছ্‌লুম।" মানদা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "কোন্‌ কাজটাই বা তোমার মনে থাকে। যে কাজটি তোমায় বলা হবে, সেইটাতেই একটা না একটা গলদ। তোমার জ্বালায় এক এক সময় আমার মর্ত্তে ইচ্ছা হয়। আমার মুখটা হেট না ক'রে তুমি ছাড়বে না দেখ্‌ছি। যাও এখনি গিয়ে জিনিষগুলো যেখানে পাও কিনে নিয়ে এস।"

প্রাণধন বাবু কোন কথা কহিলেন না, তিনি উপন্যাসখানি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই আবার থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। স্বামীকে আবার দাঁড়াইতে দেখিয়া মানদা রীতিমত ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যেতে যেতে আবার দাঁড়ালে যে?"

প্রাণধন বাবু মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন, "না দাঁড়াইনি —দাঁড়াইনি—এই যাচ্ছি।"

মানদা বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন, "যাচ্ছি।"

প্রানধন বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া মহাভীতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ফর্দ্দটা কোথায় রেখেছি মনে কর্ত্তে পাচ্ছিনি।"

স্বামীর কথায় পত্নী আর কিছুতেই রাগ সাম্‌লাইতে পারিলেন না,—তিনি মুখখানা বিকৃত করিয়া যেন খিচাইয়া উঠিলেন, "তোমার মরণতো হয় না,—তুমি মলে যে আমার গায়ে একটু বাতাস লাগে। একেবারে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মাল্লে। এখন আমি বাসীকে কি বলি বল দেখি! আমি কোন মুখ নিয়ে বল্‌বো যে আমার গুণের স্বামী তোর ফর্দ্দখানা হারিয়ে ফেলেছে।"

প্রাণধন বাবু মহা কিন্তু হইয়া পড়িয়াছিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, "না তোমাকে কিছু বল্‌তে হবে না,—আমি যাচ্ছি, আমিই তাকে বল্‌ছি। ফর্দ্দখানা আমি খুব সাবধানেই রেখেছিলুম কিন্তু কোথায় রেখেছিলুম সেইটুকুই শুধু মনে কর্ত্তে পাচ্ছিনি।"

রাগে মানদার মুখ হইতে অন্য কথা বাহির হইতেছিল না। তাঁহার রাগের ঝাঁঝটা এতই তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে সেটা আর কিছুতেই বাহিরে বাহির হইতে চাহিতেছিল না,—সেটা তখন একেবারে ভগবানের মত অবক্তম্ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি স্বামীকে একেবারে ভস্মীভূত করিবার জন্য একটা তীব্র কটাক্ষে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। ঠিক সেই সময় মাধবীলতা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সে তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি যে ফর্দ্দখানা আপনাকে দিয়েছিল সে জিনিষগুলো এসেছে? যদি না এসে থাকে তাহ'লে সেই ফর্দ্দখানা দিন। মাষ্টার মশাই বাজারে যাচ্ছেন; তিনিই সেগুলো কিনে আন্‌বেন।"

মাধবীর কথায় মানদার রাগটা স্বামীর উপর আরোও যেন বাড়িয়া গেল, তিনি মাধবীর মুখের দিকে চাহিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার পিসে মহাশয় সে ফর্দ্দখানা কোথায় রেখেছেন মনে কর্ত্তে পাচ্ছেন না। আমায় একেবারে হাড়ে মাংসে জ্বালিয়ে খেলে।"

পিসি ঠাকুরুণ রাগের ধমকে আর তথায় দাঁড়াইতে পারিলেন না, তিনি স্বামীর দিকে আর একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া হাত পা নাড়িয়া হন্ হন্ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। এরূপ ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটিত, কাজেই মাধবীর নিকট এটা একেবারেই নূতন ছিল না। সে পিসির মুখের কথাটা শেষ হইবামাত্র যে ভাবে আসিয়াছিল আবার সেই ভাবেই চলিয়া গেল। প্রাণধনবাবু কিছুক্ষণ মহা অপ্রস্তুতভাবে দাড়াইয়া থাকিয়া আবার ধীরে ধীরে যাইয়া সেই আরাম কেদারাখানার উপর পড়িয়া উপন্যাসখানি খুলিলেন।

মাধবী যাইয়া বাসন্তীলতার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। বাসন্তী টেবিলের উপর হেট্ হইয়া পড়িয়া একখানা কাগজে কি লিখিতেছিলেন। খুব সম্ভব বিদেশে যাইবার জিনিষপত্রের ফর্দ্দ। মাধবীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে ঘাড় তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্লেন পিসি-মা, সে জিনিষগুলো এসেছে?"

মাধবী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না ভাই পিসে মহাশয় সে ফর্দ্দটা হারিয়ে ফেলেছেন।"

বাসন্তী মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপদ্ গেছে। তুই যা ভাই

একবার মাষ্টার মশাইকে ডেকে নিয়ে আয়। জিনিষপত্রগুলো তাঁকে দিয়েই আনিয়ে নিই।”

মাধবী কোন কথা কহিল না, ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিতে চলিয়া গেল। বাসন্তী আপন মনে আবার হেঁট হইয়া ফর্দ্দ করিতে লাগিল। প্রাতঃকাল ;—প্রভাত সূর্য্যের মধুর কিরণ গবাক্ষের ভিতর দিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া মেঝের উপর লুটাপুটি খাইতে ছিল। তাহারই একটা রেখা আসিয়া বাসন্তীর মুখের উপর পড়িয়া সেই স্থির ধীর গম্ভীর মুখখানিকে একেবারে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে মুখে মৃদু হাসি ভাসিতেছে বটে, কিন্তু সে হাসিতে বিষাদ ভরা। তাহা হইতে যেন একটা নিবিড় করুণ কাহিনী চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। নব যৌবন নব ভাবে প্রতি অঙ্গ দিয়া ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সেও ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না, বিষাদ বাতাস লাগিয়া যেন দিন দিন মলিন হইয়া পড়িতেছে। রুক্ষ চুলগুলি মৃদু বাতাসে দুলিতেছে। সব থাকিতেও কিছুই নাই, এ অসার জীবন কেমন করিয়া বহন করিব, প্রভু বল দাও নিজেকে যেন ধরিয়া রাখিতে পারি—অঙ্গের প্রতি ভঙ্গিমা ভগবৎ চরণে শুধু যেন এইটুকু নিবেদন করিতেছে। এ বিষাদ প্রতিমার দিকে চাহিলে যাহার প্রাণ আছে তাহারই প্রাণ ফাটিয়া যাইবার মত হয়, কাহারও নয়ন নিরশ্রু থাকে না। বাসন্তী

ফর্দ্দ শেষ করিয়া মুখ তুলিল, সম্মুখেই প্রাচীর গাত্রে তাহার স্বামীর তৈল চিত্র ঝুলিতেছে, তাহার দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল। সেই চিত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার দুইটী নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গবাক্ষের দিকে মুখ ফিরাইল। সেই সময় সুকুমার ও মাধবী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। বাসন্তী একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, সে তাহাদের পদশব্দে নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া দৃষ্টি ফিরাইল। কিন্তু তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না শুধু কাতর নয়নে সুকুমারের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মাধবী কি বলিতে যাইতেছিল। বাসন্তী আর অশ্রুরোধ করিতে পারিল না, দুই চারি ফোটা অশ্রু নয়নের বাধ ভাঙ্গিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িল, সে অঞ্চল দিয়া চক্ষু ঢাকিল।

মাধবী ও সুকুমার বিস্ময়ে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

——:*:——
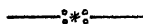
সুকুমার ফর্দ্দ লইয়া বাজার করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাসন্তী বিদেশে যাহা কিছু প্রয়োজন হইবার সম্ভাবনা সমস্তই সঙ্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে ছিল। এত সরঞ্জম তাহার নিজের জন্য কিছুই আবশ্যক ছিল না। কিন্তু তাহার সহিত যাহারা যাইবে তাহাদের কোন বিষয়ে না অসুবিধা হয় শক্তিমতে সে সেই চেষ্টাই করিতে ছিল। মাষ্টার মহাশয় তাহাদের সঙ্গে যাইবেন তাঁহার এখানে শীতবস্ত্র আছে কি না, কই তাহা তো জিজ্ঞাসা করা হইল না। এখানেই শীতের হাওয়া বহিতে আরম্ভ হইয়াছে বাহিরে ইহা অপেক্ষা যে অনেক বেশী শীত হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যদি মাষ্টার মহাশয়ের সহিত শীতবস্ত্র না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কিনিয়া লওয়া উচিত। কই তাহার তো সে কোনই ব্যবস্থা করে নাই। সুকুমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই একথাটা বাসন্তীর মনে উদয় হইল। রুক্মিণী কি একটা প্রয়োজনে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। বাসন্তী তাহার দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "যাতো রুক্মিণী

দেখে আয় তো মাষ্টার মশাই চলে গেলেন কি না,—যদি না গিয়ে থাকেন তাহা হ'লে তাকে শিগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয়।"

মনিবের কথায় রুক্মিণী একরাশ হাসি ছড়াইয়া দিয়া বলিল, "মাষ্টার মশাই, এখান থেকে যেমন বেড়িয়েই চলে গেছেন। আমার সাম্‌নে গাড়ী বেরিয়ে গেল। এতক্ষণ গাড়ী কতদূর চলে গেছে।"

রুক্মিণী নীরব হইবামাত্র বাসন্তী তাহার ভগ্নির দিকে চাহিয়া বলিল, "একটা কাজ বড় ভুল হয়ে গেল।"

রুক্মিণী তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "দিদিমণির ছেলেবেলা থেকেই ওই কেমন ভুলো মন। সেবার পূজার সময় সকলেই সব হলো আমারই কাপড় আন্‌তে ভুল হয়ে গেল। তারপর ষষ্ঠীর দিন ছুটাছুটি ব্যাপার। সরকার মশাই যায় তবে আমার কাপড় আসে।"

বাসন্তী বেশ একটু বিরক্ত স্বরে বলিল, "তুই যা দিকি তোর কাজে, একটা না একটা কথা না কইলেই বুঝি পেট ফুলে উঠে।"

রুক্মিণী কথাটা আর জমাইতে পারিল না, কথা কহিবার মুখেই তাড়া খাইয়া মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। মাধবী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ ভুল হয়ে গেল দিদি।"

ভগ্নির কথার উত্তরে বাসন্তী বলিল, "মাষ্টার মশাই আমাদের সঙ্গে যে যাবেন, তাঁর গরম জামাটামা সঙ্গে আছে কি? সেই কথাটা

তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে ভুল হয়ে গেল। যদি সঙ্গে গরম কাপড় না থাকে তা' হলে বিদেশে শীতে বড়ই কষ্ট পাবেন।"

মাধবী তাহার বড় বড় চোখ দুইটা আর একটু বড় করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই! বাবা এখানেই যে শীত পড়েছে তাতেই যেন কাঁপিয়ে তুল্‌ছে। সমুদ্রের ধারে ওঁবাবা সে তো বেজায় শীত। গরম কাপড় জামা না হ'লে কি আর সেখানে চলে। নিশ্চয়ই মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে গরম কাপড় জামা আছে, নইলে তিনি নিশ্চয়ই বল্‌তেন। বিদেশে যে এর চেয়ে আরো ঢের বেশী শীত হবে তা কি আর তিনি জানেন না।"

বাসন্তী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না ভাই, আমার মনে হয় তার সঙ্গে গরম কাপড় জামা নেই। তুই এই দু' বছর দেখেও মাষ্টার মশাইকে বুঝ্‌তে পাল্লিনি ওর স্বভাবই ওই রকম। ওর নিজের যে কি আবশ্যক উনি নিজে ঠিক বুঝতে পারেন না, কিংবা খেয়াল থাকে না। কেউ মনে করে দিলে তবে তার খেয়াল হয়। দেখ্‌তে পাস্‌নি খেতেই যার ভুল হয় তার কি আর এ সব কথা খেয়াল থাকে।"

মাধবী মুখখানা ভার করিয়া বলিল, "যার নিজের বিষয় নিজের খেয়াল থাকে না সে কি আবার মানুষ। এই রকম মানুষগুলো দিদি আমার দু' চক্ষের বিষ।"

বাসন্তীর মুখের উপর একটা হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিল, সে

হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার কিন্তু মনে হয় ভাই এই সব লোক-গুলোই ভালো, এদের প্রাণে ভেতর বার কিছুই নেই, এরা যেন পৃথিবীর নয়, এরা যেন স্বর্গের। এদের নিয়ে সংসার করা চলে না বটে কিন্তু যত্ন আদর করে সুখ পাওয়া যায়।"

দুই ভগ্নির কথোপকথনের মাঝখানে পূর্ণচ্ছেদের মত পিসি আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতেই বলিয়া উঠিলেন, "বলি হ্যালা তোরা কি আজকে আর খাবিনি। বেলা যে এগারটা বেজে গেছে সে হুঁস্‌ও নেই। দিন রাতই রঙ্গ রস,—নাওয়া খাওয়াও মনে থাকে না।"

পিসির কথার উত্তরে বাসন্তী মৃদু স্বরে বলিল, "মনে থাকবে না কেন পিসিমা,—মনে ঠিকই আছে। মাষ্টার মশাই বাজার কর্ত্তে গেছেন, তিনি না এলে আমরা কেমন করে খাবো? বাড়ীতে যখন একজন ভদ্রলোক রয়েছেন, তখন তাঁর খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কি আমাদের খাওয়া উচিত?"

নিজের মর্য্যাদা পিসি বিলক্ষণই বুঝিতেন। কাজেই বাসন্তীর কথার উপর অধিক কথা কওয়া তিনি ভাল বিবেচনা করিতেন না। তাই হাত নাড়িয়া বলিলেন, "তোমাদের উচিত অনুচিত বাছা তোমরাই বোঝ। তবে এতো আমি কখন কোন দিন শুনিনি যে বাড়ীর মাষ্টার না খেলে তার জন্যে সাত গুষ্টি উপোষ করে থাকবে;

আমি তো বাপু বেলা করে খেতে পার্কো না, বেলায় খেলেই আমার অম্বলের ব্যামটা জেগে ওঠে।”

বাসন্তী পিসিকে বাধা দিয়া বলিল, “তা তুমি পিসিমা বেলা কোচ্ছ কেন, তুমি যাওনা খেয়ে নাওগে যাওনা। আমরা দু’জনে একটু বাদে খাব অখন।”

“কি অলুক্ষণে মাষ্টার জুটেছে মা,—সেই বাজারে গেছে আর এখনও ফেরবার নামটি নেই।” বলিতে বলিতে পিসি আবার গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। রুক্মিণী আসিয়া সংবাদ দিল, “মাষ্টার মশাই বাজার করে ফির্‌লেন।”

বাসন্তী পরিচারিকার দিকে চাহিয়া বলিল, “যা, তাঁর স্নানেব জলটল দেখিয়ে ব্যবস্থা করে দিগে যা। বেলা ঢের হয়েছে।”

রুক্মিণী চলিয়া গেল। বাসন্তী মাধবীর দিকে চাহিয়া বলিল, “চল বোন, দেখিগে মাষ্টার মশাই কি সব জিনিষপত্র এনেছেন।”

* * * * *

সুকুমার বাটীব ভিতর আহার করিতে আসিয়াছিল, আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—সেই সময় মাধবী আসিয়া সংবাদ দিল, “মাষ্টার মশাই, আপনার খাওয়া শেষ হ’লেই যেন বাহিরে চলে যাবেন না। দিদির বসবার ঘরে একটু অপেক্ষা কর্বেন,—আপনার সঙ্গে দিদির কি দরকার আছে।”

সুকুমার মুখ তুলিয়া মাধবীর দিকে চাহিল। মাধবী মুখ টিপিয়া

টিপিয়া হাসিতে ছিল। মাষ্টার মহাশয়কে দেখিলেই তাহার কেমন হাসি পাইত। মাষ্টার মহাশয়কে মুখ তুলিতে দেখিয়া মাধবী আবার বলিল, "আমার কথাটা বোধ হয় শুন্‌তে পেয়েচেন।"

এই মেয়েটিকে একেবারেই বিশ্বাস নাই। তাহার মুখের জন্যই হোক্ কিংবা অন্য যে কোন কারণের জন্যই হোক্, সত্য কথা বলিতে কি, সুকুমার এই মেয়েটাকে মনে মনে একটু ভয় করিত। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "তা শুন্‌তে পেয়েছি। আমি তো ফর্দ্দ অনুযায়ী সব দ্রব্যই এনেছি। আর তো তাঁর প্রয়োজন হবার কোন কারণ নেই।"

মাধবী কণ্ঠে একটু ভ্রূকুটী দিয়া বলিল, "কারণ আছে কি না আছে, সেটা অনুগ্রহ করে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা কল্লেই ভাল হয়। দিদির হুকুম আমি আপনাকে জানালুম, বাস্ আমার কাজ শেষ।"

সুকুমার বিশেষ কিন্তু ভাবে বলিল, "আপনি চটেন কেন,—এতে আপনার চট্‌বার মত কিছুই নেই। আচ্ছা আপনার দিদি এখন কোথায় ?"

মাধবী গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, "পূজোর ঘরে।"

পূজার ঘরে ! বিস্ময়ে সুকুমারের যেন অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। এইটুকু বালিকা ইহারই মধ্যে পূজা করিতে শিখিয়াছে। সে কাহার পূজা করে ! আজ দুই বৎসর সুকুমার এই বাটীতে রহিয়াছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন দিন শোনেন নাই যে বাসন্তী পূজা করে। কাজেই এটা তাহার বেশ একটু নূতন বোধ হইল। সে

অবাক চোখে মাধবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাষ্টার মহাশয়ের ভাবে মাধবীর হাসির ফোয়ারা বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কোন ক্রমে সে তাহা দমন করিয়া গলাটাকে বেশ একটু ভারি করিয়া বলিল, "অমন করে চাইছেন যে,—আপনি কি মনে করেন আমার দিদি পূজো করে না ?"

সুকুমার মাধবীর কথায় বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "না—না—আমি সে কথা একবারও ভাবিনি,—আমি কি ভাব্ছিলুম জানেন, আমি ভাব্ছিলুম আপনার দিদি তো ওইটুকু মেয়ে, বালিকা বল্লেও চলে। তিনিও পূজো করেন—আশ্চর্য্য !"

মাধবী উত্তর দিল, "আপনার কাছে তো সবই আশ্চর্য্য। তার কারণ হচ্ছে এই যে আপনি হলেন সবার চেয়ে প্রকাণ্ড আশ্চর্য্য।"

সুকুমারের আহার শেষ হইয়াছিল, সে জলের গ্লাসটি তুলিয়া লইতে লইতে বলিল, "ঠিক বলেছেন,—আমিই যে একটা প্রকাণ্ড আশ্চর্য্য।"

মাধবী মহা বিরক্ত স্বরে বলিল, "আপনি আশ্চর্য্য হন আর যাই হন তাতে কারুর কিছু আসে যাবে না। এখন আমি যা বল্লুম সেটা মনে আছে তো ?"

সুকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—সে আবার মাধবীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি তো অনেক কথা বল্লেন, তার ভেতর কোনটার কথা বল্ছেন কেমন করে জান্বো ?"

মাধবী এবার বেশ একটু বিরক্ত স্বরে বলিল, "দিদি বল্‌লেন, আপনি একটু তাঁর বসবার ঘরে অপেক্ষা করুন,—তিনি আস্‌ছেন।"

মাধবী সত্যই এই মাষ্টারটীকে লইয়া মহা বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে কথাটা শেষ করিয়াই হন্ হন্ করিয়া আচল দুলাইয়া আপন কাজে চলিয়া গেল। সুকুমারও হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া বাসন্তীর বসিবার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। শূন্য গৃহ,—চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সে গৃহের মধ্যস্থলস্থিত টেবিলের নিকটে যাইয়া একখান চেয়ার দখল করিয়া বসিল। পরক্ষণেই রুক্মিণী আসিয়া এক ডিবা পান টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। সুকুমার ডিবেটি খুলিয়া একটি পান তাহা হইতে লইয়া মুখে দিল। শূন্য গৃহে একাকী বসিয়া বসিয়া সুকুমারের কেবলই মনে হইতে ছিল, এই ডিবের অধিকারিণী যিনি তিনি কি সুন্দর! তাহার আচারে ব্যবহারে, ভাবে ভঙ্গিমায়, হাসায় ভাষায় এই বাড়ীখানা যেন একটা নূতন সৌন্দর্য্যে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে সুকুমারের সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল। সে এই চিন্তার ভিতর এমনি নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার ভিতর কখন বাসন্তী ও মাধবী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই। অকস্মাৎ মাধবীর কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া চাহিল।

বরের নিলাম

মাধবী একটু বিদ্রূপ মিশ্রিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টার মশাই, আপনি কি বসে বসে ঘুমুচ্ছিলেন।"

সুকুমার মহা অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, "ঠিক্ তা নয়। আমি তো বোসেই আছি।"

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টার মশাই, আমরা কালকে পুরী যাব তাতো জানেন। আপনার যা যা নেবার সব গুছিয়ে নিয়েছেন?"

সুকুমারের দৃষ্টি এতক্ষণে বাসন্তীর উপর পড়িল। বাসন্তী পূজার ঘর হইতেই একেবারে আসিয়াছে, তাহার পরিধানে একখানি গরদের কাপড়, কপালে একটী চন্দনের ফোটা। সুকুমারের মনে হইল যেন কোন দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। যে মৃদু স্বরে বলিল, "আজ্ঞে না,—আমার গোছাবার আর বিশেষ কি আছে।"

বাসন্তীর কোমল স্বর যেন বীণার মত বাজিয়া উঠিল, "বাহিরে যাচ্ছেন, গরম কাপড় ভাল সঙ্গে থাকা উচিত। আপনার সঙ্গে তা আছে?"

সুকুমার কিন্তু হইয়া বলিল, "তা বিশেষ কিছু নেই বটে,—কিন্তু তাতে বিশেষ—

বাসন্তী বাধা দিয়া বলিল, "না—গরম কাপড় কিছু সঙ্গে থাকা চাই। এই টাকা নিন, আপনার যা যা প্রয়োজন আজই সব কিনে আনবেন।"

বাসন্তী একখানি নোট সুকুমারের হস্তে দিল। সুকুমার ধীরে ধীরে নোট খানি তুলিয়া লইয়া দেখিল সে খানি একশত টাকার,—সে তাড়াতাড়ি বলিল, "এত টাকার প্রয়োজন—"

মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "যা লাগে তাই নেবেন, বাকি টাকা ফেরত দেবেন।"

বাসন্তী মৃদুস্বরে বলিল, "না—না—বিদেশে জামা কাপড় কিছু বেশী থাকা দরকার।"

দুই ভগ্নী আহার করিতে চলিয়া গেল। সুকুমার স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

———:*:———

রাম জীবনবাবু একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পুত্র এখনও বাড়ী আসিয়া পৌছায় নাই, ইহারই মধ্যে লোকের আনাগোনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। লোকের পর লোক আসিতেছে, সকলের মুখেই এক কথা, আপনার ছেলেটী নাকি এম, এ, পরীক্ষা দিয়াছে, একটী পরমা সুন্দরী মেয়ে আছে যদি আপনার ছেলেটীর সঙ্গে বিবাহ দেন। তাঁহার ছেলেতো একটী কিন্তু কন্যার পিতা অসংখ্য। এ অবস্থায় তিনি কি করিতে পারেন। এক একটি পাত্রী আসিতেছিল আর তাঁহার এক একটি বিশেষ আত্মীয় বা বন্ধুর দ্বারা তিনি অনুরুদ্ধ হইতে ছিলেন যে এই পাত্রীটির সহিত তাহার পুত্রের বিবাহ দেওয়া হউক। তাহা ছাড়া বিপিন একটা পাকা খবর না লইয়া যাইতে পারে না, কাজেই সে সেই হইতেই রামজীবন বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছে। সব্‌জজ্‌ বাবু মাঝে মাঝে খবর লইয়া যাইতেছেন, সুকুমার কলিকাতা হইতে আসিয়াছে কি না? প্রমথ ডিপুটী একটা পাকা কথা লইবার জন্য তাগাদার পর তাগাদা করিতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা তিনি অধিক বিপদগ্রস্থ

হইয়াছেন তাঁহার সেই বাল্য কালের বন্ধুটীকে লইয়া। সে যথা সময়ে রামজীবন বাবুর নিকট হইতে পত্রের উত্তর না পাইয়া একেবারে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেও দুই দিন তাঁহার বাটী অবস্থান করিতেছে, আর অবসর পাইলেই বাল্যকালে রাম জীবন বাবু যে সত্য করিয়া ছিলেন, রহিয়া রহিয়া তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ করিতে ছিল। কাজেই খরচও কিছু বাড়িয়া গিয়াছিল। খরচ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মেজাজও খিটখিটে হইয়া উঠিয়াছিল। তবুও তিনি একেবারে নীরব। এ অবস্থায় মানুষ থাকিলে তাহার বাক্য আপনা হইতেই নীরব হইয়া যায়। তিনি সকলকেই ওই এক কথা বলিতেছেন, "আজ কালকার ছেলে, লেখা পড়া শিখেছে, বড় হয়েছে, তারও তো একটা মতামত আছে। সে আসিয়া পৌছাক তাহার পর যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

কিন্তু এক কথা আর প্রতি নিয়ত কত লোককে কতবার বলা যাইতে পারে! তাহার বাল্যবন্ধু কানাই লাল আফিস কামাই করিয়া বসিয়া আছে। সে আর সবুর করিতে পারিতেছে না, সে সামান্য বেতনের কেরাণী, অধিক দিন কামাই করিলে চাকুরীটুকু পর্য্যন্ত যাইবার সম্ভাবনা। এ অবস্থায় তাহার আর বিলম্ব করা অসম্ভব! সে রাত্রে ঠিক করিয়া ছিল প্রাতে উঠিয়া যাহা হয় একটা শেষ মীমাংসা করিয়া লইবে। তাই সে অতি প্রাতঃকালে উঠিয়া বাহিরের ঘরে রাম জীবন বাবুর অপেক্ষা করিতে ছিল সেই সময় বিপিন

আসিয়া বাহিরের ঘরে উপস্থিত হইল। নিত্য নূতন কন্যার পিতার আবদারেতে তাহার মেজাজ একেবারেই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখনও একেবারে আশা ছাড়িতে পারে নাই। সে রাম জীবন বাবুর কনিষ্ঠ শ্যালক, তাহার কথাটা যে একেবারে মাঠে মারা যাইতে পারে তাহা একেবারেই হইতে পারে না। কুটুম্বর সেরা সে রাম-জীবন বাবুর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কুটুম্ব। তাহার দাবী প্রথম না হইলেও যে দ্বিতীয় তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। বিপিনকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া কানাই লাল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, রাম জীবন উঠেছে কি ?"

লোকটাকে দেখিবা পর্য্যন্ত বিপিনের এই লোকটার উপর কেমন বিতশ্রদ্ধা হইয়াছিল। এই লোকটা সহসা ধূমকেতুর মত আবির্ভাব হওয়ায় সে মনে মনে একেবারেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। লোকটাকে কেমন করিয়া তাড়াইবে সে প্রতি নিয়তই তাহারই সুযোগ খুঁজিতেছিল। কিন্তু লোকটা এমনই নাছোড়বন্দা যে সে আর কিছুতেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে কানাই লালের প্রশ্নের উত্তরে বেশ গম্ভীর ভাবে বলিল, "তিনি তো উঠেছেন,—অনেকক্ষণ। এখনও বাহিরে আসেন নি। অন্য দিন তো ঘুম থেকে উঠেই বাইরে এসে বসেন। ও হয়েছে,—বুঝেছি, কেন এখনও বাহিরে আসেন নি। দেখুন কানাই লাল বাবু আমি স্পষ্টবাদী লোক, আমি ঢাকাঢাকি ব্যাপারটা একেবারেই পচ্ছন্দ করি না। ব্যাপারটা

কি হয়েছে জানেন ? বড় বড় জমিদার সুকুমারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে দু'বেলা হাটাহাটি কচ্চে। কাজেই এ অবস্থায় কি আর উনি আপনার মেয়ের সঙ্গে সুকুমারের বিয়ে দিতে পারেন ? অথচ আপনি হলেন ওর বাল্যবন্ধু কাজেই উনি আপনার মুখের উপর কোন কথা বলতে পাচ্ছেন না। কাজেই সত্ত যুক্তি হচ্চে কি জানেন, আপনার আর ওকথা তোলাই উচিত নয়।"

বিপিনের কথাটা যে কানাই লালের মনে একেবারে লাগিল না. তাহা নহে। সে মনে মনে সেই কথাটাই আলোচনা করিতে ছিল। কিন্তু তাহার আর যে উপায় নাই। কন্যার বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে। অথচ পাত্রের বাজার আগুণ। দুই হাজার তিন হাজার ব্যতীত কেহই কথা কহে না। যে গরীব কেরাণী এত টাকা এক সঙ্গে জীবনে কখন দেখে নাই। সে এত টাকা কোথায় পাইবে ? অথচ কন্যার বিবাহ না দিলেই নহে,—ইহারই আগে পাড়া প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজন নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ অবস্থায় তাহার এই একমাত্র ভরসা সে কি ত্যাগ করিতে পারে ?

বিপিনের কথায় কানাই লাল চারি দিক অন্ধকার দেখিল। কোন দিকে কোন ফাঁক দিয়াও একটু আলোর রেখাও তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। তথাপি সে একবার রামজীবন বাবুর পায়ে হাতে ধরিয়া দেখিতে চায়—তাহাতেও যদি তাহার প্রাণটা

নরম হয়। কানাই লাল বিপিনের কথার উত্তরে মৃদু স্বরে বলিল, "কথা বটে! কিন্তু আমি তো রাম জীবনের কথার উপর নির্ভর করেই এতদিন মেয়ের বিয়ে দিইনি।"

বিপিন বেশ একটু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "এ যে মশাই আপনার অন্যায় কথা। আপনি বল্‌ছেন আপনাদের বয়স যখন অল্প ছিল অর্থাৎ বুদ্ধিশুদ্ধি যখন একেবারেই হয়নি তখন নাকি উনি বলে ছিলেন, 'তোমার যদি মেয়ে হয় তাহ'লে আমি আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেব'। সে কি একটা কথার মত কথা? কোথায় ছেলে, কোথায় মেয়ে ঠিক নেই মাঝখান থেকে কথা দেওয়া হ'লো। আর তা ছাড়া কম্পানির আইন মত বার বৎসর পার হয়ে গেলে তামাদি হয়ে যায় আর এতো এক যুগ। ও সব ভুলে যান, সে সব কথা বহুকাল তামাদি হয়ে গেছে।"

কন্যার পিতার সবই সহ্য করিতে হয়, কেন না সে কন্যার পিতা। কন্যা যখন হইয়াছে তখনই তো তাহার বোঝাই উচিত লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান আজ হইতে তাহার সঙ্গের সাথী হইল। বিপিনের কথার উত্তরে কানাইলাল আর কি বলিবেন,—তাহার তো আর বলিবার কিছুই নাই। সে একেবারে দম খাইয়া গেল। বিপিন একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল, "বন্ধুর বাড়ীতে এসেছেন,—খানদান আমোদ আহ্লাদ করুন—"

বিপিন কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না রামজীবন বাবুর থক্

থক্ কাশির আওয়াজ হইল। কানাইলাল বেশ একটু ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "ওই যে রামজীবন আস্‌ছে।"

কানাইলালের কথাটা শেষ হইতে না হইতে রামজীবন বাবু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, "এই যে কানাই উঠেছ,—কতক্ষণ উঠ্‌লে? ওরে কে আছিস্ রে, কানাইকে এক পেয়ালা চা দিয়ে যা,—আর জল খাবার কি আছে নিয়ে আয়।"

কানাইলাল তাড়াতাড়ি বলিল, "না—না—জল খাবারের কোন প্রয়োজন নেই। সকালে আমার জল খাবার খাওয়া একেবারেই অভ্যাস নেই।"

রামজীবন বাবু তামাক টানিতে ছিলেন আর থক্ থক্ কাসিতে ছিলেন,—তিনি তাঁহার কাশির বেগটা একটু দমন করিয়া বলিলেন, "এ সব জিনিষে বিশেষ অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। চায়ের সঙ্গে দু'টো মিষ্টি গালে ফেলে দেবে. তার আর অভ্যাস অনভ্যাসের কি আছে?"

তামাকের হুকাতে গোটা দুই স্বজোর টান দিয়া রামজীবন বাবু হুকাটা কানাইলালের হস্তে দিয়া পালঙ্কের একপার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। কানাইলাল রামজীবন বাবুর হস্ত, হইতে হুকাটা লইতে লইতে বলিল, "আজ দু'তিন দিন হ'লো আমি এসেছি,—বুঝতেইতো পাচ্ছ আফিস্ কামাই হচ্ছে। এখন তুমি কবে যাবে সেই কথা টুকু শুনতে পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি। তুমিতো সবই

জান,—আমি গরীব মানুষ,—এই চাকরী টুকুই ভরসা। কাজেই বেশী দিন আফিস্ কামাই কর্ত্তে সাহস হয় না।"

ভৃত্য মিষ্টান্নের রেকাবী ও চায়ের পেয়ালা লইয়া উপস্থিত হইল। রামজীবন বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "নাও এখন একটু মিষ্টি আর চা খাও তো, তারপর ও কথা হচ্ছে।"

কানাইলাল মৃদুস্বরে বলিল, "আমার কি ভাই আর চা মিষ্টি মুখে উঠ্‌তে চায়,—মেয়ের বিয়ের ভাবনায় আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেছে।"

রামজীবন বাবু কানাইলালের কথায় কোন উত্তর দিলেন না,—ভৃত্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওই চেয়ারখানা টেনে এনে সুমুখে দে তারপর ওই চেয়ারখানার ওপর চাটা রাখ।"

রামজীবন বাবু তাঁহার বাল্য বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নাও হে, আরম্ভ করে দাও। চাটা আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

কানাইলাল দুই তিনটা মিষ্টি উদরস্থ করিয়া চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইতে লইতে বলিল, "তা যেন হ'লো,—এখন তুমি কবে যাবে বলো দেখি!"

রামজীবন মৃদুস্বরে বলিলেন, দেখ ভাই আমি বেশ একটু গোলে পড়ে গেছি, বেশ একটু ভাবনায় পড়ে গেছি। কথাটা বেশ একটু বিবেচনা করবার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি, শ্যালক, মেয়ে এই হ'লো এক কিস্তি, সবজজ আর হাকিম এই হ'লো দু'কিস্তি,—তা

ছাড়া ছোট ছোট আরোও অনেক কিস্তি আছে। কাজেই আমি যেন স্রাত হয়ে যাবার মত হয়ে পড়েছি। এই ক'দিন থেকে আমি এই কথাটাই ভাবছি। কিন্তু কোনই মীমাংসা করে উঠ্‌তে পাচ্ছিনা। আমায় ভাই আরো দু'একটা দিন ভাবনার সময় দিতে হবে।"

কানাই লালের চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল;—সে চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "ভাই সময় দিতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার অবস্থা তুমি তো বুঝ্‌ছ।"

রাম জীবন বাবু মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ বুঝ্‌ছি ভাই। কিন্তু আমার অবস্থাটা যে আবার তোমার চেয়েও সঙ্গিন্। ভাই আমায় আর দুটো দিন সময় দাও, আমি ভেবে এমন একটা কিছু স্থির কর্ব্বো যাতে কেউ না কোন কথা বল্‌তে পারে।"

কানাই লালের আর সবুর করা অসম্ভব। আর সবুর করিতে হইলে তাহার চাকুরীটি হারাইতে হয়। সে একেবারে রাম জীবন বাবুর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়া উঠিল, "ভাই আমি গরীব,—আমি তোমার পায়ে ধর্‌ছি। তোমাকে আমায় এ দায় থেকে উদ্ধার কর্ত্তেই হবে। আর সবুর কর্ত্তে হ'লে আমার চাকরীটুকুও হারাতে হয়।"

কানাই লাল সহসা পা জড়াইয়া ধরায় রাম জীবন বাবু একেবারে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি তাহার পা দুইটা

একটু সরাইয়া লইয়া অবাক ভাবে কানাই লালের মুখের দিকে চাহিলেন। বিপিন পার্শ্বে বসিয়া ছিল। এই ব্যাপারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়া ছিল। তাহার কেবলই মনে হইতে ছিল ঘাড় ধরিয়া এই লোকটাকে এখনই বাটীর বাহির করিয়া দিয়া আইসে। কানাই লালের তখন প্রাণের অবস্থা কি হইতে ছিল তাহা কেবল বুঝিতে ছিলেন অন্তর্যামী। টস্‌টস্ করিয়া কয়েক ফোটা অশ্রু তাহার নয়ন বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। সে আর কোন কথা কহিতে পারিল না। একটা অব্যক্ত বেদনায় সে যেন একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। রাম জীবন বাবু মহা বিচলিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তাহার কেবল মনে হইতে ছিল,—মা জগদম্বে, এ আমায় কি ফ্যাসাদে ফেলিলে। তিনি একটা বড় গোছের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন। "কানাই, আর আমি তোমায় সবুর করাব না। আজই যা হয় এর একটা মীমাংসা করে ফেল্‌বো। আজ সন্ধ্যের মধ্যেই আমি তোমায় যা হক্ একটা পাকা কথা দেব। ওরে কে আছিস্ শীগ্‌গির উড়নীখানা নিয়ে আয়। আমায় এখনই একবার বেরুতে হবে।"

বিপিন এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এতক্ষণে কথা কহিল, "দেখুন, বিবাহ হ'লো একটা কঠিন ব্যাপার। ফস্ করে একটা পাকা কথা দেওয়া আমার মতে কারুকেই উচিত নয়। তা ছাড়া রঘুনাথপুরের জমিদার—"

ভৃত্য উড়ানী আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। রামজীবন বাবু উড়ানাখানা স্কন্ধে ফেলিয়া বলিলেন, "হুঁ, বুঝেছি রঘুনাথপুর। দাঁড়াও ভাই আমায় ঘুরে আসতে দাও, তারপর যা হয় আমি এর পাকা একটা ব্যবস্থা কচ্ছি। কানাই, ভাই, একটুকু বোস, আমি এলুম বলে।"

রামজীবন বাবু বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখন যাচ্ছেন কোথায় ?"

"ফিরে এসে বলছি" বলিয়া রামজীবন বাবু বাহির হইয়া গেলেন। বিপিন মহা ক্রুদ্ধ স্বরে কানাইলালের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন মশাই, আমি স্পষ্টবাদী লোক কিছু মনে কর্ব্বেন না, এ সব আপনার অন্যায় আব্দার। বড় বড় জমিদার মেয়ে নিয়ে সাধাসাধি কচ্ছে, তা না আপনার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। তাও কি কেউ দেয় ? রঘুনাথপুরের জমিদারের, পরমাসুন্দরী মেয়ে—সে যাবে ভেসে এও কি একটা কথা ?"

কানাইলাল বিপিনের কথায় কোন উত্তর দিল না, একটা মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——:*:——

রামজীবন বাবু বাটী হইতে বাহির হইয়া মাঠের রাস্তা ধরিয়া সহরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কার্ত্তিক মাস শেষ হইতে আর মাত্র দুই একদিন বাকি আছে। উত্তরে বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, শীতেরও বেশ আবেশ দিয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে ধানের ক্ষেত। মৃদু পবনে ধানের শিসগুলি দুলিতেছে, সূর্য্যের কিরণ যেন তাহার উপর ঢেউ খেলাইতেছে। প্রথম সূর্য্যের মৃদু কিরণ চিটা গুড়ের মত রামজীবন বাবুর বড়ই মিঠা লাগিতেছিল। তিনি পুত্রের বিবাহের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার বাল্যকাল হইতে ধারণা ছিল পুত্রের বিবাহটা একটা মহা আনন্দের সামগ্রী। ইহাতে ভাবনা চিন্তার বিশেষ কিছুই নাই। বরং ভাবনা চিন্তার যাহা কেবল একমাত্র ঔষধ তাহাও কিছু আসিবারই অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু এখন দেখিতেছেন ইহার আগাগোড়াই চিন্তার বিষয়। কন্যার বিবাহাপেক্ষা এটা যেন আরও সমস্যা। তাঁহার জানা ছিল বাঙ্গালা দেশে পিলা যকৃতই আপনা হইতে আসিয়া ঘাড়ে চাপে, তাহাকে

বাঁধিয়া ডাকিয়া আনিতে হয় না। ক'নেও যে সেইরূপ গায়ে পড়া সামগ্রীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই কেবল তাহার জানা ছিল না।

রামজীবন বাবু এদিকে মন্দ লোক ছিলেন না। তিনি সহজে লোকের মনে কষ্ট দিতে চাহিতেনও না পারিতেনও না। কাজেই তিনি মহা বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁহার বড়ই কড়াকড়ি ছিল। টাকার লেন দেন সম্বন্ধে তিনি কখনও কাহারও কথা শুনিতেনও না রাখিতেনও না। এই জিনিষটার একটু উনিশ বিশ হইলেই তাঁহার মেজাজটা একেবারে বিগ্‌ড়াইয়া দাঁড়াইত। পৃথিবীতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল টাকা, তাহার সেবায় তিনি যত আনন্দ পাইতেন, এত আনন্দ আর তিনি কিছুতেই পাইতেন না। সেই টাকা আসিবার বেশ একটু সুবিধা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোন দিকে হেলিলে টাকার গুরুত্বটা অধিক ভারি হইয়া উঠিবে সেইটাই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কাজেই তিনি বেশ একটু বিপদে পড়িয়া গিয়াছিলেন। এক পুত্রে কিন্তু খরিদ্দার অসংখ্য, এখন কোন দিকে হেলেন, একটু বুদ্ধির উনিশ বিশ হইলেই, সর্ব্বনাশ। একেবারে এক রাশ টাকা লোকসান। এ তো মেয়ে নয় যে বিবাহ না দিলে জাতিপাত হইতে হইবে! এ বেশ একটু বুঝিয়া ধরিয়া হিসাব করিয়া যাচাইয়া তবে ছাড়া উচিত। পুকুরের মাছকে ধরিয়া বাল্‌তির

জলে ছাড়িয়া দিলে, সে যেমন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে রামজীবন বাবুর প্রাণের ভিতরটাও সেইরূপ ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভাবনা হইয়াছিল কানাইলালের জন্য। এখন তিনি কানাইলালের কি করিবেন? তাঁহার তো একেবারেই স্মরণ নাই কবে তিনি তাহার নিকট সত্যে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কানাই লালের এই কথা সত্য কি মিথ্যা তাহাও তিনি কিছুতেই স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। যদিই বা কানাইলালের কথা বিশ্বাস হয়, তথাপি সে তাঁহার বাল্যবন্ধু, তাহার এই কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করা তাঁহার কি উচিত নয়! উচিত তো পৃথিবীতে অনেক আছে, কিন্তু সব উচিত কি সব সময় প্রতিপালন করা যায়? তাহা ছাড়া যাহাতে টাকার ঘরে আঘাত লাগে জানিয়া শুনিয়া বন্ধুর কি কখন সে কাজ করা সম্ভব! এই সকল চিন্তা করিতে করিতে রামজীবন বাবু অন্যমনস্কে একেবারে সহরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, সহসা তাহার নাম কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি বেশ একটু চমকিত ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। পথের দুই পার্শ্বেই ছোট বড় নানা ধরণের পাকা ইমারত। তাহারই এক খানার ভিতর হইতে রামজীবন বাবুর ডাক পড়িয়াছিল। যে বৈঠকখানার ভিতর হইতে রামজীবন বাবুর ডাক পড়িয়াছিল সে খানি দ্বিতল বাটী। দরজার উপর পাথরের ট্যাবলেট মারা ডাক্তার হরিশঙ্কর ঘোষ এম, বি। কিন্তু রামজীবন বাবু ঠিক করিয়া উঠিতে

পারিতেছিলেন না কোন বাটী হইতে তাঁহার ডাক পড়িল, তাই তিনি একটু বিস্মিতভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছিলেন। সেই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু, আপনাকে ডাক্তারবাবু ডাক্‌ছেন।"

এই ডাক্তারটী ছিল রামজীবন বাবুর একজন বেশ বড় রকম আসামী, ইহার নিকট হইতে মাসে মাসে বেশ মোটা রকম সুদ আসিত। ডাক্তার যখন ডাকিতেছে তখন নিশ্চয়ই কিছু সুদ দিবে। তিনি ভৃত্যের কথায় কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া ডাক্তার বাবুর বৈঠকখানার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন।

ডাক্তার বাবুর বৈঠকখানাখানি বেশ সাজান, একখানি টেবিলের সম্মুখে একখানা কেদারায় ডাক্তার বাবু উপবিষ্ট, টেবিলের এক পাশে একখানা বেঞ্চ, সেই বেঞ্চের উপর কয়েকজন রোগী বিমর্ষ মুখে বসিয়া ডাক্তার বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। ডাক্তার বাবুটী বেশ জাদরেল লোক, যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, তেমনি কৃষ্ণবর্ণ। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় সাক্ষাৎ যেন যমের কিঙ্কর। মূর্ত্তি যেমনই হউক ডাক্তার হরি শঙ্করের হাত যশটা নাকি খুবই ছিল। কৃষ্ণনগরের অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস তাঁহার হাতে নাকি রোগী মরে না। সেই জন্য তাহার পসারও যথেষ্ট। তাহার আয়ও যেমন ছিল, ব্যয়ও ততোধিক ছিল।

এ হেন হরি শঙ্করের বৈটকখানার ভিতর রামজীবনবাবু প্রবিষ্ট হইলেন। ডাক্তারবাবু বসিয়াছিলেন তাহার এক বিশেষ বন্ধুর সহিত

পরামর্শ করিতে, এ সময় রামজীবন বাবু কোথাও দাঁড়াইবার বা বসিবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি করিবেন, ডাক্তারকে সকলেরই খাতির করিয়া চলিতে হয়, কি জানি কখন কি হয়। ডাক্তার হরি শঙ্কর একজন রোগীর সহিত কথা কহিতেছিল, রামজীবন বাবুকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া একখানা কেদারার দিকে আহ্বান দেখাইয়া ডাক্তার তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। রামজীবন বাবু একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিলেন। ডাক্তার তখন তাহার একজন রোগীকে বলিতেছিল, "দেখুন আপনাকে আরও কিছু দিন ওষুধ খেতে হবে। আপনার পেটের ও গোলমাল সহজে যাবে বলে আমার বোধ হয় না। ব্যামটা আপনার অনেক দিনের পুরোন কিনা।"

রোগীটীকে দেখিলে মনে হয় না যে তাহার কোন ব্যাধি শরীরে আছে। সে মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "আপনার ওষুধটা বেশ লেগেছিল, কিন্তু এদানীং আর তেমন বিশেষ কোন কাজ হচ্ছে না। চারপাঁচবার পায়খানায় যাচ্ছি বটে কিন্তু দাস্ত তেমন পরিষ্কার কিছুতেই হয় না। তাই আমার মনে হয় বোধ হয় নতুন আর একটা ওষুধ হ'লে কাজ হ'তো। দেখুন না যদি কোন ব্যবস্থা কর্ত্তে পারেন।"

হরি শঙ্কর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "নতুন ওষুধ ব্যবস্থা করবার আর ভাবনা কি, কিন্তু তাতে তো বিশেষ কাজ হবে না, যে ওষুধটা খাচ্ছেন সেইটাই কিছুদিন খান, নিশ্চয়ই ফল হবে।"

রোগীটী আবার মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, "একটা নতুন ওষুধ দিলেই ভাল হ'তো। দাস্তটা কিছুতেই আর পরিস্কার হ'লো না। কি যে ছাই করি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি। সেদিন এক বেটা বার গণ্ডা পয়সা নিয়ে একটা মাদুলী দিলে, পরবার পর দু'চার দিন কাজ বেশ ভালো হ'লো, তারপর আবার যে কে সে। একটা নতুন ওষুধ দিলে ভালো হ'তো না।"

হরিশঙ্কর বেশ একটু বিরক্ত ভাবে বলিল, "না, যা বল্লুম তাই করুণগে যান।"

রোগীটী আর একবার মুখখানা বিকৃত করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার রামজীবন বাবুর দিকে ফিরিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন সেই সময় আর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "আমার আবার একটু তাড়া আছে আমারটা শুনলে—"

হরিশঙ্কর তাহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি?"

সেই লোকটী বার দুই খক্ খক্ করিয়া কাসিয়া বলিল, "আমার সেই কাসিটা আবার যেন একটু বেড়েছে বলে বোধ হচ্ছে। সেই জন্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এলুম যে সেই ওষুধটা খাব না অন্য কিছু ওষুধের ব্যবস্থা কর্ব্বেন?"

হরিশঙ্কর ডাক্তারী ধরণে প্রশ্ন করিল, "বাড়বার কারণটা কি, নিশ্চয়ই কোন অত্যাচার হয়েছিল?"

লোকটী কি যেন একটু স্মরণ করিয়া বলিল, "অত্যাচার বিশেষ

যে কোন হয়েছিল তা বলে তো বোধ হয় না। সর্ব্বদাই তো গলায় কম্ফাটার জড়িয়ে আছি। তবে হ্যাঁ দুই রাত্রি জালনা খোলা হয়েছে, তাতে যে বিশেষ অত্যাচার হয়েছে বলে মনে হয় না, ফাঁকা মাঠ বটে, কিন্তু আমি রীতিমত গলায় কম্ফাটার জড়িয়ে ছিলুম।"

হরি শঙ্কর বিরক্ত ভাবে বলিল, "খোলা মাঠে সারা রাত্রি জালনা খোলা অত্যাচার নাহ'লে অত্যাচার যে কি তা তো আমি জানি না। যান্ সেই ওষুধটাই আরো দিন কতক খান্‌গে যান।"

যেই লোকটী উঠিয়া দাঁড়াইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "আমার ঘুস্ ঘুসে জ্বর তো কিছুতেই সার্‌তে চায় না—"

রামজীবনবাবু এতক্ষণ কোন ক্রমে স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন কিন্তু আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুত্রের বিবাহের হাঙ্গামা লইয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়া ছিলেন। রোগের কথা শুনিবার মত ধৈর্য্য এখন তাহার একেবারেই নাই। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "ডাক্তার, আমি তাহ'লে আজকের মত উঠি,—আমায় এখনি একবার আবার উমাপতির সঙ্গে দেখা ক'রতে হবে, বিশেষ একটু জরুরী কাজ আছে।"

হরিশঙ্কর বিশেষ ব্যস্তভাবে বলিল, "উঠ্‌বেন কি, আপনার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা আছে। শুন্‌লেম আপনার ছেলেটী—"

রামজীবনবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "ও যা শুনেছ তা সব ভুল। এখন বোধ হয় আমার ছেলের বিয়ে দেব না।"

হরিশঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে কি একটা কথার কথা। ছেলের বিয়ে দেওয়া বাপের একটা প্রধান কর্ত্তব্য। আমার মেয়েটী—"

রামজীবনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "অন্য সময় ও কথা হবে—এখন একটু ব্যস্ত আছি—"

হরিশঙ্কর স্বরটা একটু গম্ভীর করিয়া বলিল, "কথাটা তাহ'লে মনে রাখবেন।"

কেবলমাত্র একটা হুঁ করিয়া রামজীবনবাবু রাস্তায় আসিয়া পড়িয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাচিলেন। রাস্তায় চলিতেও তাঁহার কেমন ভয় হইতে লাগিল, তাহার কেবলই মনে হইতেছিল এই বুঝি তাঁহাকে কেহ ডাকে আর বলে আমার একটী মেয়ে আছে। কিন্তু আর বিশেষ কেহ তাহাকে ডাকিল না, তিনি আসিয়া তাঁহার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন,—সে বাটী উমাপতি উকিলের। উমাপতি রামজীবনবাবুর বাল্য বন্ধু। উমাপতিবাবুর পরামর্শ ব্যতীত রামজীবনবাবু কোন কার্য্যই করিতেন না। কোন নূতন কাজ করিতে হইলেই তিনি সর্ব্বাগ্রে উমাপতির পরামর্শ লইতেন। পুত্রের বিবাহ ব্যাপারে অস্থির হইয়া এক্ষণে কি করা উচিৎ তাহারই পরামর্শ লইবার জন্য তিনি উমাপতির বাটীতে ছুটিয়া গেলেন। উমাপতির বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উমাপতি কয়েকজন মক্কেল

দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাবণ রাজার মত কেবলই কু-পরামর্শ শুনাইতেছিলেন। সেই সময় রামজীবনবাবুকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিহে রামজীবন, আজ যে সকালেই সহরে—বুঝি কিছু কেনা বেচার বরাত ছিল।"

রামজীবনবাবু উমাপতি বাবুর সম্মুখে আসিয়া বসিতে বসিতে বলিলেন, "না ভাই, ছেলের বিয়ে নিয়ে আমি বিশেষ বিপদগ্রস্থ হয়ে উঠেছি।"

উমাপতিবাবু ভারিক্কে গোছের লোক। মাথার সমস্ত চুল পাকা। দেখিলেই মনে হয় বেশ বিচক্ষণ ব্যক্তি। রামজীবন বাবুর কথা শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে কি রকম, ছেলের বিয়ে নিয়ে বিপদগ্রস্ত হয়ে উঠ্‌লে সে কি রকম হে? তোমার ছেলে এম, এ, পরীক্ষা দিয়েছে,—তোমারই তো দিন। বেশ থোক্ থাক্ কিছু মেরে দেবে।"

রামজীবনবাবু বেশ একটু কাতর স্বরে বলিলেন, "থোক্ থাক্ তো মেরে দেব, কিন্তু বাধা যে বিস্তর। ছেলে তো আমার মোটে একটি, কিন্তু মেয়ের বাপ যে গুণে শেষ করা যায় না। মেয়ে চান তাঁর খুড়তুতো ননদের সঙ্গে তাঁর ভায়ের বিয়ে হয়, সম্বন্ধী চান যে তার রঘুনাথপুরে মেয়ে আছে তাহার সঙ্গে তাঁর ভাগনীটীর বিয়ে হয়। আমার এক বাল্যবন্ধু—কবে নাকি আমি তাঁর সঙ্গে

সত্যে আবদ্ধ হয়েছিলুম,—তার মেয়েটীর সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতেই হবে। সবজজ্ বাবুর মেজ মেয়েটীর সঙ্গে যাতে আমার ছেলেটীর বিয়ে হয়,—প্রমথ ডিপুটীর একটী কন্যা আছে, তাঁর ইচ্ছা আমার ছেলের সঙ্গেই তার মেয়েটীর শুভকার্য্য সম্পন্ন হ'ক। এ ছাড়া খুচরো খাচরা আরও যথেষ্ট আছে। এখন তাই আমি তোমার কাছে ছুটে এলুম একটা সুপরামর্শ নিতে,—এ অবস্থায় এখন আমার কি করা উচিত। বিবেচনা করে বল দেখি কোন দিকে হেল্‌লে, টাকার গুরুত্বটা ভারি হয়ে উঠে।"

রামজীবনবাবুর কথা শুনিয়া উমাপতিবাবু একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাহ'লে তো দেখ্‌ছি ব্যাপার বড় গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এর জন্যে বিশেষ চিন্তার কিছুই নেই। এর সুপরামর্শ তো পড়েই রয়েছে। আজকালকার পিতার গুণে মেয়ে যা সব দাঁড়িয়েছে, তাতে দেখা শোনার বিশেষ কিছুই নেই। কাজেই সকলকে ডেকে বলে দাও, যে সব চেয়ে বেশী টাকা দেবে তার মেয়ের সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দেবে। এতে আর কারো তো কোন কথা বলবার থাকলো না, অথচ তুমিও বেশ কিছু ঘরে তুল্‌লে।"

রামজীবনবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যা বল্লে ভাই, তোমার কথাই যেন মনে লাগছে। কিন্তু ভাবছি—"

উমাপতিবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "টাকা যখন আস্‌ছে তখন

সেতো ভাবাভাবির বাইরে গিয়েই পড়্লো। এর আর ভাবা ভাবি নেই। লক্ষ্মী যখন বাড়ীতে ঢোক্‌বার জন্যে দরজা ঠেলাঠেলি কচ্ছেন, তখন কি আর তাঁকে হিমে দাড় করিয়ে রাখ্‌তে আছে?—দরজা খুলে দাও, তিনি সটান্ ঢুকে আসুন।"

রামজীবনবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তাহ'লে এই যুক্তিই ঠিক। কাকে যে কি ছাই বলি তাই ঠিক করে উঠ্‌তে পাচ্ছিলুম না, এখন দেখছি এক কথাতেই সব গোল মিটে যাবে। না—কথাটা মনে লাগ্‌ছে—"

উমাপতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "যার মন আছে, তার মনে আস্‌তেই হবে। টাকা যে কথায় আছে, সে কথা কার মনে লাগে না? তাকে তো মানুষ বলেই ধরা যায় না।"

রামজীবনবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। নীলসিন্ধু বিরাট গর্জ্জনে পুরীর পবিত্র পদতলে গড়াইয়া পড়িতেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ অনন্ত তরঙ্গ তুষার চূড়ার মত কেবলই ফাটিয়া ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। রক্তজবার মূর্ত্তি ধরিয়া পশ্চিমে সূর্য্য সমুদ্রের নীল জলে সোনা ছড়াইয়া ধীরে ধীরে সমুদ্রের ভিতর মুখ লুকাইতেছিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সৌন্দর্য্য যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া সূর্য্যের সহিত অনন্তের কোলে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছেন। তিনটী প্রাণী এক দৃষ্টে চাহিয়া এই মহিমাময় দৃশ্য দেখিতেছিল। ঊর্দ্ধে সূর্য্যের রক্তিম নয়নের লাল প্রতিবিম্ব জলে স্থলে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, নিম্নে অনন্ত সমুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য একই ভাবে চলিয়াছে। সমুদ্রের চরের বালির উপর দাড়াইয়া যে তিনটী প্রাণী এই মহিমাময় দৃশ্য এক দৃষ্টে দেখিতেছিল তাহার ভিতর হইতে একজন সহসা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা মাষ্টার মশাই এ আর এমন নূতন কি? পাড়াগাঁয়ে ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্য্যাস্ত, ঠিক এমনি দেখায়। এটা এমন কিছু দেখ্‌বার নয়। তবে হাঁ সমুদ্রটা দেখ্‌বার জিনিষ বটে। কবিদের সবই দেখি বাড়াবাড়ি।"

মাষ্টার এই মহিমাময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে একেবারে বিভোর হইয়া গিয়াছিল, ছাত্রীর প্রশ্নে সে একবার তাহার ছাত্রীর মুখের দিকে চাহিল। ছাত্রীর মুখের উপর সূর্য্যের কাল আভা পড়িয়াছে। তাহাতে সে মুখখানির শোভা বড় কম হয় নাই। সে মুখখানি তাহার চোখের উপর যেন একবার ঢলঢল করিয়া উঠিল। সুকুমার মৃদুস্বরে তাহার ছাত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিল, "এ পৃথিবীতে দেখ্‌বার কিছুই নেই আবার দেখ্‌বার সবই আছে। যার চোখ আছে, সে দেখ্‌তে জানে তারই দেখা সার্থক, কবির চোখ আছে, সে দেখ্‌তে জানে কাজেই সে যা দেখে তা আমরা দেখতে পাইনা। তোমার চোখ নেই, কাজেই তোমার কাছে কিছুই বিচিত্র নয়।"

সুকুমারের এই কথায় মাধবী খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল,—সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "মাষ্টার মশাই, আপনি কি না বল্লেন আমার চোখ নেই, আমার এমন বড় বড় চোখ এতেও বলেন কিনা আমার চোখ নাই। আচ্ছা দিদি তুই বলতো ভাই এতে দেখবার কি আছে?"

দিদির উত্তরটা শুনিবার জন্য সুকুমার বাসন্তীর মুখের দিকে চাহিল, বাসন্তীর সর্ব্বাঙ্গে একখানি সাদা আলোয়ানে ঢাকা, কেবল রুক্ষ চুলগুলি বায়ু হিল্লোলে দুলিতেছে। সমস্ত মুখখানির উপর যেন একটা নিবিড় গাম্ভীর্য্য ক্রীড়া করিতেছে। এই স্থির ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিখানি বহুকাল হইতেই সুকুমারের পূজার সামগ্রী হইয়াছিল,

সে প্রায়ই মনে মনে ভাবিত এই মূর্ত্তির পূজারী হওয়া সত্যই মহা ভাগ্যের কথা। ভগ্নির প্রশ্নে একটা ক্ষীণ হাসি বাসন্তীর মুখের উপর ভাসিয়া উঠিল, সুকুমারের মনে হইল সমস্ত জগতের বিনিময়েও বুঝি এ হাসিটুকু ক্রয় করা যায় না। বাসন্তী চারিদিকে যেন কতকটা বিষাদ হাসি গড়াইয়া দিয়া বলিল, "দেখ্‌বার আবার নেই, এর আগাগোড়াই দেখবার। এই সমুদ্রের দিকে চেয়ে আমার কি মনে হচ্ছে জানিস্, আমার মনে হচ্ছে ভগবানের বিরাট রূপও বোধ হয় এই রকম, আর এই রকম সূর্য্যের মত তাঁর প্রদীপ্ত চক্ষু। যে চোখে তিনি জগতের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত দেখতে পান।"

মাধবী মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল,—"দিদির ওই কেমন স্বভাব। ছোট জিনিষকে বড় বাড়িয়ে তোলে। আচ্ছা মাষ্টার মশাই, আপনি তো দিদির মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন, আচ্ছা বলুন তো আমার দিদির মুখের ওপর যে সৌন্দর্য্য ভাস্‌ছে তার চেয়ে কি এই সমুদ্রের ধারে সূর্য্যাস্তের শোভাটা বেশী।"

মাধবীর এই কথায় বাসন্তীর সমস্ত মুখখানি নিমিষের জন্য যেন একবার লাল হইয়া উঠিল। সুকুমার মহা ফাপরে পড়িয়া গেল। মাধবী যে সহসা এরূপ প্রশ্ন করিবে এ কথা তাহার চিন্তা করিবারও অবসর হয় নাই। সে একবার বাসন্তীর একবার মাধবীর মুখের দিকে চাহিয়া বার দুই মাথা চুলকাইয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "দুই অপূর্ব্বতার মধ্যে যে কোন্‌টী মহত্তর তার বিচার কর্ব্বার ক্ষমতা আমার নেই।

বাসন্তী ডাকিল,—"মাধবী !"

মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিল, "সত্যি যা তাই বলেছি। বলুন তো মাষ্টার মশাই আমি যা বল্লুম সে কথাটা সত্যি কি না ?"

সুকুমার কথাটায় জোর দিয়াই বলিল, "নিশ্চয়ই সত্য, আপনার ভগ্নির মুখখানি সত্যই অপূর্ব্ব। হাসি ও অশ্রুর এমন মেশামেশি, অমানিশির ও পূর্ণিমার এমন সংযোগ আমি শুধু আপনার ভগ্নির মুখের ওপরেই দেখ্‌তে পাই। আমার মনে হয় কি জানেন—"

বাসন্তীর চক্ষু ছল ছল করিতেছিল, নিজেকে সংযত করিয়া মাধবীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "আসুন মাষ্টার মহাশয়, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাড়ী ফিরতে হবে।

তখন সূর্য্য সমুদ্রের জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, গোধূলীর অন্ধকার যেন সমুদ্রের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া সমস্ত জগতের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বাসন্তীলতা আজ দুই দিন হইল পুরীতে আসিয়াছে। পুরীতে তাহারা যে বাটীখানি ভাড়া লইয়াছিল সে ঠিক সমুদ্রের গর্ভে বলিলেই হয়, বাটীর ছাদের উপর হইতে সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। বাসন্তীলতার প্রশ্নে সুকুমার মৃদুস্বরে কেবল মাত্র বলিল, "চলুন !"

বাসন্তীর সজোর আকর্ষণে মাধবী বাধা দিয়া বলিল, "দিদি, এর মধ্যে বাড়ী গিয়ে কি হবে ? ঐ দেখ ভাই কেমন চাঁদ উঠ্‌ছে,—

এখনি জ্যোৎস্না হবে। জ্যোৎস্নার আলো সমুদ্রের জলে পড়লে কেমন দেখতে হয় আজ ভাই দেখতে হবে। চ' ভাই সমুদ্রের চড়ার ওপর আজ বেড়িয়ে আসি।"

বাল বিধবার মনে কি হইতেছিল কে বলিবে ?

বাসন্তী কোন আপত্তি করিল না। তিন জনে ধীরে ধীরে সমুদ্রের চড়ার বালির উপর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

সহসা সুকুমারের কণ্ঠস্বরে বাসন্তী চমকাইয়া উঠিল।

সুকুমার মাধবীকে বলিতেছিল, "চলুন বাড়ী ফিরে যাই। আমার যেন পেটের ভিতর কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে।"

সুকুমারের কথায় বাসন্তী বিশেষ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিল, মহা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "যন্ত্রণা হচ্ছে, সেকি, এ রকম যন্ত্রণা কি মাঝে মাঝে আপনার হয় নাকি ?"

সুকুমার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কই না পূর্ব্বে ত কখনও হয়নি। আজ বিকেল থেকে কেমন যেন একটু যন্ত্রণা হচ্ছিল, এখন দেখ্ছি সেটা ক্রমেই বেড়ে উঠ্ছে।"

সুকুমারের মুখ চোখের উপর সেই যন্ত্রণার চিহ্ন সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাসন্তী তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। যন্ত্রণাটা যে সামান্য নহে তাহাও অনুমান করিতে বাসন্তীর অধিকক্ষণ বিলম্ব হইল না। সে বেশ বুঝিল যন্ত্রণা সামান্য হইলে মাষ্টার মহাশয় কখনই তাহা প্রকাশ করিবেন না। নিশ্চয়ই যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া

উঠিয়াছে। সে মহা ব্যস্ত ভাবে আবার বলিল, "চলুন,—বাড়ী যাই, আর দেরী করে কাজ নেই।"

সুকুমার মাধবীর প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। তখন তাহার যন্ত্রণাটা এমনি তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল, যে সে আর কিছুতেই তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। যন্ত্রণায় তাহার হাত পা সমস্তই যেন ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। বৈকাল হইতেই পেটের ভিতর কেমন যেন তাহার কন্‌কন্ ঝন্‌ঝন্ করিতেছিল। কিন্তু তখন যন্ত্রণাটা এরূপ অসহ্য হয় নাই। সে ভাবিয়াছিল কিছুক্ষণ বাহিরে ফাঁকা হাওয়ায় বেড়ালেই যন্ত্রণাটা কমিয়া যাইবে। একটু যে না কমিয়াছিল তাহাও নহে, কিন্তু সহসা সেটা এমনি তীব্র হইয়া উঠিয়াছে যে আর সহ্য করা যায় না। মাষ্টার মহাশয় যন্ত্রণায় যে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা তাহার মুখ চোখই প্রকাশ করিয়া দিতেছিল। কাজেই এ অবস্থায় সকলেই বাড়ী ফিরিবার জন্য বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বাসন্তী ও মাধবী উভয়েই বাড়ীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হইল। সুকুমার বাটীর দিকে অগ্রসর হইবার জন্য মহাকষ্টে কয়েক পদ অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না, সে যন্ত্রণায় একেবারে অস্থির হইয়া ধীরে ধীরে সেই বালির উপর বসিয়া পড়িল। মাষ্টার মহাশয়কে বালির উপর বসিতে দেখিয়া মাধবী ও বাসন্তী একেবারে ভয়ে ভাবনায়

দিশেহারা হইয়া গেল। তাহারা ক্ষুদ্র বালিকা, এক্ষণে কি করিবে না করিবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বাসন্তী বিশুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বড় কি কষ্ট হচ্ছে, বস্‌তে পারছেন না ?"

সুকুমার একটা বিহ্বল দৃষ্টি লইয়া বাসন্তীর মুখের দিকে চাহিল। চাঁদের আলো বাসন্তীর মুখের উপর পড়িয়াছে, সেই আলোয় সুকুমার স্পষ্ট দেখিল সেই মুখখানির উপর আজ যেন একটা চিন্তার রেখা গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। সে যন্ত্রণায় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "বড় কষ্ট হচ্ছে ? আপনি ব্যস্ত হবেন না, একটু-খানি বসে থাকলেই বোধ হয় যন্ত্রণাটা কম পড়বে।"

বাসন্তীর কিন্তু সে কথা প্রত্যয় হইল না,—সে মাধবীর দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "তুই ভাই এক ছুটে বাড়ী চলে যা, দারওয়ান্‌কে দিয়ে এখনি একখানা গাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌গে যা। এখানে এমন অবস্থায় আর দেড়ী করা কিছুতেই যায় না।"

ভগ্নীর মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই মাধবী বাটীর দিকে ছুটিতে যাইতে ছিল কিন্তু সুকুমার হাত তুলিয়া তাহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিল, "আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমি নিজেই যেতে পার্‌ব।"

সুকুমার উঠিতে চেষ্টা করিল কিন্তু যন্ত্রণায় তাহার পা দুইটা একেবারে শিথীল হইয়া পড়িয়াছিল। সে উঠিতে পারিল না। মাধবী তাড়াতাড়ি বলিল, "আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠুন দেখি, দেখুন যদি যেতে পারেন।"

সুকুমার মাধবীর স্কন্ধে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুকুমারের পদদ্বয় থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল, মাধবী বাসন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিল, "দিদি, একটু ধর না।"

বাসন্তীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। মাধবী কাতর স্বরে আবার বলিল, "দিদি মাষ্টার মশাইকে একবার ধর না।"

বাসন্তী ধীরে ধীরে আসিয়া সুকুমারের হাত ধরিল। সুকুমার দুই ভগ্নির স্কন্ধে ভর দিয়া এক পা এক পা করিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইল। কেন জানি না একখণ্ড কাল মেঘে তখন চাঁদ মুখ লুকাইয়া ছিল। কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইল না, কাহার মনে কি হইতেছিল কেহ জানিল না। অনন্ত সমুদ্রের কালো অন্ধকারের দিকে চাহিয়া প্রাণের ভিতর অনন্ত অন্ধকার পুরিয়া বাসন্তীর কেবলই মনে হইতেছিল "--কবে বিবাহ—কবে শেষ —এমন মধুর যামিনী কি আর আসিবে ?"

নবম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

দুই ভগ্নি সুকুমারকে লইয়া যখন বাটী আসিয়া পৌঁছিল, তখন সুকুমারের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দরদর করিয়া ঘাম ঝড়িতেছিল সুকুমার, একখানা আরাম কেদারার উপর শুইয়া পড়িল, দুই ভগ্নি ধীরে ধীরে তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। বাটীতে উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরে সুকুমারের একবার দাস্ত হইল সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার বমনও হইয়া গেল। তারপর হাত পায়ে খিল ধরিতে লাগিল। সুকুমার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কয়েকবার মাত্র হুঁ আঃ করিয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

পিসে মহাশয় ও পিসিমা তখনও বাড়ী ফেরেন নাই। বাড়ীতে চাকর দরওয়ান ছাড়া আর পুরুষ নাই। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মাধবী ভয়ে একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাসন্তী একেবারে স্থির গম্ভীর। বাসন্তী এখানে আসিয়াই শুনিয়াছিল যে তাহাদের বাটীর অতি নিকটেই একজন ডাক্তার বাস করেন। সে তখনই একজন দারওয়ানকে ডাক্তারবাবুকে আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। মাধবী সুকুমারের শিহরের নিকটে একেবারে

স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার সমস্ত বুকটা যেন গুর্ গুর্ করিয়া উঠিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল যমরাজের সেই কাল মহিষটা যেন তাহার চারি পার্শ্বে ফোস্ ফোস্ করিতেছে।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিশেষ ভাবে রোগীকে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "রোগ সাংঘাতিক বলেই আমার মনে হয়। আমার মতে প্রেসন্ন বাবুকে একবার আনা উচিত। তিনি প্রবীণ লোক, আর এ সব চিকিৎসায় তাঁর খ্যাতিও যথেষ্ট। এ সব রোগে আমার মনে হয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই ভালো।"

ডাক্তার বাবু তাঁহার ন্যায্য পারিশ্রমিক লইয়া বিদায় হইলেন। দরোয়ান আবার প্রসন্ন বাবুকে ডাকিতে ছুটিল। এদিকে রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে আরোও খারাপ হইয়া পড়িতে লাগিল। বাসন্তী অতি কষ্টে মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার সমস্ত বুকটা ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইতেছিল।

প্রসন্ন ডাক্তার আসিলেন। ডাক্তার বাবুর বয়সটা রীতিমতই ভারি হইয়াছে। মাথার চুল গোঁপ সমস্তই সাদা। দেখিলেই বেশ বিজ্ঞ লোক বলিয়া মনে হয়। নাকে সোনার চশমা। পরিধানে থান কাপড়, অঙ্গে একটী লঙ ক্লথের পাঞ্জাবী, স্কন্ধের উপর একখানা সাদা আলোয়ান। হাতে একটা মোটা বাঁশের লাঠী। তিনি আসিয়া

রোগ শয্যার পার্শ্বে বসিবামাত্র বাসন্তীর প্রাণের ভিতর কেমন যেন একটা সাহসের সঞ্চার হইতে লাগিল। তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া এতটুকু হইয়া পড়িয়াছিল, আবার যেন নড়িয়া চড়িয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিল।

প্রসন্ন ডাক্তার রোগীর আপাদ মস্তক কিছুক্ষণ তীব্র ভাবে লক্ষ করিবার পর, নাড়ীটা পরীক্ষা করিবার জন্য ধীরে ধীরে রোগীর হাতখানি তুলিয়া লইলেন। তিনি প্রায় দশ মিনিট কাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আমি ভয়ের তো কোন বিশেষ কারণ দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। যে সব লক্ষণ হ'লে ভয়ের কারণ হয় সে সব কো। লক্ষণই দেখিনা, কোন ভয় নেই। দু'টো ওষুধ আমি দিয়ে যাচ্ছি, এই ওষুধ দু'টো পোনর মিনিট অন্তর অন্তর পর্য্যায়ক্রমে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত খাওয়াবেন। এর মধ্যে যদি বিশেষ কিছু হয় তবে আমায় খবর দেবেন।"

বাসন্তী ও মাধবী সুকুমারের শিয়রের নিকট বসিয়াছিল। ডাক্তার বাবুর কথায় সে যেন নিবিড় অন্ধকারের ভিতর ক্ষীণ একটু আলো দেখিতে পাইল। ডাক্তার বাবু নীরব হইবামাত্র সে মাধবীর কাণের নিকট মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি বলিল। মাধবী ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি বল্‌ছেন আপনাকে আজ রাত্রে এখানে থাক্‌তে হবে। তার জন্যে আপনার যাই পারিশ্রমিক হউক তা আপনি নিশ্চয়ই পাবেন।"

প্রসন্ন বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "থাকবার আমার কোন প্রয়োজন নেই। মা তোমরা যত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ তত ব্যস্ত হবার তো কিছু নেই। একটা কাঁচের গ্লাস দাও আমি এক ফোঁটা ওষুধ খাইয়ে দিই। কোন ভয় নেই। তবে মা, তোমরা নেহাত ছেলে মানুষ, তারপর এই রোগটা শুনলেই প্রাণটা কেমন আৎকে ওঠে তাই এত ভয় পেয়েছ, নইলে এতে ভয়ের এমন বিশেষ কিছু নেই।"

মাধবী যাইয়া একটা ক্ষুদ্র কাঁচের গ্লাস আনিয়া ডাক্তার বাবুর হস্তে দিল। ডাক্তার বাবু জামার পকেট হইতে একটী শিশি বাহির করিয়া তাহা হইতে এক ফোঁটা ওষুধ গ্লাসে ঢালিয়া ধীরে ধীরে তাহা সুকুমারের মুখে ঢালিয়া দিলেন। ঔষধ গলধঃকরণ হইল কিনা তাহা ঠিক বুঝা গেল না কিন্তু ডাক্তার বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না কোন ভয় নেই, এখনও গেলবার ক্ষমতা রয়েছে। ও সব রোগী কখনই মরে না।"

ডাক্তার বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি পকেট হইতে দুইটা শিশি বাহির করিয়া বলিলেন, "নেও মা, এই দুটো ওষুধ। পনের মিনিট অন্তর অন্তর এক একটা খাওয়াবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমার ওষুধের ফল বুঝতে পার্ব্বে। আমি এখন চল্লুম, ঘণ্টা দুই পরে আবার আমি আসবো এখন, যদি তখন প্রয়োজন হয় সমস্ত রাত্রিই থাকবো। তবে আমার যতদূর বিশ্বাস সেরূপ প্রয়োজন হবে না।

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন, মাধবী তাহার দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি ডাক্তার বাবু যা বল্লেন তাই ঠিক, আমার মনে হয় কোন ভয় নেই।"

বাসন্তী কোন কথা কহিল না মনে মনে বলিল, "ভগবান যেন তাই করেন।"

রুক্মিণী আসিয়া সংবাদ দিল, "ছোট দিদিমণি, পিসিমা তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

মাধবী বিরক্ত স্বরে উত্তর দিল, বল্‌গে যা ছোট দিদিমণি এখন আস্‌তে পার্ব্বে না।"

বাসন্তী বাধা দিয়া বলিল, "যা শুনে আয়গে পিসিমা কি বল্‌ছেন, আর অমনি যা পারিস্ খেয়ে আয়গে।"

মাধবী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না দিদিমণি আমি কিছু খাব না, আমার খেতে ইচ্ছে নেই।"

বাসন্তী মৃদু স্বরে বলিল, "তা কি হয়, যা পারিস্ খেয়ে আয়গে, শুন্‌লিতো ডাক্তার বাবু কি বলে গেলেন।"

দিদির কথার উত্তরে মাধবী বলিল, "তাহ'লে দিদিমণি তুমি যাও, খেয়ে এসগে, তুমি এলে তারপর আমি যাব।"

বাসন্তীর তর্ক করিবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা তখন একেবারেই ছিল না। সে আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে উঠিতে যাইতেছিল, সেই সময় রুক্মিণী বেশ একটু ভারি গলায় বলিয়া উঠিল, "দিদিমণি,

পিসিমার কি অনাচ্ছিষ্টি ভয়গো বাছা। মাষ্টার মশয়ের ব্যামোর কথা শুইন্যা থেকে এদিকে আর এ্যালেন না, সেই বারাণ্ডায় বইস্যাই আছেন। একদিন তো যাতেই হবে তার আবার ভয় কিসের গো?"

রুক্মিণীর কথায় কেহই কিছু বলিল না, দুই ভগ্নিই মুখ তুলিয়া একবার রুক্মিণীর মুখের দিকে চাহিল।

* * * *

পিসিমা ও পিসে মহাশয় মন্দিরে বসিয়াছিলেন, বাড়ী যখন ফিরিলেন তখন কাছারীর ঘড়িতে টন্‌টন্ করিবা আটটা বাজিতেছে। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা বেশ একটু চঞ্চলতা অনুভব করিলেন। বাড়ীর চাকর বাকর, দাস দাসী সকলেই ছুটাছুটি করিতেছে, সকলেই যেন সব ব্যস্ত—ব্যাপার কি? তিনি বাড়ী ঢুকিয়া সম্মুখে যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? তোরা এমন ছুটাছুটি কচ্ছিস্ কেন?"

ভৃত্য উত্তরে বলিল, "মাষ্টার মশয়ের কলেরা হয়েছে।"

কলেরা হয়েছে! সর্ব্বনাশ! পিসে মহাশয় ও পিসিমার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত ভয়ে যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে তাঁহাদের যেন আর পা উঠিতে চাহিতে ছিল না। কিন্তু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ না করিলেও নয়। যে অঞ্চলে মাষ্টার মশাই ছিল তাঁহারা সে অঞ্চল দিয়া না গিয়া একেবারে বাড়ীর পশ্চাৎ দিককার বারাণ্ডায় গিয়া উঠিয়াছিলেন। পিসে মহাশয় তো দুই

তিনটা ঢেকুর তুলিয়া বার দুই তারা তারা করিয়া বিছানা লইয়াছিলেন কিন্তু পিসিমার অবস্থা ততটা সাংঘাতিক হইয়া দাড়ায় নাই, তিনি সেই বারাণ্ডায় বসিয়া বিড় বিড় করিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছিলেন, আর একটু কোথায় শব্দ হইবামাত্র তিনি কেবলই বলিতেছিলেন, "ওরে কে যাচ্ছিস্, একবার মাধবীকে ডেকে দিয়ে যা দিকি। এমন হারামজাদা মেয়েও আমি কস্মিন্‌কালে দেখিনি। যে রোগের নাম মুখে আন্‌তে নেই সেই রোগের কাছে মানুষ আবার থাকে? ওরে কে আছিস্ একবার ডেকে দিয়ে যানা রে, পোড়া মেয়ের কি কোন বুদ্ধি নেই। অত বড় মেয়ে হ'লো, আর বুদ্ধি শুদ্ধি কবে হবে। ওরে কে আছিস্ একবার ডেকে দিয়ে যানারে।"

বাসন্তী আহার করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু এ অবস্থায় মানুষ আহার করিতে পারে না, সে সামান্য কিছু মুখে দিয়া মাধবীকে পাঠাইয়া দিবার জন্য চিন্তিত মনে যাইতেছিল, সেই সময় পিসিমার গোঙানী স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। পিসিমার আবার কি হইল, তিনি অমন করিতেছেন কেন সেইটুকু জানিয়া যাইবার জন্য সে ধীরে ধীরে আসিয়া পিসিমার সম্মুখে দাঁড়াইল। পিসিমা বাড়ী ফিরিয়া পর্য্যন্ত কাহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া মেয়ে দুইটীর আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন, এতক্ষণ তিনি কোন ক্রমে চুপ করিয়াছিলেন, কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না একবার মড়া কান্না

তুলিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন সেই সময় বাসন্তীকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া তিনি বেশ একটু হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "বলি হ্যালা তোদের কি একটু ভয় ডরও নেই। যে রোগের নাম কেউ মুখে আনে না তোরা কিনা সেই রোগ ছোয়া নেপা কচ্ছিস্। মাষ্টার তোদের সাত পুরুষের কে, তার জন্যে সাত গুষ্টিকে যমের বাড়ী না পাঠিয়ে তোরা দেখ্ছি ছাড়্বিনি। এমন অলুক্ষণে মাষ্টার তো বাবু কখন দেখিনি—সাত গুষ্টিকে না খেয়ে ওকি যাবে? এখন ভালো কথা বল্ছি শোন, একখানা পাল্কি ডাকিয়ে এখনি একজন দরোয়ান সঙ্গে দিয়ে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দে। ও রোগ হ'লে আবার কেউ লোকজনকে বাড়ীতে রাখে সকলেই তো হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। দে এখনি হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দে। আর সে ছুঁড়ি গেল কোথায়, তার বুঝি আর মরণ ডরও নেই। এমন লক্ষ্মীছাড়া মেয়েও হয়।"

বাসন্তী স্তব্ধ হইয়া পিসিমার কথাগুলি শুনিতে ছিল। কথাগুলি যতই তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল ততই তাহার দেহের প্রতি শিরা অনুশিরা পর্য্যন্ত যেন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে ছিল। পিসিমা নীরব হইবামাত্র সে একটা তীব্র দৃষ্টিতে পিসিমার মুখের দিকে চাহিল। পিসিমা সে দৃষ্টির অর্থে কি বুঝিলেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। তিনি আবার নাকি সুরে বলিলেন, "তা বাছা, তুমি রাগই কর আর যাই কর তোমার ওই এক মাষ্টারের জন্যে

আমি তো আর আমার সাত গুষ্টিকে যমের বাড়ী পাঠাতে পারিনি। মাষ্টার হল পর, তার জন্যে এত কি বাছা? হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলুম, ব্যস্ চুকে গেল,—তা নয় সকল বাড়াবাড়ি।"

মাষ্টার—পর! পর শব্দটা তথন যেন একটা রুদ্র মূর্ত্তি ধরিয়া বাসন্তীর কর্ণে ঝঙ্কার দিতে ছিল। পর কি আপন সে সমস্যার মীমাংসা করিবার তথন আর তাহার অবসর ছিল না,—সে পিসিমার কথার উত্তরে অতি গম্ভীর স্বরে বলিল, "পিসিমা, আমি তো একবারও বলিনি, তোমাদের সাত গুষ্টিকে যমের বাড়ীতে যেতে। তবে এটা স্থির আমি যতক্ষণ বেচে আছি ততক্ষণ মাষ্টার মশাই হাঁসপাতালে যাবেন না। তোমরা ইচ্ছা কল্লে এথনি কল্‌কাতায় চলে যেতে পারো, আমার কোন আপত্তি নেই,—আমি এথনি তার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। মাষ্টার মশাই তোমাদের পর হতে পারে কিন্তু আমার—"

বাসন্তী আবেগে আর একটু হইলেই কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছিল আর কি,—কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলাইয়া লইল। তাহার বুকের সমস্ত রক্ত তথন একেবারে তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছিল। সে আর তথায় এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না দ্রুতপদে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। পিসিমা এরূপ কথা বাসন্তীর মুখ হইতে শুনিবার আশা করেন নাই,—তিনি মুখখানা বেশ বিকৃত করিয়া মনে মনে বলিলেন, "আজ কালকার মেয়েদের মোটেই বিশ্বাস নেই।"

বাসন্তী সুকুমার যে ঘরে শুইয়াছিল ধীরে ধীরে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। তখনও সে নিজেকে সামলাইতে পারে নাই,—তখনও তাহার বুক সবলে স্পন্দিত হইতেছিল। সে নীরবে সুকুমারের শিয়রের নিকট বসিয়া তাহার মাথায় বাতাস করিতেছিল, দিদিকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে মৃদু স্বরে বলিল, "দিদি, মাষ্টার মশায়ের অবস্থা এখন একটু ভাল বলে বোধ হচ্ছে, একটু নড়ছেন চড়ছেন।"

বাসন্তী সে কথার কোন উত্তর দিল না,—সে তখন নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া ছিল, মৃদু স্বরে বলিল, "মাধবী, তুই এখান থেকে যা। এ রোগ তো ভাল নয়, তোর এখানে থাকা উচিত নয়। পিসিমার কাছে যা, তিনি বোধ হয় এখানে আর থাকতে রাজি নন। তোরা না হয় আজ রাত্রেই একেবারে চলে যা।"

বাসন্তীর কথায় মাধবীর চোখ দুইটী ছল্ ছল্ করিয়া উঠিয়াছিল, সে মিনতি পূর্ণ স্বরে বলিল, "দিদি, তুই কি পিসিমাকে চিনিস্নি যে তার কথায় তুই অভিমান করিস! মাষ্টার মশায়ের এই অসুখ তোকে একলা ফেলে আমি চলে যাব! না দিদি তুই আমায় তাড়িয়ে দিস্নি।"

কথাটা বলিতে বলিতে দুই ফোঁটা অশ্রুজল মাধবীর গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। সে একটা কাতর দৃষ্টি লইয়া বাসন্তীর মুখের দিকে চাহিল। বাসন্তী একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অঞ্চলে

ভগ্নির অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "মাধবী, মাষ্টার মশাইকে পর ভাবিস্ নি।"

প্রসন্ন ডাক্তার যাহা বলিয়া গেলেন ঘটিলও তাহাই,—ডাক্তার বাবুর বিদায়ের কিছুক্ষণ পর হইতেই রোগীর অবস্থা ক্রমেই পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। বাসন্তীর অনেক অনুরোধে শেষ রাত্রে মাধবী ঘুমাইয়া ছিল, কিন্তু বাসন্তী নিদ্রিত হয় নাই, সে একদৃষ্টে সুকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল।

শেষ রাত্রে সুকুমারের জ্ঞান হইল। সে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কোথায় ?"

বাসন্তী তাড়াতাড়ি বলিল, "আপনি বাড়ীতে আছেন, কোন ভয় নাই। মাষ্টার মশাই, এখন আর কোন কষ্ট নেই ?"

সুকুমার ব্যাকুল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বাসন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণ স্বরে আবার বলিল, "আপনি—তুমি—কে বাসন্তী—আমি বাঁচবো তো ?"

বাসন্তী তাড়াতাড়ি আবার বলিল, "কোন ভয় নেই। আমি কাল রাত্রেই আপনার পিতাকে টেলিগ্রাম করেছি। তিনি কাল না হয় পরশু নিশ্চয়ই এসে পড়বেন।"

সুকুমার ব্যাকুল দৃষ্টিতে বাসন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল,—বাসন্তী সে দৃষ্টির সম্মুখে দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিল না—মস্তক অবনত করিল। সুকুমার একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

দশম পরিচ্ছেদ

—:*:—

নিশা অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাকাশ অরুণরাগ-রেখায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বায়সগণ কা কা রবে প্রভাত বর্ণনা সুরু করিয়া দিল। মাধবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে দুই চক্ষু রগড়াইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল, তাহার দিদি যখন সে নিদ্রিত হইয়াছিল তখন যেমন মাষ্টার মহাশয়ের শিয়রের নিকট বসিয়া ছিল এখনও ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া আছে। মাধবী একটা হাই তুলিয়া বলিল, "দিদি, তুই এই সারা রাতটার ভেতর একবার একটু শুলিনি,—এইবার তো ভোর হইয়াছে এইবার আমি বসি। মাষ্টার মশাই এখন কেমন আছেন?"

সারা রাত বিনিদ্রিত ভাবে কাটিয়া গিয়াছে. কাজেই ভোরের হাওয়া বহিবার সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তীর চক্ষের পল্লব দুইটী বুজিয়া আসিতে ছিল। সে তাহার সমস্ত দেহটাকে যেন একটু ঝাঁকি দিয়া বলিল, "মাষ্টার মশাই ভালোই আছেন।"

"নে তুই যা একটু শুগে যা," বলিয়া মাধবী আসিয়া সুকুমারের শিয়রের নিকট বসিল। সুকুমার তখন নিদ্রা যাইতে ছিল।

ব্যাধির যে করাল ছায়া তাহার মুখের উপর কালো হইয়া উঠিয়াছিল এখন আর সেটা তত নাই। তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস বেশ সরল ভাবেই বহিতেছিল। মাধবী সুকুমারের মাথার নিকট বসিবামাত্র বাসন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল, নিদ্রায় তাহার চক্ষু দুইটী এমনই জড়াইয়া যাইতে ছিল যে তাহার আর বসিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গবাক্ষের ধারে দাঁড়াইয়া, জানালা ঈষৎ উন্মুক্ত করিল। তখন বাহিরে বেশ আলো হইয়া ছিল,—গবাক্ষ উন্মুক্ত হইবামাত্র ভোরের আলো জানালার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতর যেন উঁকি দিতে আরম্ভ করিল। সে জানালায় দাঁড়াইলে জগন্নাথের মন্দির দেখা যায়। জানালা খুলিবামাত্র বাসন্তীর দৃষ্টি জগন্নাথের মন্দিরের উপর পতিত হইল,—সে ভক্তিভরে সেই মন্দিরের দেবতার উদ্দেশ্যে জোড়হস্তে প্রণাম করিল। মনে মনে বলিল, "হে ঠাকুর আমার হৃদয় দৃঢ় করো।"

বাসন্তী কিছুক্ষণ মন্দিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আবার জানালাটী বন্ধ করিয়া দিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে ছিল সেই সময় তাহাদের বহু পুরাতন বৃদ্ধ দরওয়ান আসিয়া সংবাদ দিল, "দিদি-মা ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

বাসন্তী দরওয়ানের দিকে না চাহিয়াই বলিল, "উপরে নিয়ে এস।"

ডাক্তারবাবু উপরে আসিলেন,—তিনি নিঃশব্দে যাইয়া রোগীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার হাতখানি তুলিয়া নাড়ী দেখিলেন এবং আশ্বস্ত

হইয়া বলিলেন, "ইনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। যতক্ষণ ঘুম না ভাঙ্গে ততক্ষণ আর কোন ওষুধের প্রয়োজন নেই। ঘুম ভাঙ্গলে—"

ডাক্তারবাবু রোগীর ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। বাসন্তী মাধবীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি স্নান করে পূজাটা সেরে আসিগে যাই।"

মাধবী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যাও।"

* * * * * *

রোগটা যেমন সহসা সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সেইরূপ আবার অতি শীঘ্রই সরল হইয়া পড়িল। সুকুমারের যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন তাহার দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু রোগটা এক রাত্রের দাপটেই তাহাকে এমনি কাহিল করিয়া দিয়া গিয়াছে যে তাহার শরীরে যেন আর কিছুই নাই। সে চোখ চাহিয়া দেখিল, মাধবী তাহার শিয়রের নিকটে আর বাসন্তী তাহার সম্মুখে মেঝের উপর বসিয়া রহিয়াছে। সুকুমার একবার বাসন্তীর একবার মাধবীর মুখের দিকে চাহিল—এই দুই ভগ্নির যত্নেই যে সে কালের কোল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

সুকুমার কিছুক্ষণ বিহ্বল ভাবে মাধবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "আর আমি শুতে পাচ্ছি নি, আমায় একটু উঠিয়ে বসিয়ে দিন।"

মাধবী সুকুমারের হাতখানা ধরিলে সুকুমার মাধবীর স্কন্ধের

উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সে উঠিয়া বসিল বটে কিন্তু এখনও তাহার সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে ছিল। বাসন্তী মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টার মশাই, পেটের আর কি যন্ত্রণা আছে ?"

সুকুমার ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "না আর যন্ত্রণা নেই, তবে যেন বড় দুর্ব্বল বলে বোধ হচ্ছে। আমি যে আর বাঁচবো সে আশা আর আমার ছিল না। কেবল আপনাদের যত্নেই আমি এ জীবন ফিরে পেয়েছি। আমি দরিদ্র,—আপনাদের দুই ভগ্নির কাছে চির জীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকা ব্যতীত এ ঋণশোধ করবার আর আমার কোন উপায় নেই।"

বাসন্তী মাধবীর সেই নূতন ঔষধটা মাষ্টার মহাশয়কে এক কোঁটা খাওয়াইয়া দিতে বলিয়া সুকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মাষ্টার মশাই, আপনার দুর্ব্বল শরীর এ সময় বেশী কথা কওয়া উচিত নয়।"

সে মুখ তুলিয়া বাসন্তীর মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে আবার শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

* * * * * * *

রামজীবনবাবু যথা সময়েই বাসন্তীর টেলিগ্রাম পাইয়া ছিলেন। পুত্রের এরূপ সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া কোন পিতাই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না! তিনি টেলিগ্রাম পাইবামাত্রই রওনা

হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু তথাপি তিনি যে দিন আসিয়া পুরীধামে পৌছিলেন, সেই দিনই সুকুমার পথ্য পাইয়াছে। সে বাহিরের ঘরে বসিয়া একখানা মাসিক পত্র উল্‌টাইতে ছিল, সেই সময় তাহার পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামজীবনবাবু যে কি চিন্তা লইয়া যে আসিতে ছিলেন তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়াই পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পিতাকে দেখিয়া সুকুমার বিশেষ বিস্মিত হয় নাই, সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল যে তাহার ব্যাধির কথা তাহার পিতাকে টেলিগ্রাম করা হইয়াছে। পিতাকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া সুকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল কিন্তু তখনও সে এত দুর্ব্বল যে উঠিয়া দাঁড়াইতে পদদ্বয় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। রামজীবনবাবু পুত্রের চেহারা দেখিয়াই বুঝিলেন যে ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে পুত্র এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছে। তিনি সুকুমারকে দাঁড়াইতে দেখিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, "তোমায় উঠ্‌তে হবে না,—বোস বোস। তারপর এখন কি রকম আছ। আমি তোমার রোগের টেলিগ্রাম পেয়েই বেরিয়ে পড়েছি। বাড়ীতে কান্নাকাটা পড়ে গেছে। জগদম্বার কৃপায় তুমি যে রক্ষা পেয়েছ এই যথেষ্ট। বাড়ীতে আমায় এখনি একখানা টেলিগ্রাম করে দিতে হবে।"

রামজীবনবাবু একখানা চেয়ার দখল করিয়া পুত্রের সম্মুখে

বসিলেন। তিনি জানিতেন তাঁহার পুত্র কলিকাতায় এক ধনীর কন্যাকে সংস্কৃত পড়ায়। কিন্তু তাহারা যে এত বড় ধনী, তাহা তিনি জানিতেন না। লোক লস্কর, আসবাব পত্র বাটীর মালিক যে রীতিমত ধনবান্ চারি দিকে তাহারই পরিচয় দিতেছে। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া সবে মাত্র চেয়ারে উপবেশন করিয়াছেন,—ভৃত্য গড়গড়ায় তামাক লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। সে গড়গড়াটা রামজীবনবাবুর সম্মুখে রাখিয়া নলটা তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। দুই দিন ট্রেণে ভাবনায় চিন্তায় ক্রমাগত বিড়ি খাইয়া রামজীবনবাবুর সমস্ত দেহটা যেন কেমন বেয়াড়া রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তামাকুর গন্ধ নাকে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যেন নব জীবন ফিরিয়া আসিল। তিনি গড়গড়ার নলটায় পাঁচ ছ'টা জুতসই রকম টান দিয়া আবার বলিলেন, "এদের আদব কায়দা দেখ্‌লে বেশ বড় লোক ব'লে মনে হয়। বাড়ীর মালিক কোথায়—তিনিও তো এখানে আছেন? তুমি যে বিধবা মেয়েটীকে পড়াও তার বয়স কত?"

শুকুমার পিতার সম্মুখে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল। সে জগতে পিতাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিত। এত বড় হইয়াছে, এম, এ, পাশ করিয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে কখনও পিতার সম্মুখে মুখ তুলিয়া কথা কয় নাই। সে সেই ভাবেই পিতার কথার

উত্তরে মৃদু স্বরে বলিল, "আমি যাকে পড়াই তিনিই এখন মালিক। তাঁর পিতার আর অন্য কোন সন্তান নাই। তিনিই তার একমাত্র কন্যা। বিবাহের পরেই তার স্বামীর মৃত্যু হয়। এখন তাঁর বয়স ১৮ বৎসর হইবে।"

রামজীবনবাবু বিভোর হইয়া তামাক খাইতে ছিলেন। তিনি মুখ হইতে গড়গড়ার নলটা বাহির করিয়া মুখখানা রীতিমত ভাবি করিয়া বলিলেন, "তাহ'লে তো বড় দুঃখের কথা। জগদম্বার যে কি ইচ্ছা তা তিনিই জানেন।"

মাষ্টার মশায়ের পিতা যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন সে খবর বাসন্তীর নিকট পৌঁছিয়াছিল। সে তাঁহার স্নান আহারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখনই সে তাহার স্নানের জন্য তৈল, গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি বাহিরে পাঠাইয়া দিল। ভৃত্যকে তৈল গামছা প্রভৃতি লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি বেশ একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি আসিবার সময় কত চিন্তাই না করিয়াছিলেন,—বিদেশে পরের বাড়ীতে না জানি কত কষ্টই না পাইতে হইবে। কিন্তু তিনি আসিয়া পৌঁছিতে না পৌঁছিতে এই-রূপ বন্দোবস্ত দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে ছিলেন, "না ছেলেটা আছে বেশ, জগদম্বার ইচ্ছা।"

গৃহের এক পার্শ্বে একটী টিপয় ছিল, ভৃত্য তৈল, গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি তাহার উপর রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "বাবুর

স্নানের জল দেওয়া হয়েছে। দিদিবাবু বল্‌লেন, বাবুর দুই দিন ট্রেণে স্নান আহার কিছু হয়নি, শিগ্‌গির স্নান আহার কর্ত্তে।"

সুকুমার ভৃত্যের কথার উত্তরে বলিল, "বল্‌গে যা বাবু স্নান কর্ত্তে যাচ্ছেন।"

ভৃত্য গৃহের বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইল। রামজীবনবাবু জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "তোমার ছাত্রীটী তো দেখ্‌ছি বড় ভালো। এমন মেয়ের অদৃষ্টেও এমন হয়, জগদম্বার ইচ্ছে।"

রামজীবনবাবু স্নান শেষ করিয়া উপরে আহার করিতে বসিলেন। উপরে সিড়ির পার্শ্বের গৃহে তাঁহার আহারের স্থান হইয়াছিল। তিনি ও সুকুমার সেই গৃহের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, দুইটী বালিকা তাহার আহারের স্থানের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। একটী বিধবা, একটী কুমারী। বালিকা দুইটীর মধ্যে কোনটী যে তাঁহার পুত্রের ছাত্রী তাহা বুঝিতে রামজীবনবাবুর বিলম্ব হইল না। তিনি ধীরে ধীরে যাইয়া আসনের উপরে উপবিষ্ট হইতে যাইতেছিলেন, সেই সময় বাসন্তী আসিয়া মস্তক নীচু করিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। তিনি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "মা, তোমায় আর কি আশীর্ব্বাদ কর্ব্বো, শুধু এই আশীর্ব্বাদ করি যেন তোমার ধর্ম্মে মতি থাকে।"

বাসন্তীর পরেই মাধবী আসিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল, তিনি মৃদু স্বরে আবার বলিলেন, "তোমায় মা এই আশীর্ব্বাদ করি, তোমার যেন একটী মনের মত বর হয়।"

মাধবীর সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিল।

রামজীবনবাবু আহারে বসিলেন, তাঁহার আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এই সময় তিনি মুখ তুলিয়া দুই ভগ্নির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা, আজ রাত্রেই আমি সুকুকে নিয়ে দেশে ফিরে যাব। বুঝ্‌তেই তো পাচ্ছ বাড়ীর সকলে ওর জন্যে একেবারে অস্থির হয়ে আছে। সুকুর মুখে শুন্‌লেম তোমাদের দু'জনের যত্নেই সুকুমার প্রাণ পেয়েছে, আমার ছেলে মা অকৃতজ্ঞ নয়, চির দিনের জন্য সে তোমাদেরই কেনা হয়ে রইলো।"

দুই ভগ্নির কেহই কথা কহিতে পারিল না। উভয়েই নীরবে অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল।

রাত্রে সুকুমার তাহাদের নিকট বিদায় লইবার জন্য উপরে আসিল। উপরে দুই ভগ্নি তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। সুকুমার উপরে আসিয়া দেখিল আজ বাসন্তীর বিষাদমাখা মুখখানি আরো যেন বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে,—মাধবীর মুখেও আর সে খিল্ খিল্ হাসি নাই, তাহাও আজ মলিন। সুকুমার দুই ভগ্নির নিকটে আসিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এলুম, যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে।"

মাধবী মৃদু স্বরে বলিল, "আপনি আমাদেরই ত কেনা রইলেন, যখন দরকার হয় তলব করিব। বাড়ী পৌঁছে যেন চিঠি লিখ্‌তে ভুলবেন না।"

বাসন্তী হাসিয়া বলিল, "এখনি তলব।"

সুকুমার মৃদু হাসিয়া মাথা হেঁট করিল।

বাসন্তী অঞ্চল হইতে পাঁচ শত টাকার পাঁচখানি নোট বাহির করিয়া সুকুমারের হাতে দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল, "এই যৎ সামান্য গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করুন। আপনি বাড়ী যাচ্ছেন, আপনাকে বাধা দিতে পারিনি। আর দেশে গিয়ে আমাদের যেন একেবারে ভুলে যাবেন না।"

সুকুমার মহা বিচলিত স্বরে বলিল, "আপনাদের ভুল্‌বো? ভগবানের কাছে শুধু এই প্রার্থনা করি তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়। একেই আমি আপনাদের কাছে ঋণে আবদ্ধ আর টাকা দিয়ে অধিক ঋণী করবেন না।"

বাসন্তী মৃদু স্বরে বলিল, "এই সামান্য গুরুদক্ষিণা নিতে কাতর হবেন না, এতে যদি না বলেন তাহ'লে আমার বড় কষ্ট হবে।"

সুকুমার আর না বলিতে পারিল না, বাসন্তীর হস্ত হইতে নোট ক'খানি গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। যতক্ষণ না সুকুমার দৃষ্টির অন্তরালে গিয়াছিল, বাসন্তী ও মাধবী সজলনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

পরে বাসন্তী ডাকিল, "মাধবী"—

মাধবী বলিল, "চল।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ছয়মাসের পরের ঘটনা। কলিকাতা ম্যাকেনজি লায়েলের (নীলাম আফিসের) বড় সাহেব একমনে তাহার অফিস কাম্‌রায় বসিয়া ফাইলের পর ফাইল নাড়িয়া দেখিয়া তাহার উপর একটা লাল মোটা উড্ পেন্‌সিল দিয়া ধীরে ধীরে মন্তব্য লিখিতেছিলেন। তাঁহার টেবিলের চারিপার্শ্বে রাশিকৃত ফাইল এলোথেলো হইয়া রহিয়াছে, বড় সাহেব এক মনে কাজ করিতেছিলেন, পার্শ্বে তাঁহার মেম-সাহেব চেয়ারে বসিয়া একখানি ক্যাটালগ দেখিতেছেন। সেই সময় গৃহের দরজার বাহির হইতে ছোট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি ভিতরে যেতে পারি?"

ছোট সাহেবের স্বর শুনিয়া মেমসাহেব দরজার দিকে চাহিলেন, এবং বড় সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই।"

ছোট সাহেব গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স নিতান্তই অল্প, তিনি এই আফিসে সম্প্রতি প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি বড় সাহেবের টেবিলের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "একটা হাসির ব্যাপার দাঁড়িয়েছে।"

বড় সাহেব তাঁহার হস্তস্থিত পেনসিলটা টেবিলের উপর রাখিয়া পকেট হইতে একটা প্রকাণ্ড মোটা বর্ম্মা চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে করিতে বলিলেন, "ব্যাপার কি? নতুন কিছু?"

ছোট সাহেব ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "আমার তো সেই রকম বলে মনে হয়। সেই যে সেদিন নীলামের জন্যে একটা বর এসেছে তাকে কোন্ তালিকা ভুক্ত কর্ব্বো! তার নীলামের তারিখ হ'লো কাল।"

মেম সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া ছোট সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বড় সাহেব চুরুটটা মুখ হইতে নামাইয়া দাত দিয়া একবার ঠোঁট্টা চাপিয়া ধরিয়া মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "ও সেই বর! তার কি কালই নীলামের দিন নাকি?

ছোট সাহেব ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হুঁ, কালই তার নীলামের দিন। পশু তালিকা ভুক্ত কর্ব্বো, না জহরত তালিকা ভুক্ত কর্ব্বো, না বাসন কোসনের ভেতরে ফেল্‌বো, না সৌখিন দ্রব্যের মধ্যে ফেল্‌বো, না বাইসিকেল গাড়ীর ভেতর ফেল্‌বো, না গৃহ আসবাবের ভেতর ফেল্‌বো? বর ইতি পূর্ব্বে কখন নীলেম হ'তে আসেনি কাজেই ওটা কোন্ তালিকা ভুক্ত হবে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনি।"

ছোট সাহেবের কথায় বড় সাহেবের মুখের উপর বেশ একটা চিন্তার রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তিনি তাহার হস্তস্থিত সেই ছোট মোটা চুরুটটায় একটা বড় রকম টান দিয়া খুব খানিকটা ধোঁয়া

ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "হুঁ, মুস্কিলের কথা বটে। বরের চেয়েও প্রয়োজনীয় হচ্ছে পশু ; কাজেই ওকে পশু তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে না। আর বরের ভিতর সৌখিনত্ব কিছুই নাই কাজেই সৌখীন দ্রব্যের ভিতর ফেলা যায় না। গাড়ী বাইসিকেলের ওসব তালিকায় যেতেই পারে না। আর জহরতের ভেতর কেমন করে ফেল্‌বে ?—বরতো আর হীরে পান্না মুক্তার মত দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী নয়। বরং তুমি বাসন কোসন তালিকা ভুক্ত কর্ত্তে পারো। "কি বলো ডিয়ার" বলিয়া মেমসাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন।

মেমসাহেব হাসির লহরী তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না, তা হতে পারে না—বর বাসন কোসনের ভেতর যেতে পারে না, বর হচ্ছে একটা ফারনিচার। আমরা বরকে গৃহ-আসবাব-তালিকা ভুক্ত বলে মনে করি, তোমরা এই বরকে সেই তালিকাভুক্ত কর্‌তে পার।"

বড় সাহেব হাসিয়া ছোট সাহেবকে বলিলেন, "তাই করে দাও।"

ছোট সাহেব কোন কথা কহিলেন না, মৃদু হাসিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বড় সাহেব আবার তাঁহার নিজের কাজে মনোনিবেশ করিলেন। মেমসাহেব হাস্যমুখে কাটালগ দেখিতে লাগিলেন।

* * * *

দেশে আসিয়া সুকুমার অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহার পূর্ব্ব বল ফিরিয়া পাইল। এদিকে সুকুমার দিন দিন যতই সুস্থ হইয়া উঠিতে

লাগিল ওদিকে রামজীবন বাবুর বাড়ীতে কন্যার পিতারও আমদানি ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখন তখন লোক আসিয়া তাঁহাদের কন্যার জন্য রামজীবন বাবুকে ধরিয়া বসিতে লাগিলেন; রামজীবন বাবু মহা বিপদগ্রস্থ হইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও না বলিতে পারেন না অথচ তাঁহারা সকলেই তাড়া দিতেছেন কবে কন্যা দেখিতে যাইবেন। এই ব্যাপার লইয়া রামজীবন বাবু একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন, শেষ তাঁহার বাল্যবন্ধু উমাপতি উকিলের পরামর্শে তিনি তাঁহার পুত্রকে কলিকাতা নীলাম আফিসে পাঠাইয়া প্রকাশ্য ভাবে নীলাম করিবেন স্থির করিলেন। যেমন পরামর্শ স্থির হইল অমনি সেই অনুযায়ী কার্য্যও তখনই সম্পাদন হইয়া গেল। রামজীবন বাবু কাহারও কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না, যথা সময়ে পুত্রকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইয়া পড়িলেন।

এই পৃথিবীতে এমন এক একজন লোক আছে যাহারা নিজের সম্পূর্ণ ভার অপরের উপর ন্যস্ত করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত থাকে। তাহাদের নিজের কোন মতামত থাকে না তাহারা ঠিক যেন কলের পুতুলের ম[illegible]য় করিয়া যায়। সুকুমার ঠিক সেই শ্রেণীর লোক ছিল, তাহার নিজের কোন মতামত ছিল না। তাহা ছাড়া শিশুকাল হইতে আর একটা তাহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে পিতাই জগতে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ। তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশ প্রতিপালন করাই প্রত্যেক সন্তানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই কারণে সে কোন দিন পিতার কোন

কথায় জবাব পর্য্যন্ত করে নাই। এবারও করিল না বিনা দ্বিধায় পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য পিতার সহিত কলিকাতায় রওনা হইল।

কৃষ্ণনগরে এই ব্যাপার লইয়া হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। রামজীবনবাবু পুত্রকে নীলাম করাইবার জন্য কলিকাতায় লইয়া গেলেন এই সংবাদ কৃষ্ণনগরময় রাষ্ট্র হইবামাত্র সকলে তাঁহাকে ছি ছি করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, রামজীবন বাবুর বয়স হইয়াছে তাঁহার না হয় ভীমরতি হইতে পারে কিন্তু কোন লজ্জায় এমন যোয়ান মদ্দ এম, এ, পাশ করা ছেলে নিলাম হইতে গেল। আরে ছি, ছি, অমন এম, এ, পাশের গলায় দড়ি। নানা জনে নানা কথা বলিল, কিন্তু সে কথা রামজীবন বাবুর কর্ণে পৌছিল না, কেন না তখন তিনি কলিকাতায়।

আজ সুকুমারের নীলামের দিন, রামজীবনবাবু যথাসময়ে পুত্রকে লইয়া নীলাম আফিসে উপস্থিত হইলেন। আজ যে সকল সামগ্রী নীলাম হইবে তাহা নীলাম আফিসের গৃহে স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়াছে। শত শত জিনিষ নীলাম হইতে আসিয়াছে, তাহার ভিতর নাই যে কি তাহার সংখ্যা করা যায় না। প্রায় দুইটার সময় ছোট সাহেব আসিয়া প্রত্যেক জিনিষের গায়ে গায়ে এক একটি নম্বর দিয়া যাইতে লাগিলেন। সুকুমার একটা গৃহের ভিতর যাইয়া একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছিল যথাসময়ে তাহারও গায়ে নম্বর পড়িল। ছোট সাহেব তাঁহার কাজ করিয়া চলিয়া

গেলেন। যাইবার পর হইতেই দলে দলে লোক আমদানী হইতে লাগিল। যাহার যে দ্রব্য প্রয়োজন তিনি তাহারই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। এক এক দল লোক এক এক স্থানে দাঁড়াইয়া এক এক রকম দ্রব্য পছন্দ করিতে লাগিল। এদিকে বেলা যতই বাড়িতে লাগিল নীলাম ডাকিবার জন্য লোক সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত নীলাম আফিস লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল।

যথাসময়ে নীলাম আরম্ভ হইল। শত শত লোক শত শত জিনিষ খরিদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সুকুমারের নীলামের সময় উপস্থিত হইল, সাহেব সুকুমার যে গৃহে উপবিষ্ট ছিল সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দলে দলে লোক আসিয়া সেই গৃহের ভিতর ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব সুকুমারের পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইয়া ডাকিতে লাগিলেন, "একটী বর,—একটী বর,—একটী বর। একটী এম, এ, পাশ করা বর। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ, বসু কায়স্থ, বাড়ী কৃষ্ণনগর, পিতার বাড়ী, জোত জমা ও তেজারতির কারবার আছে। সরকারি ডাক হাজার টাকা,—হাজার টাকা—হাজার টাকা,—কায়স্থ, ইহার পাল্টা ঘর যে কেহ ডাকিতে পারেন,—হাজার টাকা,—হাজার টাকা,—হাজার টাকায় যায়—"

এক পার্শ্ব হইতে এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দু' হাজার টাকা।"

সাহেব পুনরায় ডাকিলেন, "দু'হাজার টাকা,—দু'হাজার টাকা,—দু'হাজার টাকায় যায়—"

রামজীবনবাবু ঘর্ম্মাক্ত হইয়া সেই ভীড়ের ভিতর ছুটাছুটি করিতেছিলেন। আর মাঝে মাঝে ব্যাকুল ভাবে সাহেবের মুখের দিকে চাহিতেছিলেন। দু'হাজার টাকার পর আর কোন ডাক না শুনিয়া তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা দুরদুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দুই হাজার টাকায়—তাঁহার এত সাধের এম্, এ পাশ করা পুত্র বিক্রয় হইয়া যায়। তিনি একেবারে আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তিন হাজার টাকা,—তিন হাজার টাকা,—"

সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তিন হাজার টাকা,—তিন হাজার টাকা,—তিন হাজার টাকায় যায়—"

কোণ হইতে অপর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "চার হাজার টাকা,—চার হাজার টাকা।"

সাহেব আবার হাঁকিলেন,—"চার হাজার টাকা,—চার হাজার টাকা,—চার হাজার টাকায় যায়—"

আর কেহ কোন কথা কহে না দেখিয়া সাহেব বার পাঁচ ছয় চার হাজার টাকা, চার হাজার টাকা বলিয়া নীলাম যেমন মঞ্জুর করিতে যাইতেছিলেন,—অমনি রামজীবনবাবু আবার পাগলের মত ডাকিয়া উঠিলেন, "পাঁচ হাজার টাকা,—পাঁচ হাজার টাকা—"

সাহেব বার পাঁচ ছয় পাঁচ হাজার টাকা,—পাঁচ হাজার টাকা—বলিয়া চীৎকার করিলেন,—কিন্তু আর কেহ কোন ডাক দিল না। সাহেব আরো তিনবার পাঁচ হাজার টাকা ডাকিয়া নীলাম মঞ্জুর করিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি রামজীবনবাবুর নাম তাঁহার খাতায় লিখিয়া লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমস্ত লোকও গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। ভীড়ের পেসাপিসি ঠেসাঠেসিতে রামজীবনবাবুর যেন একেবারে দম বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল,—তাহার উপর এই বিপর্য্যস্ত হাঁপায়ে তিনি একেবারে হিমসিম খাইয়া গিয়াছিলেন। তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িলেন। সমস্ত দেহটা তাঁহার যেন তখন একেবারে ঝিম ঝিম করিতেছিল। একটু হাওয়া পাইবার আশায় তিনি গায়ের আলোয়ানটা দুই হস্তে নাড়িতে লাগিলেন।

ঘণ্টাখানেক নির্ঝুম হইয়া বসিয়া থাকিবার পর তিনি কতকটা যেন সুস্থ হইয়া উঠিলেন। রামজীবনবাবুর এই নীলামের উপর একেবারে ঘৃণা হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল, কি ঝকমারী করিয়াই উমাপতির পরামর্শ শুনিয়াছিলাম। এমন স্থানে ভদ্রলোক কখনও আসে। বাড়ী বসে আমি যে ঢের বেশী টাকা পাইতেছিলাম। কিন্তু এখন এ অবস্থায় বাড়ীই বা ফিরিয়া যাই কি করিয়া। নীলামে পুত্র নীলাম হইল একথা যদি গাঁয়ের

লোক শুনিতে পায় তাহা হইলে তিনি কি আর সেথা তিষ্ঠাইতে পারিবেন? গাঁয়ের বালক বালিকা পর্য্যন্ত যে তাঁহার পশ্চাতে হাততালি দিবে। এখন কি করিবেন, রামজীবনবাবু মহা আতান্তরে পড়িয়া গেলেন। সেই সময় একজন আরদালী আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, "বাবু, আপনাকে বড় সাহেব ডাক্‌ছেন?"

রামজীবনবাবুর আর বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সাহেব ডাকিতেছে, কাজেই তাহাকে আবার আরদালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বড় সাহেবের কামরার ভিতর প্রবেশ করিতে হইল। সাহেব রামজীবন বাবুকে গৃহের ভিতর প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া অঙ্গুলী দিয়া একখানা চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে ইঙ্গিতে বসিতে বলিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু, তোমার ছেলের কি হ'লো! চার হাজার টাকা দর উঠেছিল, তবুও তুমি ছাড়্‌লে না কেন? চার হাজার টাকা আমার মনে হয় বেশ ভালো দর?"

রামজীবনবাবু মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "চার হাজার টাকা ভালো দর কি বলো সাহেব! আমি ঘরে বসে দশ হাজার টাকা পাচ্ছিলুম। আমার অতি বড় ঝকমারি তাই পরের কথায় নেচে ছেলেকে এখানে নিয়ে এসেছি।"

রামজীবনবাবুর কথায় সাহেব আবার মৃদু হাসিলেন, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবু তোমার ছেলের উহা অপেক্ষা আর অধিক

দর উঠিবে বলিয়া আমার মনে হয় না। তবে যদি তুমি জাতি বিচার না কর তাহ'লে দাম ঢের বেশী উঠিবার সম্ভাবনা। এ সহরে জাতি বিচার করিলে দাম উঠে না।"

এ অবস্থায় আর তিনি কিছুতেই দেশে ফিরিতে পারেন না, একটা যাহা হউক হেস্ত নেস্ত তাঁহাকে করিতেই হইবে। রামজীবন বাবু বিচলিত স্বরে বলিলেন, "আর সাহেব আমার জাতি টাতি নেই, এখন একটা যা হয় হেস্ত নেস্ত করে ফেলতে পাল্লে বাঁচি। সাহেব এ অবস্থায় আমি যদি দেশে ফিরে যাই—তাহ'লে আমার মুখে সবাই চূণ কালি দেবে।"

রামজীবনবাবুর কথায় সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবু আপনি আর এক সপ্তাহ তাহা হইলে অপেক্ষা করুন, আমি আজই সেইরূপ ইস্তাহার বাহির করিয়া দিতেছি। আমার বিশ্বাস তাহাতে আপনার পুত্রের বেশ ভারি রকম দর উঠিবে।"

রামজীবন হতাশ ভাবে বলিলেন, "তাই যা হয় কর সাহেব।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

যেমন কাণ্ডারী বিহনে তরী এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না, নিজেকে স্থির করিতে না পারিয়া জলের মধ্যে পড়িয়া কেবলই ঘুর পাক খাইতে থাকে, সেইরূপ নারীও একটা অবলম্বন না পাইলে এই পৃথিবীতে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না,—নিজেকে স্থির রাখিতে না পারিয়া তাহারাও তেমনি কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে। তাহাদের সমস্ত প্রাণটা যেন একটা অনন্ত শূন্য হইয়া পড়ে। সব থাকিলেও তাহাদের মনে হয় যেন এ পৃথিবীটা একটা মহা শূন্য,—ধোঁয়ায় গড়া। অবলম্বন বিহনে বাসন্তীর প্রাণটাও ঠিক সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিবাহের পরই তাহার স্বামী তাহার সমস্ত প্রাণটাকে হাহাকারে পরিপূর্ণ করিয়া চির জীবনের মত তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। স্বামী হারাইয়া সে পিতাকে অবলম্বন পাইয়াছিল, কিন্তু তিনিও তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন। শেষ তাহার অবলম্বন হইয়াছিল মাষ্টার মহাশয়, তাঁহারই সেবায় যত্নে সে প্রায় দুই বৎসর কাল নিজেকে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তিনি প্রায় আজ ছয় মাস হইল বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন,—সঙ্গে

সঙ্গে বাসন্তীর জীবনটাও আবার মরুময় হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত জগৎটা আজ যেন চারি পাশ হইতে কেবলই হাহাকার করিতেছে। আহারও করে, নিদ্রাও যায় বটে কিন্তু কিছুতেই সুখ পায় না,—কিছুতেই শান্তি নাই। এই অসার ভয়াবহ জীবনটা কত দিনে যে শেষ হইবে সে কেবল দিন রাত সেই চিন্তাই করে। সময় আর তাহার কিছুতেই কাটে না,—সে যে কেমন করিয়া সময় কাটাইবে তাহাও ভাবিয়া পায় না। সময় কাটাইবার তাহার একমাত্র উপায় আছে পুস্তক পাঠ। কাজেই সে এক্ষণে সময় অসময় সকল সময়েই পুস্তক লইয়া থাকে। কিন্তু পুস্তকেও যে অধিকক্ষণ মন সন্নিবেশ করিতে পারে না,—সর্ব্বদাই তাহার মাষ্টার মহাশয়ের কথা মনে পড়ে,—তিনি এখন কি করিতেছেন,—তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কি না,—তাঁহার তাহাদের কথা মনে পড়ে কি না ইত্যাদি। মাষ্টার মহাশয়ের একটা সংবাদ লইবার জন্য থাকিয়া থাকিয়া তাহার প্রাণটা বড়ই উদ্‌ব্যস্ত হইয়া উঠে,—কিন্তু মাষ্টার মহাশয় তাহার কে,—এরূপভাবে তাঁহার খবর লওয়া তাহার একেবারেই উচিত নহে,—কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে কেন বা লইবে না, দুদিন পরে যখন মাষ্টার মশাইর বিবাহ হইবে তখন তাহার অপেক্ষা আপনার জন আর কে থাকিবে? এই সকল সাত পাঁচ ভাবিয়া সে কোন ক্রমে তাহার মনটাকে সংযত করিয়া ফেলে। এই ভাবে বাসন্তীর দিনের পর দিন মাসের পর মাস কাটিয়া আসিতেছে।

বরের নিলাম

বেলা বারটা, বোধ হয় সে দিন বৃহস্পতি বার। বাসন্তী আহারের পর নিজের ঘরটির ভিতর একখানা সোফার উপরে অর্দ্ধ শায়িত ভাবে পড়িয়া কালিদাসের রঘুবংশ পড়িতেছিল। দীলিপ তীর ধনুক লইয়া নন্দিনীর পাহারায় নিযুক্ত,—একটু অসতর্ক হইয়াছেন সেই সময় সহসা একটি বিরাটাকার সিংহ আসিয়া নন্দিনীকে আক্রমণ করিল। দীলিপ মহা ফাঁপরে পড়িলেন, সিংহ এরূপ ভাবে নন্দিনীকে ধরিয়াছে যে তিনি শর নিক্ষেপ করিতেও পারিতেছেন না, যদি তাহার নিক্ষিপ্ত শরে নন্দিনীর অঙ্গ বিদ্ধ হয়। বাসন্তী মহা আগ্রহে এই স্থানটা পড়িতেছিল, শেষে নন্দিনীর অবস্থা কি হয় সেইটুকু জানিবার জন্য সে নিতান্ত আগ্রহে পড়িয়া যাইতেছিল, সেই সময় মাধবী এক রাশ হাসি গৃহের ভিতর ছড়াইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে এক-খানি বাঙ্গলা দৈনিক কাগজ। তাহার পদ শব্দে ও হাসিতে বাসন্তীর মনটা পুস্তক হইতে তুলিয়া উঠিল। তাহার দৃষ্টি দরজার দিকে পড়িল। বাসন্তীকে দ্বারের দিকে চাহিতে দেখিয়া মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিল, "দিদি আজ কাগজে একটা বড় মজার খবর বেরিয়েছে।"

মাধবীর হাব ভাবে বাসন্তীর মলিন মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বেশ একটু বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মজার খবর! এমন কি মজার খবর বেরুলো যাতে তুই একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ছিস্।"

মাধবী তখন বাসন্তীর একেবারে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সে আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "এমন মজার খবর দিদি তুই কখন পড়িস্‌নি, পড়্‌লে হাস্‌তে হাস্‌তে তোর পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবে। আমি ভাই পড়ে একেবারে অবাক্‌ হয়ে গেছি।"

মাধবীর হাসির ধমকে ও কথার ভঙ্গিমায় বাসন্তী মৃদু হাসিয়া মাধবীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। মাধবী এত বলিয়াছে বটে কিন্তু কাগজে যে কি বাহির হইয়াছে তাহার একটাও বাসন্তী এ. পর্য্যন্ত শুনিতে পায় নাই। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুই তো শুধু হেসেই গড়িয়ে পড়্‌ছিস্‌। কি হয়েছে বল্‌ না লো! এত কথা বল্‌ছিস্‌ কিন্তু কাগজে কি যে বেরিয়েছে তা আর বল্‌তে পার্‌ছিস্‌ নি?"

মাধবী তাহার বাম হাতখানি একবার গণ্ডে ঠেকাইয়া বলিল, "দিদি আমাকে তো ভাই একেবারে অবাক করে দিয়েছে, আমরা তো ভাই শুনেছি ঘটি বাটী জমিজমাই নিলেম হয়, বরের যে কখনও নিলেম হয় তা শুনেছিস্‌ এত ভাই কখনও বাপের জন্মে শুনিনি। এই কাগজ খানায় লিখেছে আজ বৃহস্পতিবার মেকেঞ্জী লায়েলের নীলেম আফিসে বরের নীলেম হবে। হাঁ দিদি বল্‌ দেখি ভাই একি আজগুবি কথা।"

এতক্ষণে বাসন্তী কাগজে কি বাহির হইয়াছে ও মাধবীর এত হাসির ধূমের কারণটা কি তাহার কতকটা আভাস পাইল। বাসন্তীর

মুখে এ কথা শুনিয়া সেও যে বেশ একটু অবাক হয় নাই এমন নহে। বরের আবার নীলাম হইবে সে কি কথা। সে বেশ একটু আগ্রহভরে মাধবীর হস্ত হইতে কাগজখানা লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল, "দেখি কি লিখেছে। বরের আবার কখন নীলেম হয়? ও বোধ হয় কোন ওষুধ টষুধের বিজ্ঞাপন লোকে পড়্‌বে বলে ওই রকম একটা কিছু চালাকি করে লিখে দিয়েছে।"

মাধবী কাগজখানা বাসন্তীর হস্তে না দিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না দিদি তা নয়। আচ্ছা আমি মুখ্যু ব'লে কি এমনই মুখ্যু যে ওটুকুও বোঝবার শক্তি নেই। না দিদি এ সত্যি ববের নীলেম। এ বড় মজার জিনিষ, চল না দিদি দেখে আসি।"

মাধবীর এই কথায় বাসন্তীও এবার না বলিয়া থাকিতে পারিল না। মধুর বিমল হাসিতে তাহার সমস্ত মুখখানি একেবারে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, সে মধুর স্বরে বলিল, "দেখি আমি, কিসে তুই বরের নিলেম বরের নিলেম ক'রে ক্ষেপে উঠ্‌লি। নিলেম দেখ্‌তে হয় যাবি এখন। এখন দেখি কাগজখানা, কি লিখেছে।"

মাধবী কাগজ খানা অপর হাতে দূরে রাখিয়া বলিল, "আগে তুমি ঠিক করে বল দেখ্‌তে যাবে, বল না, নইলে দেখাব না।" বাসন্তী গম্ভীর স্বরে বলিল, ""না দেখাস যা! যা তুই নিলেম দেখে আয়গে; তোরই এখন বরের দরকার, আমার তো আর বরের দরকার নেই—আমি কি কর্ত্তে যাব বল?"

বাসন্তীর কথায় মাধবীর মুখখানি একেবারে ভার হইয়া উঠিল। সে কাগজখানা দিদির হস্তে দিয়া বেশ একটু ভার গলায় বলিল, "ওই দিদি তোর ভাই বড় দোষ, তুই ভাই সব কথায় ঠাট্টা করিস্। একটা মজার খবর দেখ্‌লুম তাই তোকে দেখাতে আন্‌লুম আর তোর অমনি ঠাট্টা।"

বাসন্তী খবরের কাগজখানা ভগ্নির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া সোহাগে মাধবীর চিবুকটা ধরিয়া একবার নাড়িয়া দিয়া বলিল "মুখখানা কি অমন ভার কর্ত্তে আছে বোন্। এর ভেতর ঠাট্টা কোন খান্‌টায় পেলি। সত্যিই তো গো তোর একটা লাল টুকটুকে বরের প্রয়োজন হয়েছে। আজ সকালেও পিসিমা আমাকে সেই কথা বলেছেন। তোর একটা লাল টুকটুকে বর না জুটিয়ে দিতে পাল্লে আমি যে বোন্ নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছিনি। তা তুই দেখিস্ তোর বর কেমন সুন্দর হয়!

মাধবী কোন কথা কহিল না, মুখখানা রীতিমত ভার করিয়া সোফার এক পার্শ্বে আসিয়া বসিল। বাসন্তী খবরের কাগজখানার এপিট ওপিট উল্টাইয়া বর নীলামের বিজ্ঞাপনটা কোথায় বাহির হইয়াছে সেটা খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু এত বড় কাগজের ভিতর সব জানা থাকিলেও সহসা কোন বিজ্ঞাপন নজরে পড়ে না। কাজেই সে সেটা খুঁজিয়া না পাইয়া ভগ্নির দিকে ফিরিয়া বলিল, "কই, কোথায় বর নীলামের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে।"

মাধবী কাগজের একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দিদি বড় কাণা, এই তো এত বড় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে।"

বাসন্তীর দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল, সে মৃদু স্বরে সেই বিজ্ঞাপনটা পড়িতে লাগিল ;—

> **বরের নীলাম।**
>
> একটী সুন্দর সুপুরুষ এম, এ, পাশ করা যুবক বরের প্রকাশ্য নীলাম হইবে। বসু কায়স্থ, বাড়ী কৃষ্ণ নগর। পিতা শ্রীরামজীবনবাবু। দেশে জোত জমা ব্যতীত তেজারতী কারবার আছে। জাতি বিচার নাহি। যে কোন জাতি প্রকাশ্য নীলামে এই বর ডাকিতে পারেন। বৃহস্পতিবার বেলা নয়টার পর রয়েল এক্স্‌-চেন্‌জে প্রকাশ্য নীলাম হইবে।"

বিজ্ঞাপনটা পাঠ করিতে করিতে বাসন্তীর সমস্ত মুখখানার উপর চিন্তার একটা কাল রেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সেই বিজ্ঞাপনটা একবার দুইবার তিনবার পাঠ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিথিল হস্ত হইতে কাগজখানা খসিয়া পড়িয়া গেল। বাসন্তীর বিজ্ঞাপন পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মাধবী বেশ একটু বিচলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ দিদি, বরের বিজ্ঞাপন পড়ে তোর এমন মুখ শুকিয়ে গেল কেন?"

বাসন্তী স্থির দৃষ্টিতে মাধবীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল তাহার কণ্ঠ হইতে একটা চিন্তাক্লীষ্ট স্বর বাহির হইয়া আসিল, "রামজীবন বাবু! হ্যারে মাধবী, আমাদের মাষ্টার মশায়ের বাপের নাম রামজীবন বাবু নয়? হ্যাঁ ঠিকই তাই, তারও তো বাড়ী কৃষ্ণ নগরে। এ নালামের বরটী মাষ্টার মশাই নয় তো।"

মাধবী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তাই তো দিদি, আমাদের মাষ্টার মশায়ের বাপের নামই তো রামজীবনবাবু। বাড়ীও তো কৃষ্ণ নগর। এ কথাতো আমার এতক্ষণ মনে হয়নি। দিদি নিশ্চয়ই তাই, এ বর আমাদের মাষ্টার মশাই না হয়ে যায় না।"

ভগ্নির কথায় বাসন্তীর মুখখানি যেন আরো একটু কালো হইয়া উঠিল। যে সে একটা বিপরীত চিন্তায় চিন্তিত তাহা তাহার মুখ চোখ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। সে মাধবীর কথায় কোন উত্তর দিল না স্থির গম্ভীর হইয়া রহিল। মাধবী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "তুই ঠিক ধরেছিস দিদি। এ আমাদের মাষ্টার মশাই না হয়ে যায় না। সেই কৃষ্ণ নগর, সেই রামজীবনবাবু। সেই এম, এ, পাশ করা, একি আর আমাদের মাষ্টার মশাই না হয়ে যায়। এ ঠিকই আমাদের মাষ্টার মশাই।"

বাসন্তী তথাপি কোন কথা কহিল না।' তাহার প্রাণের ভিতর এখন একটা বিরাট দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা তাহার ন্যায় বালিকার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু মীমাংসা না

করিলে নয়,—এখনি মীমাংসা না করিলে জীবনে আর কোন দিন মীমাংসা হইবে না। তাহার প্রাণ যাহা চায় তাহা তো আজ প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইতেছে,—সে তো ইচ্ছা করিলেই তাহা আজ ক্রয় করিতে পাবে,—তাহার তো টাকার অভাব নাই। তবে কি তাহার এ কাজ করা উচিৎ? এ উচিত অনুচিতের মীমাংসা করিতে ঘড়ীতে বেলা একটা বাজিল। বাসন্তী আর স্থির থাকিতে পারিল না। বেশ একটু গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, "রুক্মিণী-- রুক্মিণী—"

রুক্মিণী দাসী গৃহের সম্মুখের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া চুল শুকাইতে ছিল, বাসন্তীর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে বারাণ্ডা হইতে সাড়া দিল, "যাইগো দিদিবাবু যাই।"

বাসন্তীর এই ভাবান্তরে মাধবীর ভিতরটাও শুখাইয়া উঠিয়া ছিল। সে তাহার দিদির মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দিদি রুক্মিণীকে ডাক্‌ছ কেন? রুক্মিণী কি কর্ব্বে?"

বাসন্তী মাধবীর সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "মাধবী শীগ্‌গির কাপড় ছেড়ে আয়, চ' আমরা নীলেম দেখে আসি।"

দিদির সহসা এই মত পরিবর্ত্তনের কারণটা যে কি তাহা মাধবী যে কতকটা না বুঝিল তাহা নহে। তথাপি সে বলিল, "এই যে তুমি বল্লে দিদি নীলেম দেখ্‌তে যাবে না!"

বাসন্তী মাধবীকে আর অধিক কথা কহিতে দিল না, বাধা

দিয়া বলিল, "যাব না বলেছিলুম কিন্তু ভেবে দেখলুম যেতেই হবে। তুই যা শীগ্‌গির কাপড় পরে আয়। নীলেম আরম্ভ হয়ে গেছে, দেরী কল্লে সবই ফেঁসে যাবে। যা শীগ্‌গির যা।"

মাধবী আর কোন কথা না বলিয়া বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য উঠিতে যাইতে ছিল সেই সময় এক গাল পান চিবাইতে চিবাইতে হেলিতে দুলিতে রুক্মিণী দাসী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বাসন্তী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "যা, এখনই সরকারবাবুকে আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে বল।"

রুক্মিণী বাসন্তীর মুখের দিকে একবার চাহিল। সে দিদিবাবুর আদেশের ভঙ্গিতেই বুঝিয়াছিল, এখনই আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। কাজেই সে আর কোন কথা না বলিয়া বুড়ো সরকার মহাশয়কে ডাকিয়া আনিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই বুড়ো সরকার রুক্মিণীর সহিত আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। এই সরকারটী বাসন্তীর পিতার আমলের। তাহাকে কোলে পিটে করিয়া মানুষ করিয়াছে। সরকার মহাশয়কে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বাসন্তী মৃদু স্বরে বলিল, "আমি একবার রয়েল এক্সচেন্‌জে নীলেম দেখতে যাব, আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। এখনি একখানা গাড়ী জুত্‌তে বলে দিন। নীলেম আরম্ভ হয়ে গেছে, দশ মিনিটের মধ্যেই যেন রওনা হতে পারি।"

বুড়ো সরকার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তাই হবে মা, আমি নিজে গিয়ে এখনি গাড়ী জুতিয়ে আন্‌ছি।"

সরকার মহাশয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বাসন্তী একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দুই হস্তে সবলে বুক চাপিয়া ধরিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যে সহরে মাটি বিক্রয় হয়,—সে সহরে না বিক্রয় হয় কি? শুধু চাই একটু হুজুগ। হুজুগ যদি একটু জমাইয়া লইতে পার, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই! তখন তুমি কাচ্‌কেও হীরা বলিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে। দেখিবে তাহাও হীরার দরে রাশি রাশি বিক্রয় হইতেছে। সে দিন হুজুগ জমে নাই, আজ হুজুগ জমিয়াছে। আজ আর এক্সচেঞ্জে তিল ধরিবারও স্থান নাই। মানুষের উপর মানুষ কেবল ঠেলাঠেলি গুঁতাগুঁতি করিতেছে। সকলেই সকলকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সর্ব্বাগ্রে ভিতরে যাইতে চায়। ভিতরে ১৩০ নং লাট্‌টা কিরূপ, তাহার বয়স কত তাহাই দেখিবার জন্য সকলেরই মুখে চোখের উপর কেবল যেন একটা কৌতূহল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সুকুমার সে দিনও যেমন একটা ঘরে একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছিল আজও সেইরূপ একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছে। তাহার গলায় বড় বড় অক্ষরে ১৩০ নম্বর ঝুলিতেছে। তাহার মাথাটা মাটী স্পর্শ করিবার জন্যই যেন ক্রমেই একেবারে মাটীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। এক্সচেঞ্জের

হট্টগোল তাহার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিতেছিল না,—তাহার মনে তখন কি হইতেছিল তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন; সে একেবারে নীরব নিথর।

নীলাম আফিসে ভীড়টাই যে আজ কেবল ছাপাইয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে,—এরূপ অদ্ভুত সমাবেশও আর পূর্ব্বে কখন হয় নাই। ইহুদী, জাপানী, গুজরাটী মহিলা এমন কি কলিকাতার বড় বড় বাইজীগণও সুবেশে ভূষিত হইয়া নীলাম আফিসে ভিড় করিয়া দাড়াইয়াছেন। এক এক জনের পোষাক পরিচ্ছদের জাঁকজমক দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। রামজীবনবাবু সেই ভিড়ের ভিতর ক্রমাগত ছুটাছুটি করিতেছিলেন; আর বাইজীদের পোষাক পরিচ্ছদ অবাক ভাবে দেখিতে যাইয়া প্রায়ই লোকের পা মাড়াইয়া ফেলিতেছিলেন আর মাঝে মাঝে গালাগালি খাইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতেছিলেন। তিনি পাড়াগায়ের লোক,—জীবনে কখন সহরে অধিক দিন থাকেন নাই, কাজেই এই অদ্ভুত সমাবেশে তিনি একেবারে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিলেন।

এদিকে পিতা যেমন অবিরত ধাক্কা খাইয়া, গালাগালি খাইয়া ক্রমেই কাহিল হইয়া পড়িতেছিলেন ওদিকে পুত্রেরও অবস্থা বড় কম শোচনীয় হইয়া দাড়ায় নাই। সেখানে প্রায়ই এক একজন মহিলা যাইয়া সুকুমারের চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছিল। "খারাপ নীলামী মাল বলিয়া

ভাবিয়াছিলাম, মালটা ঠিক সেরূপ নহে,—মালটা নতুনই—সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বলিয়া মনে হয় না। যাহ'ক দেখা যাক্ কত দর ওঠে, যদি সুবিধায় হয় তাহা হইলে কিনিয়া রাখা যাইবে।"

এরূপ এক একজন মহিলা আসিয়া সুকুমারকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল,—সুকুমার নীরবে বসিয়া মহিলাগণের এই সকল অত্যাচার সহ্য করিতেছিলেন, আর মনে মনে ভাবিতেছিলেন, ইহাতেও যদি পিতার কিঞ্চিৎ ঋণেরও পরিশোধ হয়। সেই সময় একটি ইহুদী মহিলা আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া সুকুমারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পোষাকটীও যেমন অদ্ভুত তাহার দেহটীও তেমনি বিরাট। এরূপ স্থূলকায় স্ত্রীলোক সচরাচর প্রায়ই নজরে পড়ে না। বয়সের আধিক্য বশতঃ গালের মাংস লোল হইয়া পড়িয়াছে, মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে। তাহার দেহ গলদ ঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল, সে রুমালে মুখটা মুছিয়া এক অদ্ভুত দৃষ্টি লইয়া সুকুমারের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর মুখটা সুকুমারের মুখের নিকট আনিয়া একটু হাসিল। সুকুমার একটুখানি মুখ তুলিয়া এই বিকট মূর্ত্তির দিকে চাহিয়াছিল, তাহার মনে হইল এই বিকট মূর্ত্তি বুঝিবা তাহাকে গিলিয়া ফেলে। সেই মহিলা সুকুমারের একবার ডানহাত একবার বামহাত নাড়িয়া, তাহার পৃষ্ঠে গোটাকতক সাদর চপেটাঘাত করিয়া মুখখানা বাকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওগো বর,—আমি তোমাকেই আমার প্রিয়তম কর্ব্বো। আমি

তোমারই মত একটী ছোক্‌রা বহুদিন থেকে খুঁজছিলেম,—এত দিন পরে মিলেছে। তোমার কোন ভয় নেই—আমি তোমাকে কারুর হ'তে দেব না। যত টাকাই লাগুক আমি তোমাকে কিন্‌বোই কিন্‌বো।"

সুকুমারের কর্ণের ভিতর এই কথাগুলা করতালির মত ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল। মুখ চোখ লাল হইয়া গেল। আপনা হইতেই মাথাটা তাহার নীচু হইয়া পড়িল। সেই সময় একজন সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে বাণের জলের মত হুড় হুড় করিয়া মানুষের পর মানুষ সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। সাহেব যাইয়া সুকুমারের পার্শ্বে দাঁড়াইল, ১৩০ নম্বরের লাটের ডাক আরম্ভ হইল, হাজার, দু'হাজার, চার হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার। বিশ হাজার,—বিশ হাজার,—বিশ হাজার, তিন বার বিশ হাজার বলিয়া সাহেব সেল্ (বিক্রয়) ক্লোজ্ (শেষ) করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় আবার সেই ইহুদী মহিলা দুই হাততুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "পঁচিশ হাজার, পঁচিশ হাজার।

পঁচিশ হাজার ডাক দিয়াই সেই ইহুদী মহিলা, সেই থলথলে দেহটাকে নাড়িতে নাড়িতে দুই পার্শ্বের লোকদিগকে ধাক্কা মারিয়া দুই চারি জনের পা মাড়াইয়া একেবারে যাইয়া সুকুমারের পার্শ্বে দাঁড়াইল। এবং মুখটা নীচু করিয়া সুকুমারের মুখের নিকট মুখ আনিয়া বলিল, "ও মধুর প্রিয়তম।"

১৩০ নম্বরের লাটের ডাক আরম্ভ হইল।

বিশ হাজার টাকাতে সে লাটটা যাইতে বসিয়াছিল, সে যখন পঁচিশ হাজার টাকা ডাক দিয়াছে তখন আর সে জিনিস যায় কোথায়? ভীড়ের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "না বাবা, বুড়ি ছাড়বার পাত্রী নয়। অমন লাটটা কি আর বুড়ি ছাড়তে পারে?"

কিন্তু তখন সাহেব চীৎকার করিতেছিলেন, "পঁচিশ হাজার,—পঁচিশ হাজার,—পঁচিশ হাজারে যায়—"

বার পাঁচ সাত পঁচিশ হাজার হাঁকিয়া সাহেব সেল্ ক্লোজ্ করিতে যাইতেছিলেন, উপস্থিত সকলেরই ব্যাকুল দৃষ্টি সেই ইহুদী বুড়ির উপর পড়িয়াছিল, সকলেই মনে মনে ভাবিতেছিল, "ছোঁড়ার কি দুর্ভাগ্য, শেষ কি না ওই বুড়ি ইহুদীর ভাগ্যে পড়লো। বাছা বুড়ির সেবা শুশ্রূষায় বেশ আরামেই থাক্‌বে।" অনেকে আবার বলাবলি করিতে লাগিল, "আজকাল ইহুদিদেরই টাকা। বুড়ি যখন রুখেছে তখন ওর কাছ থেকে ডেকে নেওয়া কি সহজ ব্যাপার?" ঠিক সেই সময় একজন বৃদ্ধ মহা ব্যস্তভাবে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একেবারে আকণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল, "পঞ্চাশ হাজার—পঞ্চাশ হাজার—"

সকলেরই দৃষ্টি সে বৃদ্ধের উপর পতিত হইল। বৃদ্ধের বয়স ষাট বৎসর। মাথায় প্রকাণ্ড টাক্, চুল নাই বলিলেই হয়। অঙ্গে একটা অর্দ্ধ মলিন পিরান, গলায় সেইরূপই একখানি

দিস্তা পড়া চাদর, পায়ে ধুলিধূসরিত শত ছিন্ন চটি, পরিধানে একখানা থান কাপড়। এই সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্র্যচিহ্নমণ্ডিত বৃদ্ধ একেবারে পঞ্চাশ হাজার টাকা ডাক্ দেওয়ায় সকলেই একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। এত দাম দিয়া এই বৃদ্ধ বর গ্রহণ করিয়া কি করিবে? এ বৃদ্ধের ক্ষমতা কি যে সে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে পারে! নিশ্চয়ই এই বৃদ্ধ পাগল। এদিকে তখন সাহেব পঞ্চাশ হাজার,—পঞ্চাশ হাজার,—পঞ্চাশ হাজারে যায়—হাঁকিতেছিলেন। তিনি পাঁচ সাত বার পঞ্চাশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার হাঁকিয়া সেল ক্লোজ্ করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ নোট ও টাকার একটা তোড়া সাহেবের সম্মুখে আনিয়া ধরিল। সাহেবের পার্শ্বে একজন বাঙ্গালী কেরাণী একখানি খাতা লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ক্রেতা,—কি নাম?"

বৃদ্ধ মৃদু স্বরে বলিল, "বেণীমাধব বাবুর বিধবা কন্যা শ্রীমতী বাসন্তীলতা।"

বেণীমাধব বাবুর বিধবা কন্যা বাসন্তীলতা এই সেদিন যিনি মহিলা সমিতিতে দশহাজার টাকা দান করিয়াছেন। সমস্ত ভিড়টা যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভিড়ের ভিতর হইতে কে বেশ একটু চড়া গলায় বলিয়া উঠিল, "স্ত্রীলোকের চরিত্র বোঝা ভার। এদিকে দান ধ্যান ত আছে, আবার বর কিনতেও ছাড়েন না। একেই বলে স্ত্রী চরিত্র!"

আবার এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "টাকা থাকৃলে সবই হয়, সবই সম্ভব।"

সাহেবের অতি নিকটেই সুকুমার দাঁড়াইয়াছিল। সে যখন শুনিল ক্রেতা বেণীমাধববাবুর বিধবা কন্যা বাসন্তীলতা তখন একটা অদ্ভুত বিস্ময়ে তাহার চোখের তারা দুইটা বাহিরে বাহির হইয়া, ঠিক্‌রাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, আর প্রাণের সমস্ত কলকব্জা যেন কেমন ওলট পালোট হইয়া গেল। কুরুক্ষেত্র সমরে বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অর্জ্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়াছিলেন, সুকুমারও ঠিক সেই ভাবে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেরাণী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আপনি স্বয়ং ডেলিভারী নিয়ে যাবেন না বাড়ীতে ডেলিভারী দিতে হইবে।"

বৃদ্ধ উত্তর দিল, "না আমি স্বয়ং নিয়ে যাব।"

কেরাণী টাকাগুলি গুণিয়া লইয়া একখানা ছাড়পত্র লিখিয়া বৃদ্ধের হস্তে প্রদান করিল। বৃদ্ধ সুকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, "আসুন!"

এই আসুনটুকু বোধ হয় সুকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল না, কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে?—তখন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ পরস্পর পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব বাধাইয়া তুলিয়াছে, আশা ও নিরাশায়, আনন্দে ও নিরানন্দে চলাচাল কোলাকুলি জুড়িয়া দিয়াছে। শুনিবার জানিবার বুঝিবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত তাহার লুপ্ত হইয়া

গিয়াছিল। সে যেমন খাড়া দাঁড়াইয়া ছিল ঠিক সেইভাবেই জড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ সুকুমারের হাতটা ধরিয়া বলিল, "আসুন।"

সেই সময় সেই ইহুদী বুড়ী আলুথালু ভাবে ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধের হাত হইতে সুকুমারকে ছিনাইয়া লইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল, "যাবে কোথায় আমি তোমায় ছাড়্‌চিনি। আমি আবার ডাক্‌বো।"

সাহেব তখন প্ল্যাট ফরম হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দুঃখিত হইলাম মহাশয়া, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় সুবিধার চেষ্টায় থাকুন।"

সাহেব তো গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু বুড়ি ছাড়ে কই? সে সুকুমারের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আনিয়া বাহিরে ফেলিল। বৃদ্ধ বুড়ির এই কাণ্ডে একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। সেও বুড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে আসিয়া ছিল। বাহিরে আসিয়া সে বুড়িকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি যদি এমন গণ্ডগোল করেন তাহ'লে আমায় পুলিশ ডাকৃতে হয়।"

বৃদ্ধের পুলিশ ডাকার কথায় বুড়ি যেন একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। সে একটা কাতর দৃষ্টিতে সুকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া ক্রন্দন স্বরে বলিয়া উঠিল, "হায় ভগবান! হতভাগা বৃদ্ধ আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া চলিল। এই বলিয়া বৃদ্ধের

ইহুদী বুড়ী চীৎকার করিয়া উঠিল "যাবে কোথায়, আমি তোমায় ছাড়্‌চিনি, আমি আবার ডাক্‌বো।"

বরের নিশান, পৃঃ—১২৮

দুটী হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বৃদ্ধ তোমাকে আমি দ্বিগুণ মূল্য দিতেছি, ইহাকে আমায় দাও।"

বুড়ির এই রঙ্গে ক্রমেই চারিদিকে ভীড় হইতে ছিল। বুড়ির এই বেয়াড়া অত্যাচরে সকলেই বেশ একটু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া ছিল, সকলে মিলিয়া ঠেলিয়া ঠুলিয়া বুড়িকে এক পাশ করিয়া দিল। বুড়ির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বৃদ্ধ সুকুমারকে লইয়া নীলাম আফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। নীলাম আফিসের গেটের সম্মুখে একখানা জুড়ি দাঁড়াইয়া ছিল। বৃদ্ধ আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইবামাত্র সহিস গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। গাড়ীর ভিতর সে দুইটী প্রাণী এতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া নীরবে বসিয়া ছিল। তাহাদের ব্যাকুল দৃষ্টি বাহিরে ছড়াইয়া পড়িল। গাড়ীর দরজার সম্মুখেই বৃদ্ধের পশ্চাতে সুকুমার দণ্ডায়মান। সুকুমারকে দেখিবা-মাত্র মাধবীর সমস্ত মুখখানি এক অপূর্ব্ব হাস্যে-রঞ্জিত হইয়া উঠিল, সে মৃদুস্বরে বলিল, "আসুন, মাষ্টার মশাই আসুন।"

বাসন্তীর প্রাণে এখন কি হইতেছিল তাহা আমরা সঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু সুকুমারের অন্তরের ভিতর হইতে তাহার অন্তরাত্মা যেন কেবলই বলিয়া উঠিতে ছিল, "পাইলে,—তোমার সাধনার—কল্পণার বস্তু আজ তোমাকে লইতে আসিয়াছে। তুমি পাইলে—এমন জিনিষ পাইলে যাহা সত্যই জগতে দুর্ল্লভ।"

সুকুমার গাড়ীতে উঠিল, আজ সে একেবারে নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ।

তাহার কেবলই মনে হইতে ছিল, দরিদ্র প্রজার দ্বারে সাম্রাজ্ঞী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে কি উপঢৌকন লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে ?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

এই ব্যাপারে কলিকাতা সহরে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। পথে ঘাটে, ট্রাম গাড়ীতে কেবল একই কথা—বরের নীলাম। বাসন্তী যদি ধনকুবের বেণীমাধববাবুর কন্যা না হইত, যদি সে কোন দীন দুঃখীর কন্যা হইত তাহা হইলে এত কথা কখনই উঠিত না, এই আলোচনায় অবিলম্বে শেষ হইয়া যাইতে। কিন্তু বাসন্তী বড় লোকের কন্যা, বিধবা, নীলামে কিনিয়াছে,—বর,—এমন একটা মজার কথা, ইহা কি আলোচনা না করিয়া থাকা যায়! ইংরাজী ও বাঙ্গালা দৈনিক পত্রে হৈচৈ পড়িয়া গেল। বড় বড় প্রবন্ধ বাহির হইতে আরম্ভ হইল। ট্রামের ধারে ফেরিওয়ালারা চীৎকার করিতে লাগিল,

বড় ঘরের বড় কথা—

নীলামে বর

বেণীমাধববাবুর বিধবা কন্যা।"

হুজুগ পাইলে বাঙ্গালী আর কিছুই চাহে না,—এমন যখন একটা মজার খবর কাগজে বাহির হইয়াছে তখন কি আর কাগজ না কিনিয়া থাকা যায়। যাহারা জীবনে কখন কোন দিন সংবাদপত্রের মুখ দেখে

নাই, তাহারাও আজ গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া কাগজ কিনিতে আরম্ভ করিল। আজকার কাগজ রাশি রাশি বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল।

সুকুমার বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া ফেরিওয়ালাদের চীৎকারে তাহার প্রাণটা যেন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে একজন ফেরিওয়ালাকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ কিনিয়া ফেলিল। এবং কাগজওয়ালারা কি লিখিয়াছে তাহা একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবার জন্য একটু নিভৃত স্থানের চেষ্টায় তাড়াতাড়ি কলেজ স্কোয়ারের ভিতর প্রবিষ্ট হইল। তখনও সন্ধ্যা হইতে অনেক বিলম্ব। কলেজ স্কোয়ারে লোক গিস্‌গিস্‌ করিতেছে। তাহার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যাই অধিক। তিন চারজনে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গোল দিঘীর চতুষ্পার্শ্বে কেহ কেহ ঘুরিতেছে,—আবার কেহ কেহ বা বেঞ্চিতে, ঘাসের উপর বসিয়া নানা 'সমস্যার মীমাংসা করিতেছে। তাহার মধ্যে কোন কোন দলে এই বরের নীলামের আলোচনা যে না হইতেছিল তাহাও নহে। সুকুমার এই সকল শুনিতে শুনিতে দেখিতে দেখিতে একপার্শ্বে যাইয়া একখানি বেঞ্চিতে উপবিষ্ট হইল। সুকুমার একেবারে একখানি খালি বেঞ্চি খুঁজিতেছিল কিন্তু কোন বেঞ্চিই তখন একেবারে খালি ছিল না,—কাজে কাজেই সে আসিয়া যে বেঞ্চিখানিতে উপবিষ্ট হইল তাহাতে আরো দুইটী যুবক উপবিষ্ট ছিল। সুকুমার তাহাদেরই পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া

স্নেহা উৎকণ্ঠিত চিত্তে সংবাদপত্রখানি খুলিয়া ফেলিল। সংবাদপত্র-খানি খুলিবামাত্রই তাহার সন্মুখে পড়িল,—বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—

৫০,০০০৲—৫০,০০০৲

টাকায় হয় না কি—টাকারই জয় জয়কার !

নীলামে বর খরিদ।

গত নীলামের দিন নীলাম আফিসে এক নূতন সামগ্রীর নীলাম হইয়া গিয়াছে,—এরূপ সামগ্রীর পূর্ব্বে আর কখন নীলাম হইয়াছে কি না তাহা আমাদের জানা নাই,—আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে এরূপ সামগ্রীর নীলাম এই প্রথম ; গত নীলামের দিনে নীলাম আফিসে সুকুমার বসু নামক একটী বরের প্রকাশ্য নীলাম হইয়াছিল। এই যুবকের বাড়ী কৃষ্ণনগর,—পিতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। যুবক এই বৎসর এম্, এ পরীক্ষা দিয়াছে। বরের বাজার এখন খুব চড়া,—এই চড়া বাজারে সেদিন নীলামে এই বরটীও খুব চড়া দরে বিক্রয়

হইয়াছে। কলিকাতার বিখ্যাত ধনী স্বর্গীয় বেণীমাধববাবুর বিধবা কন্যা শ্রীমতী বাসন্তীলতা ৫০,০০০ হাজার টাকায় এই বরটী খরিদ করিয়াছেন। এত মূল্য দিয়া এই বরটী খররিদ করিবা কারণ কি তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া আর কাজ নাই, লেখা উচিতও নহে। তবে আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে যেটুকু অবগত হইয়াছি সেইটুকুই পালি প্রদান করিলাম। শ্রীমতী বাসন্তীলতা বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে আসিবার কিছুদিন পর তাহার সংস্কৃত শিখিবার আগ্রহ ও ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। বেণীমাধববাবুর ওই কন্যা ব্যতীত আর সন্তান ছিল না, তাহার সেই একমাত্র কন্যা বিধবা হওয়ায় তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কন্যার শূন্য জীবন তিনি কেমন করিয়া পূর্ণ করিবেন তখন তাহার তাহাই হইয়াছিল একমাত্র চিন্তা। সেই সময় কন্যা সংস্কৃত শিখিতে চাওয়ায়,—তিনি তখনই তাহাতে সম্মত হইলেন। এবং কন্যাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য একজন উপযুক্ত মাষ্টারের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কলিকাতা সহরে অনুসন্ধান করিলে মিলে না কি?

শিক্ষক মিলিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? সুকুমার বসু তখন সবে বি, এ, পাশ করিয়া এম্, এ, পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল, সে বি, এ, সংস্কৃত অনায়েস সহিত পাশ করিয়াছে, সে এই শিক্ষকের পদটী পাইবার জন্য বেণী-মাধবের কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিল, বেণী-মাধববাবু দু' একটা কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার পর তাহাকেই কন্যার শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই বেণীমাধব বাবুর মৃত্যু হয়। কন্যা বাসন্তীলতাই তাহার সম্পত্তির একমাত্র মালিক হন। এদিকে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত কাব্য অধ্যয়ন করিয়া ধীরে ধীরে প্রেমের বীজ বাসন্তীলতার প্রাণের ভিতর অঙ্কুর হইয়া উঠিতে থাকে। এই ভাবে দুই বৎসর কাটিয়া যায়, কিন্তু প্রাণে প্রেমের ফুল ফোটা সত্ত্বেও বাসন্তী কখনও মুখ ফুটিয়া সে কথাটা মাষ্টার মহাশয়ের নিকট প্রকাশ করিতে পারে নাই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এত দিন সুযোগ খুঁজিতেছিল, কিন্তু এতদিন সুযোগ পায় নাই, যেমন সুযোগ মিলিল অমনি সে তাহার

প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। এতদিন যাহা সকলে সন্দেহ করিতেছিল, তাহাই এত দিনে সত্যে পরিণত হইল। সেদিন নীলাম আফিসে বাসন্তীলতা সর্ব্ব সমক্ষে তাহার প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই বলিব না। এ ব্যাপারে আমরা হাসিব কি কাঁদিব তাহাই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে মাত্র এইটুকু বলি যে আজ-কাল আমাদের সমাজের মেয়েরা যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে তাহাতে ফল এইরূপই হইবে। অবৈধ প্রেমের এরূপ ছড়াছড়ি আর পূর্ব্বে কখন ছিল না। এখন হইতেছে কেন? দোষ কাহার? দোষ কাহারও নহে—বিধিলিপি। শেষ কথা এই নীলাম সেদিন এক্সচেঞ্জে না হইয়া কুকের আড়গোড়াতেই হওয়া উচিত ছিল। কেননা বর জীবন্ত প্রাণী—জড় পদার্থ নহে। অর্থ তুমিই ধন্য—আজ আমরা দু'হাত তুলিয়া তোমাকে শত ধন্যবাদ দিতেছি। তোমার অসাধ্য পৃথিবীতে কিছুই নাই।

সুকুমার বিশেষ মনোযোগের সহিত সংবাদপত্রের এই প্রবন্ধটী দুই তিন বার পাঠ করিল। পড়িতে পড়িতে তাহার কেমন আনন্দও হইল সেইরূপ কাগজওয়ালাদিগের প্রতি রাগও হইল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল,—এই সংবাদপত্রের জন্যই আজ বাঙ্গালার এত অধঃপতন। ইহাদের দ্বারা কোন দিন দেশের কোনই উপকার হয় নাই, বরং পদে পদেই অনুপকার হইয়া থাকে। তাহার প্রাণের আবেগ সে আর কিছুতেই দমন করিতে পারিল না, আপনা হইতেই কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, "এই সম্পাদকগুলোকে আগা গোড়া চাব্‌কালে তবে রাগ যায়।"

সুকুমারের পার্শ্বে বসিয়া যে দুইটী যুবক গল্প করিতেছিল, সুকুমারের এই আকস্মিক উচ্ছাসে তাহারা একেবারে অবাক হইয়া সুকুমারের মুখের দিকে চাহিল। তাহার ভিতর হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কি মশাই,—ব্যাপার কি,—সম্পাদককে হঠাৎ চাব্‌কাতে ইচ্ছে হ'লো কেন।"

সুকুমার বলিয়া উঠিল, "বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকগুলো এমন এক একটা কথা তাদের কাগজে লেখে যার কোন মানে নাই—হুজুগ পেলেই হল, সত্য মিথ্যার ধার ধারে না। এই যে সব লিখেছে 'প্রেমের বীজ অঙ্কুর' এর মানে কি? তুমি কি করে জান্‌লে যে সেই বালিকার প্রাণে প্রেমের বীজ অঙ্কুর হইয়াছিল। ভদ্রলোকের কন্যার বিরুদ্ধে এই রকম যা তা কাগজে লেখাটাই কি

ভদ্রতা? যদি সত্যও হয়, তাহ'লেও কি এই রকম করে লেখা উচিত! অপ্রিয় সত্য যে প্রকাশ কর্ত্তে নেই তাতো আমাদেব পাঁচ বৎসরের ছেলেরাও জানে।

সুকুমার নীরব হইবামাত্র একটী যুবক একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "অপ্রিয় সত্য প্রচার করা উচিৎ কি না সে আলাদা কথা! তবে প্রেম যে অঙ্কুর হয়েছিল সে কথা আর কারুকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হয় না—ব্যাপার দেখলেই বোঝা যায়। মশাই, আপনি যাই বলুন আমি জোর করে বল্‌তে পারি ওই আপনার বাসন্তীলতাটি নিশ্চয়ই ওই মাষ্টরটির প্রেমে পড়েছিল।"

সুকুমার মুখটা একটু সিটকাইল। যুবকের কথায় সে একেবারেই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সে নিজেকে যতদূর সম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিল, "ভদ্র ললনার সম্বন্ধে এরূপ কুৎসিৎ আলোচনার প্রশ্রয় দিতে আমি একেবারেই চাই না।"

যুবক বেশ একটু বিদ্রূপ মিশ্রিত স্বরে বলিল, "ভদ্র ললনা কুৎসিৎ কার্য্য কর্ত্তে পাল্লেন আর তার আলোচনা করাই বড় দোষ—না?"

সুকুমার কোন কথা কহিল না,—বেশ একটু তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যুবক তাড়াতাড়ি সুকুমারের হাতটা ধরিয়া বলিল, "উঠলেন যে মশাই, উত্তর দিন। এমনি চলে গেলে হবে না।"

সুকুমার হাতটা ছাড়াইয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, "আমি

আপনায় উত্তর দিতে চাই না, উত্তর দেওয়াটা আমি লজ্জার বিষয় মনে করি।”

সুকুমারের ভঙ্গিমায় যুবকদ্বয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দুইজনের ভিতর হইতে একজন বলিয়া উঠিল, “মশাই সত্যি কথা বল্‌বেন, আপনিই কি সেই মাষ্টার মশাই ?”

সুকুমার কোন উত্তর দিল না, তাহার ক্রোধে মুখখানা একেবারেই লাল হইয়া গেল। সে দ্রুতপদে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। সুকুমার যতই বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই এই সকল কথা তাহার প্রাণের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। সে এত দিন যাহার পূজা করিয়া আসিয়াছে,-- হৃদয় আসনে যে দেবী মূর্ত্তিকে বসাইয়া সে কি দিয়া তাহারে পূজা করিবে তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইয়াছে, সেই দেবী আজ স্বয়ং তাহাকে পূজার পুরোহিত করিতে ডাকিয়া আনিয়াছে। সুকুমারের রোজই মনে হইত বাসন্তীলতা কি জন্য এত টাকা দিয়া তাহাকে নীলামে খরিদ করিয়াছে সেইটুকু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি করি করিয়াও সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। উত্তরে পাছে তাহাকে কোন গুরুতর কথা শুনিতে হয় সেইটাই ছিল তাহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আশঙ্কা। যাহা সে এতদিন বাসন্তীকে জিজ্ঞসা করিতে সাহস করে নাই, যাহা তাহার একটা মস্ত চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল আজ সংবাদপত্রই তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। আর

বাধা নাই, বিঘ্ন নাই,—সে এক্ষণে অনায়াসেই তাহার হৃদয়দেবীকে হৃদয় আসনে বসাইয়া যে ভাবে ইচ্ছা পূজা করিতে পারিবে। এই সকল কথারই আলোচনা করিতে করিতে শেষে আসিয়া বাটীতে উপস্থিত হইল। তখন সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব ছিল না। সুকুমারের এইটাই হইয়াছিল তখন শ্রেষ্ঠ ভাবনা যদি বাসন্তীর চোখে এই সংবাদ পত্রখানা পড়িয়া থাকে। যদি সে এই প্রবন্ধটা দেখিয়া থাকে তাহা হইলে সে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে?

বাহিরে কেহ ছিল না সুকুমার ধীরে ধীরে বাটীতে প্রবেশ করিয়া একেবারে যাইয়া বাসন্তীর পড়িবার ঘরের ভিতর প্রবিষ্ট হইল। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া সুকুমার যাহা দেখিল তাহাতে সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে দেখিল গৃহের মধ্যস্থলে একখানা চেয়ারের উপর বাসন্তী উপবিষ্ট,—তাহার দুই নয়ন বহিয়া অবিরত ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার সম্মুখে টেবিলের উপর একখানা বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পড়িয়া আছে। এ কি দৃশ্য—এ দৃশ্য তো সুকুমার দেখিবার আশা করে নাই। বাতাসে সংবাদ পত্রখানা উলটাইয়া পড়িল, সুকুমার দেখিল কাগজখানার উপরেই বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—

বড় ঘরের বড় কথা।

মাষ্টারকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বাসন্তী চোখের

জল দমন করিবার চেষ্টা করিতে ছিল। সে অঞ্চলে একবার চোখ মুছিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মাষ্টার মশাই, আপনি বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত আছেন ?"

সুকুমারের সমস্ত প্রাণটা একবারে দুলিয়া উঠিল। সে মহা ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিল, "আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আপনার ইচ্ছাই কি যথেষ্ট নয় ?"

বাসন্তী কথা কহিতে পারিল না, তাহার নয়ন আবার ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল, সে অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া টেবিলের উপর লুটাইয়া পড়িল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

"একেবারে এই রকম সর্ব্বনাশটাই কর্ত্তে হয়।"

বিপিনবাবু ক্রুদ্ধস্বরে কথাটা শেষ করিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, রামজীবনবাবু হাত নাড়িয়া তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, বিপিন কিন্তু বসিল না, মহা গরম হইয়া আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, "আপনার বাড়ীতে কোন ভদ্রলোকের আর বসা উচিত নয়; আজ যদি দিদি বেঁচে থাক্‌তেন তাহ'লে আপনার সাধ্য কি যে এমন কুকাজ করেন। কুল গেল, জাত গেল, ধর্ম্ম গেল, আপনার হ'লো কিনা টাকাই সব চেয়ে বড়। ছেলেটার মুখের দিকেও তো একবার চাইতে হয়। একটা কোথাকার কে বিধবা, সে এসে আপনার ছেলেটাকে কিনে নিয়ে গেল আর আপনি টাকার তোড়া নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বাড়ী ফিরে এলেন। যে চূন কালি মুখে মেখে এলেন সে ধুলেও কখন যাবে না তা কি একবারও ভাব্‌লেন না?"

রামজীবনবাবু বিপিনের দিকে একটু হেলিয়া পড়িয়া তাহার হাতটা ধরিয়া বলিলেন, "ভায়া শোন, ভায়া শোন। বুড়ো মানুষের

ওপর কি রাগ কর্ত্তে হয়। গেরো রে ভাই গেরো, এ সব গোরা,—এ সব গেরোতে করায়। ফস্ করে যে এই রকম একটা বিধবা মাগী এসে অত টাকা ডেকে বস্‌লো, আমি ছাই আগে বুঝ্‌তে পেরেছিলুম? তাহ'লে কি আর ছেলেটা এমন করে বেহাত হয়ে যায়। আমি ভাই একজন বাইজীর পোষাকের বাহার হাঁ করে দেখ্‌ছিলুম, ঠিক সেই সময় এই গোলযোগটা হইয়া গেল।

বিপিন মুখখানা গোঁজ করিয়া হেট হইয়া বসিয়াছিল,—ফস্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এমন বুদ্ধি হীন ছেলেও ত কখন দেখিনি, আপনারই না হয় ভীমরতি হয়েছে সে ছোঁড়াটার তো ভীমরতি হয় নি। সেই বা কোন আক্কেলে সেই বিধবা মাগীটার সঙ্গে চলে গেল। একবার নিজের দিকে, জাতের দিকে চেয়ে দেখ্‌বে না। ছি, ছি, ছি, এ সব ছেলে বি, এ, এম, এ পাশ করে কেন?"

রামজীবনবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "ওই খানেইতো ভায়া যা একটু গোল, যুবক যুবতী বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ওই সংস্কৃত কাব্য পড়িয়েই যত গোল বেধে গেছে। আমিতো ভায়া, গতিক দেখে, পূর্ব্বেই বুঝেছিলুম ছেলে তো একটু বিগ্‌ড়েছে। এখন যদি একটু ধর কাট্ করি তাহ'লে দু'দিকই ফস্‌কায়, ছেলেতো গেছেই মাঝখান থেকে আমার টাকা গুলোও যায়। কাজেই—"

বিপিন বিরক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আর আপনার কাজেই ত

কাজ নেই। আপনি যে কাজ কল্লেন তাতে আপনার সাত পুরুষ জয় জয়কার কচ্ছে। ছি, ছি, ছি, এমন কাজও করে? ছেলে তো গেল মাঝখান থেকে মেয়েটাকেও পর করে ফেল্‌লেন। তার শ্বশুর বাড়ীতে যখন এই সব কথা শুন্‌বে, তখন তারা কি আর আপনার বাড়ীতে মেয়ে পাঠাবে?"

রামজীবনবাবু কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় নলিনী মড়া কান্না লইয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, "বাবা, বাবা গো, তোমার জন্যে আজ যে আমি দাদা হারা হলুম গো। তুমি দাদাকে কোথায় রেখে এলে গো।"

আজ প্রায় তিন মাস হইল নলিনী শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিল,—সম্প্রতি আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সহসা আজ যে কোথা হইতে একরাশ কান্না লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল তাহা তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, বেশ একটু অবাকভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিপিন ক্রুদ্ধভাবে বলিয়া উঠিল, "দেখুন আপনার কার্য্যের পরিণামটা। সাত নয়, পাঁচ নয় একটী ছেলে তাকে কি না বিক্রী করে এলেন? আপনার বাড়ীতে এরপর যে ডোম মুচিতেও পাত পাড়বে না।"

রামজীবনবাবু মনে মনে বলিলেন,—"তা হ'লেও তো কতকটা রক্ষা পাই, খরচ কিছু বেঁচে যায়।"

নলিনী ফোঁস ফোঁস করিতেছিল, সে তাহার বাবাবাবুর মুখের

দিকে চাহিয়া বলিল, "মামাবাবু, বাবার এমন মতিগতি কেমন ক'রে হ'লো ? জন্মের মত দাদাকে ভাসিয়ে দিয়ে এলেন।"

রঘুনাথপুরের জমিদারের কন্যার সহিত সুকুমারের বিবাহ না দিয়া একটা বিধবার সহিত সুকুমারের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসায় রাগে বিপিনের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আগুন বাহির হইতেছিল, সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "চ' নলিন এখান থেকে, এরকম লোকের সঙ্গে মানুষের বাস করা উচিত নয়। অম্লান বদনে ছেলেটাকে বিক্রয় করে এলেন।"

বিপিন নলিনের হাত ধরিয়া রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, সেই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া একখানা চিঠি আনিয়া রামজীবনবাবুর হস্তে দিল। রামজীবনবাবু চসমাটা খাপ হইতে বাহির করিয়া চোখে দিতে দিতে চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিলেন ও ইঙ্গিতে বিপিনকে যাইতে নিষেধ করিলেন। সহসা আবার ডাকে কাহার চিঠি আসিল সেটুকু জানিবার কৌতুহল বিপিনের প্রাণে ঘুরপাক খাইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই রামজীবনবাবুর নিষেধটা অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বস্তে বল্তেও লজ্জা করে না। আর কি আপনার বস্তে বল্বার মুখ আছে ?"

রামজীবনবাবু তখন পত্রখানা পাঠ করিতেছিলেন, পত্র শেষ করিয়া তিনি নাক হইতে চশমা নামাইয়া যেন একটু গম্ভীর হইয়া বসিলেন। তাঁহার মুখের এই বিমর্ষ ভাব নলিনী ও বিপিন

উভয়েই লক্ষ্য করিল। নলিনীর চোখ হইতে তখনও জল ঝরিতে-ছিল সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, বাবা, চিঠিখানা পড়ে তোমার মুখ এমন গম্ভীর হয়ে উঠ্‌লো কেন ?"

রামজীবনবাবু চোখ তুলিয়া একবার কন্যার মুখের দিকে চাহি-লেন, দুই তিন বার খক্ খক্ করিয়া কাসিয়া বলিলেন, "পরশু স্কুকুর বিয়ে।"

বিপিন লাগাম ছেঁড়া পাগ্‌লা ঘোড়ার মত লাফাইয়া উঠিল, "সেই বিধবা মেয়েটার সঙ্গেই তো ? আমাদের এত বড় বংশে আজ আপনার জন্যে এক হাত কালি জমে গেল। ছি, ছি, ছি। এখনও যদি আমাদের কথা শোনেন তাহ'লে চলে যান, টাকা ফেরৎ দিয়ে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে আসুন। এমন অসৎকাজ আপনার বংশে সহ্য হবে না।"

রামজীবনবাবু কোন কথা কহিলেন না, নলিন বেশ একটু ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বাবা সত্যিই কি সেই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে পরশু দাদার বিয়ে ?"

রামজীবনবাবু বাঁ হাতে চসমাটা একবার মুছিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ঠিক যে সেই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে হবে এমন কিছু চিঠিতে লেখা নাই, তবে অনুমানে কতকটা সেই রকমই বোঝা যায়। আমায় বিশেষ করে যেতে লিখেছে। ভাবছি একবার বোধ হয় যাওয়াই উচিত।"

তারপর বিপিনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি বলো বিপিন, ছেলের বিয়ে না যাওয়া কি ভালো দেখায়? তোমার তো ভাগনার বিয়ে তোমারও তো যাওয়া উচিত।"

বিপিন রাগে বাঁকা হইয়া দাড়াইয়াছিল। একেবারে সাপের মত ফোঁস করিয়া উঠিল, "বিধবা বিয়ের লুচি আমি মুখে দেব?"

রামজীবন বাবু হাত নাড়িয়া বেশ একটু কাতর স্বরে বলিলেন, "আহা বিধবা বিয়ের লুচি তোমায় কে খেতে বলছে? আমি শুধু তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে বলছি।"

"বিধবা বিবাহে উপস্থিত থাকার চেয়ে হিন্দু ছেলের মরাই ভালো।" বিপিন রাগের ধমকে আর দাঁড়াইতে পারিল না। সে হন্ হন্ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। নলিনী পিতার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা আমি তোমার পায়ে ধরছি, তুমি দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। বাবা, দাদাই যদি পর হয়ে যায় তাহ'লে তোমার টাকা কি হবে? আজ যদি মা থাক্‌তো—"

কন্যার এই কাতর উক্তিতে রামজীবন বাবুর পত্নীর কথা মনে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বক্ষের পাঁজরগুলা যেন নড়িয়া উঠিল, তিনি মৃদুস্বরে কেবলমাত্র বলিলেন, "তাইতো মা।"

* * * * * *

রামজীবন বাবু পুত্রের বিবাহে যাওয়া উচিৎ কি অনুচিৎ দুই দিন ধরিয়া কেবল তাহাই স্থির করিতে ছিলেন। কিন্তু কি যে

করিবেন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতে ছিলেন না। সুকুমারের বিবাহ যে দিন,—সেই দিন সহসা তাঁহার মনে হইল, এই বিবাহে উপস্থিত হইতে পারিলে আরো কিছু পাইবার সম্ভাবনা আছে। এই কথাটা যেমনি রামজীবন বাবুর মনে হইল অমনি তাহার মাথা কেমন গোলমাল হইয়া গেল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই কলিকাতায় রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

মহা তাড়াতাড়ি সত্ত্বেও রামজীবন বাবু প্রথম ট্রেণ ফেল করিলেন। তিনি যখন কলিকাতায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। তিনি একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া ক'নের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। ক'নের বাড়ীর দরজায় যাইয়া গাড়ী দাঁড়াইল। সমস্ত বাড়ী আলোক মালায় বিভূষিত,—সানাই প্রাণ মাতাইয়া মিলন মঙ্গল পঞ্চমে ধরিয়াছে। রামজীবন বাবু তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া সম্মুখে তিনি যাহাকে দেখিলেন, তাহাকে দেখিবার তিনি একেবারেই আশা করেন নাই। তিনি মহা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি—তুমি কানাই লাল—তুমি এখানে ?"

কানাই লাল মহা ব্যস্ত ভাবে বলিল, "সে কথা পরে শুন ভাই, শিগ্‌গির এস কন্যা সম্প্রদান হচ্ছে।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সুকুমার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশোৎপন্ন। ছেলেবেলায় সে মাতৃহীন হয়। তাহার পর পিতার শাসন ও শিক্ষকের তাড়া খাইতে খাইতেই এত বড় হইয়াছে। স্নেহের জন না থাকিলে যা হয় সুকুমারেরও তাই হইয়াছিল—তাহার স্বভাবটা যেন কেমন কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সহজে বিচলিত হইত না। তাই যখন বি, এ, পাশ করিবার পর রামজীবন বাবু আর খরচ পাঠাইতে ইতস্ততঃ করেন সুকুমার তখন তাহা সহজভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল এবং বিনা দ্বিধায় মাষ্টারী দ্বারা নিজের খরচের সংস্থান করিয়া এম, এ, পড়িতে আরম্ভ করিল। এতদিন তাহার কাটিয়াছিল বেশ, কারণ সে জীবনে বৈচিত্র্য কিছুই ছিল না কিন্তু এখন যেন সুকুমার একটা নতুন হাওয়ার সন্ধান পাইল। বেণীমাধব বাবুর স্নেহ ও বাসন্তীর ভক্তি যেন তাহাকে দিশেহারা করিয়া তুলিয়াছিল।

দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কোন কার্য্য করা সুকুমারের স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল—সে চিরকালই পরের উপর নির্ভর করিতে ভালবাসিত। তাই বেণীমাধব বাবুর মৃত্যুর পর সে যখন দেখিল অত বড় সংসারের

কর্তৃত্ব ভার তাহার পরেই আসিয়া পড়িতেছে, তখন সে রীতিমত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাসন্তী যখন সকল জানিয়া শুনিয়াও সুকুমারকে আরও জড়াইতে লাগিল তখন সুকুমার একেবারেই নাচার হইয়া পড়িল। যাহা হউক সুকুমারও ছিল গম্ভীর ও বাসন্তীও ছিল ধীর প্রকৃতির, সুতরাং দিনগুলি একেবারে যে মন্দ কাটিতেছিল তাহা বলিতে পারা যায় না।

এই সময় বাসন্তী মাধবীকে লইয়া আসে। মাধবীর স্বভাব বাসন্তীর ঠিক বিপরীত। সে শুধু নিজে হাসিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত না, তাহার চেষ্টা ছিল কিরূপে দশজনকে হাসাইবে। মাধবী তাহার ভগ্নির গৃহে পদার্পণ করিয়াই অল্প দিনের মধ্যেই সকলের হাবভাব বুঝিয়া লইয়াছিল, সুকুমারেরও যে গলদ কোথায় তাহাও তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না এবং বিনা দ্বিধায় অবিলম্বে সুকুমারের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিল। সুকুমার যে সেটা খুব পছন্দ করিয়াছিল তা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার সে কর্তৃত্বে বাধা দিতে আমরা কখনও শুনি নাই—হয়ত বা সে সাহসও তাহার ছিল না।

পৃথিবীতে সুকুমারের আরাধ্য দেবতা ছিল তাহার পিতা। পিতার আজ্ঞামত কাজ করাই যে স্বাভাবিক ইহাই ছিল তাহার চিরকালের ধারণা—সময় বিশেষে যে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে তাহা সে কখনও ভাবিয়া দেখে নাই কিংবা ভাবিলেও হয়ত অসম্ভব বলিয়া ঠেকিত। পিতার পরই সে বাসন্তীর ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য

করিয়া আসিয়াছে—কোন দিন একেবারের জন্যও তাহার আদেশের উপর প্রশ্ন করে নাই। বাসন্তীর সহিত তাহার সম্বন্ধটা যে গুরু শিষ্য সম্বন্ধের একটু বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে তাহা বাহিরের দশজনে লক্ষ্য করিয়া থাকিলেও সুকুমার ধরিতে পারে নাই। ইদানীং সুকুমার মাধবীকেও বেশ মানিয়া চলিত। কিন্তু সেটা আমাদের মনে হয়—ভয়ে, কারণ মাধবী আসিয়াই যখন সজোরে তাহার পর কর্ত্তৃত্ব চালাইতে আরম্ভ করিত তখন সুকুমার একেবারে হাল ছাড়িয়া দেওয়া ব্যতীত যে উপায়ান্তর আছে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না।

সুকুমারের জীবনের প্রধান পরীক্ষা হয় সেল্ রুমে। একদিকে তাহার শিক্ষা, মনুষ্যত্ব, মান, প্রতিপত্তি আর একদিকে পিতৃ-আজ্ঞা। ইহুদির টানাটানি ও ডাকাডাকি হাকাহাকির মধ্যে সুকুমারের জ্ঞান বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল।

সে বিভ্রান্তের ন্যায় গাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই সম্মুখে যাহাদের দেখিল তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল।

বাসন্তী ও মাধবী সুকুমারের হাত ধরিল, সুকুমার কোন বাধা দিল না—গাড়ীতে উঠিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল।

* * * * * * * *

আজ প্রায় এক সপ্তাহ হইল সুকুমার বাসন্তীর নিজের বাটীতে

আসিয়াছে। এমন যে নির্ভরশীল পুরুষ তাহাকেও এই সপ্তাহকাল অনবরত ভাবিতে হইয়াছে—সময় কি না করে? সুকুমার শিক্ষিত যুবক। চিত্তের চাঞ্চল্য কমিলে সে সকলই বুঝিল। গত জীবনের জন্য যে তাহার অনুশোচনা একেবারে না হইয়াছিল তাহা নয় কিন্তু তাহার প্রধান ভাবনা হইয়াছিল তাহার প্রতিকারের উপায় লইয়া।

বাসন্তী বাল-বিধবা। সুযোগ পাইলে যে সে বিদ্যাসাগরী মতে তাহার মত পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই—এটুকু সুকুমার বেশ বুঝিয়াছিল। কিন্তু সুকুমারের এখন কি করা উচিত! সুকুমার জ্ঞানী পণ্ডিত—কিন্তু তাহার পাণ্ডিত্য তাহাকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে ভাবিতেছিল বিধবা বিবাহে দোষ কি? দেশের সম্ভ্রান্ত পণ্ডিতগণ ত ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। এই তিনদিন ধরিয়া সে রাশি রাশি পুস্তক হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে—বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। কিন্তু তথাপি তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না। সুকুমার মনকে প্রবোধ দিল ইহা তাহার সংস্কার দোষ।

* * * * * *

বিবাহের রাত্রে সুকুমার আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। সে যে বাসন্তীর শিক্ষাগুরু—পিতার সমান। যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই তাহার মন বিদ্রোহ হইয়া উঠিল। সুকুমার ভাবিল

সে বিবাহ করিবে না কিন্তু তাহা যে হইবার নহে—সে যে এখন অপরের ক্রীত। দুই চক্ষে সুকুমারের অশ্রুধারা বহিয়া গেল।

সম্প্রদান হইয়া গেল,—সুকুমার চোখ চাহিতে পারিল না। শুভ-দৃষ্টির সময় আসিল কিন্তু সুকুমারের মুখে হাসি নাই। তাহার যে কি ভীষণ উত্তেজনা হইতেছিল তাহা কেহ বুঝিল না, সকলেই সুকুমারকে কন্যার দিকে চাহিতে বলিল। বাসন্তীকে নূতন বেশে দেখিতে হইবে স্মরণ করিয়া সুকুমার শিহরিয়া উঠিল। সঙ্কোচ, উদ্বেগ ও শিহরণের মধ্য দিয়া সুকুমাব বধূর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। এ যে মাধবী! একটা মুক্তির নিঃশ্বাস আপনা হইতেই সুকুমারের নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়িল,—আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্ত্তব্যপরায়ণা বিধবার প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

উপসংহার।

—:*:—

বাসন্তী আজ সমস্ত দিন পূজার ঘরেই কাটাইয়াছে—এ শুভ সম্মিলনে যোগ দিবার হৃদয়-বল তাহার ছিল না।

প্রত্যূষে যখন সুকুমার ও মাধবী আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, তখন সে আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না—তাহার বুক বহিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল।

মাধবী আসিয়া বাসন্তীর কোলে মুখ লুকাইল। বাসন্তী সজল নয়নে বলিল, "বোন্, কানাই কাকাকে আমি সেইদিনই বলে ছিলাম যে মাষ্টার মশায়ের বাবা যখন কথা দিয়েছেন সে কথা কিছুতেই ভাঙ্গতে পারে না। এত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়েও যে ভগবান্ আমার মুখ রেখেছেন তার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

তাহার পর মাষ্টার মশায়ের দিকে চাহিতেই তাহার চক্ষু দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল ঝড়িতে লাগিল।

"জানিস্ মাধবী, লোকে শুধু আমায় নিন্দে করেই ছাড়েনি, তারা আমার সতীত্বের উপর পর্য্যন্ত দোষ দিয়েছে; কিন্তু ঈশ্বর তার শাস্তি দেবেন যদি স্বামী ছাড়া আর কাহারও স্মৃতি আমি চিন্তায়ও

আনিয়া থাকি। তোর যে বোন্ মাষ্টার মশাইর সঙ্গে বিয়ে হবে তা বাবার মুখেই আমি প্রথম শুনি এবং সেই থেকেই জানি—তা না হলে মাষ্টার মশায় আমার কে?"

"কিন্তু—"

"তাও শুনতে চাস্ মাধবী, তবে শোন্ কি পাষাণ হৃদয় নিয়ে আমি এই দুই বৎসর কাল কাটিয়েছি।"

বাসন্তী উঠিয়া যাইয়া তাহার স্বামীর ফটো লইয়া মাধবীর হাতে দিল।

মাধবী সুকুমারের হাতে সে ফটোখানি দিল। সুকুমার নিজের আকৃতি ও বাসন্তীর স্বামীর প্রতিকৃতিতে এরূপ অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল।

সম্পূর্ণ।

বাঙ্‌লার

খোকা খুকী

শিশুসাহিত্যে নূতন ধারা।

জীবন যুদ্ধে বাঙ্গালী পেছিয়ে পড়েছে। পরিধানে বস্ত্র নাই, পেটে অন্ন নাই, মনে আনন্দ নাই, শরীরে বল নাই,—বাঙ্গালী আজও ঘুম ঘোরে আচ্ছন্ন। এই বিজ্ঞানের যুগে নিত্য নূতন আবিষ্কারে বিশ্বময় একটা জাগ জাগ সাড়া পড়েছে কিন্তু বাঙ্গালী এখনও তেমনই উদাসীন। তা হলে ত চল্‌বে না—আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে—পেছনের দিকে চাইব না, শুধু সাম্নের দিকে চেয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু আমাদের এ ঘুম ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বেলা ত অনেক হবে—এ দুর্ব্বল দেহ তখন আর কত কাজ করবে? আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি আমাদের উপর নির্ভর কর্‌লে চল্‌বে না—

আমাদের নির্ভর করতে হবে আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা

বাঙ্গলার

খোকা খুকীর

উপর—

তা'দের এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে ভবিষ্যতে একটি দিনের জন্য তা'দের বাঙ্গালী বলে অনুতাপ করতে না হয়— [illegible] সামনে বাঙ্গালী বলে ঠিক সমানভাবে মাথা উঁচু করে থাকতে [illegible]।

[illegible] তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যায় তা আমাদের দেখতে হবে এবং কোথায় তা'দের অভাব তা আমাদের ভাবতে হবে।

[illegible] বাঙ্গলার খোকাখুকীর জন্য

শিশির পাবলিশিং হাউস

[illegible] আয়োজন করছেন তাহাতে আপনার এবং আমাদের স্বার্থ কি সমান নয়?